উৎসর্গ পত্র।

এই সামান্য কাব্যখানি বৰ্দ্ধমানাধিপতি

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজধীরাজ

আপতাপ

চাঁদ বাহাদুরের

করকমলে

জনৈক দরিদ্র প্রজা

কর্ত্তৃক

উপহার প্রদত্ত হইল।

ইতি। শকাব্দা ১৮০৪।

শ্রীবিজয়কেশব বসু

সাদিপুর।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক খানি কোন বিশেষ নায়ক নায়িকার গল্প ছলে লিখিত হয় নাই। ইহা স্বর্গ নরক ও জাগতিক বর্ণনায় রঞ্জিত। ইতালীয় কবি ডান্টো এক বার নরকের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন কিন্তু এ চিত্র সে রূপ ভাবে চিত্রিত হয় নাই। ইহার সহিত বিদেশীয় কবির অনেক অনৈক্যতা আছে। "অদৃশ্য দর্শন কাব্য" বেদান্ত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের মতানুসারেই লিখিত হইয়াছে। নরক চিত্রে পাপের শাস্তি দেশীয় রুচির বিরুদ্ধ হয় নাই। অথচ দেহান্তে দৈহিক শাস্তির পরিবর্ত্তে আত্মার শাস্তিই চিত্রিত হইয়াছে।

স্বর্গ সর্গে পুণ্যাত্মাগণের পুরস্কার ও স্বর্গীয় সুখসম্ভোগ পার্থিব উপকরণে ও কল্পনায় যত পারা যায় বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গে অন্তর্জ্জগতীয় মায়া ও রিপুগণের সহিত চিন্তার ষড়যন্ত্রে জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিগণের সহিত যুদ্ধ ও মায়ার পরাজয় ও জ্ঞান রাজার ভূভ্রমণ বিবর্ণিত হইয়াছে।

অধুনা অস্মদ্দেশীয় ভ্রাতৃ বর্গেরা পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা দেখিয়াই অগ্রাহ্য পূর্ব্বক পুস্তক ত্যাগ করেন। অনেকে পুস্তকের আদ্যোপান্ত দর্শন না করিয়াই অপরিচিত গ্রন্থ কারের নাম শ্রবণ মাত্রেই তুচ্ছ জ্ঞান করেন। কবি কাউপার সাহেব এই সম্বন্ধে তাঁহার (VI Task) কোন স্থানে লিখিয়াছেন (Some to the fascination of a name surrender judgment hoodwinked) কিন্তু এ গ্রন্থে সে রূপ হইলে চলিবেনা এ গ্রন্থকার সাধারণের নিকট পরিচিত না হইলে জানিতে হইবে যে—

"Many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air."

এই নীতি গর্ভ পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত মানসিক ও বৈজ্ঞানিক কল্পনায় লিখিত। গ্রন্থকার কবিযশঃপ্রার্থী নহেন যদি নরকের শাস্তি প্রদর্শনে এক জন লোককেও তিনি পাপ হইতে বিরত করিতে পারেন তাহা হইলেও আপনাকে ধন্য বাদ দিবেন।

এক্ষণে এই মাত্র আশা যে সুবিচারক গুনগ্রাহীগণ যেগুণে ও যে ন্যায় চক্ষে সুবিচারক আখ্যায় বিখ্যাত হইয়াছেন সেই গুণে ও সেই চক্ষে এই বর্ণ চোরা আম্রের মত "অদৃশ্য দর্শন"কেও দর্শন করুন।

পরিশেষে বিশেষ কৃতজ্ঞতা সহিত ইহা স্বীকার্য্য যে শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরদচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন। এবং সাদিপুর নিবাসী জনৈক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাধন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ২।১ খানি সংস্কৃত পুস্তকের সাহায্য দ্বারা গ্রন্থকারকে বিশেষ বাধিত করিয়াছেন। নিবেদন ইতি।

শ্রীরাখালদাস দত্ত
প্রকাশক।

অদৃশ্য-দর্শন-কাব্য।

প্রথম সর্গ।

সুদৃঢ় [illegible] দুর্গ, অস্থি পরিসর
শোণিত-পরিখা যোগে আছে সুবেষ্টিত,
স্থান প্রতি রক্তস্রোত বয় নিরন্তর
ঈশ্বর শিল্পীর হাতে সুদৃঢ় নির্ম্মিত;
অস্থিতে অস্থির যোগে শিরা সুবন্ধনে
দৃঢ় গ্রন্থি মাংসপেশী পূর্ণ প্রতি স্থানে;

দৃঢ় মেরুদণ্ডে ভিত্তি আমূল স্থাপিত
সুনৈপুণ্য শ্রেণীবদ্ধ কার্ম্মুক আকার
সহ অস্থি মজ্জায় সরক্তে গ্রথিত
দৃঢ়বদ্ধ শিরাসূত্রে সুদৃঢ় প্রাকার;
ত্রিভাগে বিভক্ত সেই প্রাকার সুন্দর
অস্থি মাংস চর্ম্মরূপে স্থিত পর পর।

৩

প্রথম স্তবক পরে রক্তস্রোত বয়
পরিখার পরে পুনঃ প্রাচীর সুন্দর ;
বিচিত্র প্রাচীর অঙ্গ রক্ত ছিদ্রময়
অস্থির প্রাচীর পুনঃ তাহার ভিতর ;
তিনটী প্রাকারে ঘেঁরা তিন পরিখার
কেন্দ্ররূপে স্থিত দুর্গ ত্রিকোণ আকার।

৪

বহিঃ স্তবকে শোভে শস্পাঙ্কুর কত
তীক্ষ্ণাগ্র অঙ্কুশ যথা, রক্ষক স্বরূপ ;
নিবারিতে শীত গ্রীষ্ম বাহ্যিক বিপদ
সুকঠিন আবরণ পূর্ণ ছিদ্র কূপ ;
জন্মিলে হৃদয়ে ভাতি সঙ্গিনের মত
দাঁড়ায় সরল ভাবে তনুরুহ যত।

৫

অবিকল পর্ণ-পত্র আকৃতি দুর্গের
বিভক্ত চারিটী কক্ষে বিচিত্র গঠন ;
চারি দ্বার শোভে সেই চারি প্রকোষ্ঠের
আবাহ প্রবাহ তায় বহে অনুক্ষণ ;
সে প্রবাহ ভাটা কভু আবহ জোয়ার
অবরুদ্ধ উদ্ঘাটিত করে চারি দ্বার।

৬

বিপদ আপদ হ'তে সাবধান আশে
সঙ্কেতক স্তম্ভ যথা রয় সংস্থাপিত ;
সেই মত স্তম্ভ রহে হৃদি দুর্গ দেশে
লম্বিত উন্নত শির গগন স্পর্শিত ;
রক্ষিত মুকুরদ্বয় স্তম্ভ-শীরসিতে
অরাতি বিপদ ভীতি দুর্গে জানাইতে।

৭

স্তম্ভে চাপি সেনাপতি, যথা কাচ যোগে
লক্ষ্য করে বহুদূর সতর্ক সহিত ;
ভাবী শঙ্কা ভাবি মনে দুর্গ চারি ভাগে
বুঝিলে সামান্য শঙ্কা জানায় ত্বরিত ;
অমনি সতর্ক হয় দুর্গ বাসীগণ
যথাস্থানে অস্ত্র শস্ত্র করয়ে স্থাপন।

৮

ঋজু-কর-রেণু-গ্রাহী-মুকুর যুগল
চাকচিক্য সূক্ষ্ম দর্শী মসৃণ চিক্কণ
জ্যোতি দানে আলো করে দুর্গ অন্তস্থল
কাচে সূর্য্য-কর-রেণু ফলিত যেমন ;
আঁধার জগৎ যার নয়ন না রয়
চন্দ্রমা ভাস্কর তার সবি তমোময়।

৯

নয়ন-কাচের যোগে রেটীনা দর্পণে
দর্শায় বহিস্থ দৃশ্য যেন বিপরীত ;
দৃশ্য প্রতিবিম্ব ছায়া প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
জন্মায় হরষ ভীতি হইয়া ফলিত ;
বহিস্থ সংসার হয় অন্তরে আনীত ·
দর্শন প্রক্রিয়া তায় হয় সম্পাদিত।

১০

চারিদ্বার দেশেলগ্ন শিরাচতুষ্টয়
অসৃজ-প্রবাহ যাহে হয় বহমান ;
দক্ষিণে দুষিত বায়ু কক্ষ পুর্ণ রয়
বিশুদ্ধ অনিল বামে বৃদ্ধি হ্রাসমান ;
তড়িৎ বার্ত্তার তার চৌদিকে লম্বিত
বিভিন্ন প্রদেশ-বার্ত্তা যাহে সদানীত।

১১

মহারাজ চক্রবর্ত্তী জ্ঞানের আগারে
লম্বিত সে তার শূন্যে, দুর্গ স্তম্ভ হ'তে ;
মুহূর্ত্তে সংবাদ যায় রাজার গোচরে
উত্তর অমনি আসে নিমিষে চকিতে ;
ঘটিলে বিপ্লব দুর্গে, কিম্বা রাজ্যদেশে
শাসন প্রচার হয় রাজার আদেশে।

১২

নৃপতি আদেশ যদি না হয় রক্ষণ
নিষেধে বিদ্রোহ যদি শমিত না হয় ;
প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাসহ বাধে ঘোর রণ
জিনিলে বিপ্লব শান্ত, নতু রাজ্যক্ষয় ;
স্বাধীন বিদ্রোহী রিপু না মানি রাজায়
ইচ্ছামত কার্য্যে রত হয় স্ব ইচ্ছায়।

১৩

প্রেম দ্বেষ হর্ষ দুঃখ সাহস প্রমাদ
অসূয়া অমর্ষ ঈর্ষা চিন্তা অহঙ্কার ;
মান দ্রোহ শোক তাপ ভয় অবসাদ
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ আদি আর
দুর্গের মাঝারে বাস করি অবিরত
নিজ নিজ কার্য্য সাধে জাতি ধর্ম্মমত।—

১৪

প্রাবৃট আকাশে যথা ঘেরিলে জীমূত
আচ্ছাদি রবির কর করে অন্ধকার ;
ক্ষণকাল স্পন্দহীন নিস্তব্ধ মারুত
স্পন্দহীন মহীরূহ লতা পাতা আর ;
সরিৎ তড়াগ নদী সবে স্তব্ধ রয়
না উঠে আবর্ত্ত ঊর্ম্মি তরঙ্গ নিচয়।

১৫

সহসা তুমুল বাত্যা বহিয়া গগনে
করকা বালুকা সহ আচ্ছাদি অম্বর
সরোষে সংগ্রাম করে উড়াতে সে ঘনে
দোলে পাতা, চূড়া লতা দোলে তরুবর ;
প্রলয়ে সমগ্র সৃষ্টি করিতে বিনাশ
বহে বায়ু ভীম রবে জুড়িয়া আকাশ

১৬

তেমতি কেন যে আজি হৃদয় অম্বরে
উদিল ভীষণ মেঘ আসি যুগপৎ ;
দশদিক আচ্ছাদিল চিন্তাজলধরে
স্পন্দহীন বায়ুহীন অন্তর জগৎ ;
জ্ঞান-সূর্য্য-কর-প্রভা জলদে ঢাকিল
সহকারী বৃত্তি দল নীরবে রহিল ।

১৭

বিরত প্রবৃত্তি যত স্বকার্য্য সাধনে
সবেগে শোণিত স্রোত শিরায় ধাইল ;
ঘনাশ্বাস নাসারন্ধ্রে বহিল সঘনে
আপাদ মস্তক' পরি ধমনী কাঁপিল ;
কোরকে কৈশিকী সূত্রে স্মরণের পথে
চিন্তার অসীম স্রোত বহে হৃদে চিতে ।

১৮

একে চিন্তা-কাদম্বিনী গগন ঘেরিল;
আশা কুহকিনী তাহে সৌদামিনীরূপে
সময় বুঝিয়া আসি ঘনে মিশাইল ;
বজ্ররূপে কৌতুহল ধ্বনিল কৌতুকে :
চিন্তামেঘ তমোরাশি ঘেরিলে জগৎ
চকিয়া চপলা আশা দেখাইল পথ।

১৯

উৎসাহ মধুর বায় মৃদুল বহিয়া
চালাইল মেঘমালা দূরনিরুদ্দেশে ;
নাহিদিক নিরূপণ অলক্ষ্যে চলিয়া—
সিন্ধুতে ভুধরে ধায় দেশে মহাদেশে
জলে স্থলে মরুভূমে, বিজনে কান্তারে
নগরী প্রাসাদ সৌধে, দরিদ্র আগারে

২০

কভু চন্দ্রে কভু সূর্য্যে স্বর্গ ধরাতলে
নিরয় নিমনে কভু আকাশ প্রান্তরে,
বেগগামী বাষ্পপোতে, সুরধুনী জলে
কখন বৈরাগ্য পথে, কখন সংসারে
কভু পঞ্চ ভূত মাঝে, শরীর ভিতরে
কবরে শ্মশানে কভু দারুণ সমরে।

২১

চিন্তার নাহিক শেষ যত মনে হয়
পৌরস্ত্য জঘন্য নাই নাহি লক্ষ্য তার,
এক যায় আর আসে নিমিষে উদয়
যত ভাব তত বাড়ে অসীম অপার;
আবেগ ধরিয়া রাখে সাধ্য কার হেন
অনন্ত অম্বর মাঝে বায়ু স্রোত যেন।

২২

প্রশান্ত গম্ভীর নীরে লোষ্ট্র নিক্ষেপিলে
সুগম্ভীর তোয় যথা হয় সচঞ্চল;
উঠে ঊর্ম্মি চক্রবিম্ব লহরী সলিলে
সে আঘাতে কাঁপে যথা পঙ্কজের দল,
তেমতি হৃদয় আজি চিন্তায় আহত
সভয়ে সদ্বৃত্তি যত অন্তরে কম্পিত॥

২৩

চিন্তার বিপ্লববার্ত্তা বার্ত্তাবহ তারে
নিবেদিল সেনাপতি অন্তরে সভয়ে
মহারাজ চক্রবর্ত্তী রাজরাজেশ্বরে;
জ্ঞান হারা জ্ঞানরাজা অকালপ্রলয়ে;
চিন্তার বিদ্রোহানলে দেহরাজ্য যায়
বিদ্রোহ শাসন বিনা কি আছে উপায়।

২৪

যে যোদ্ধা যেমন তার সমযোদ্ধা চাই
করীর মৃগেন্দ্র সহ আহবাশা সাজে ;
দুর্ব্বল সবলে জেনা সম্ভাবনা নাই
চালের চটক কভু সমপক্ষিরাজে ?
না প্রেরিলে চিন্তাসম বলী একজন্
থামিবে না সে বিদ্রোহ সহজে কখন ॥

২৫

নীরবে নৃপতি তবে চিতে বিবেচিল
চিন্তার সমরে এবে পাঠাব কাহায় ?
ভাবিয়া সর্ব্বাঙ্গব্যাপী মনে নিয়োজিল
দলবল সঙ্গে মন চলিল আজ্ঞায় ;
সাহসে বাঁধিয়া বুক সাবধানে অতি
সম্মুখ সমরে হানা দিতে শীঘ্রগতি ॥

২৬

যুদ্ধসজ্জা নিজে রাজা দিল সাজাইয়া
দিল রাজদণ্ড করে নৃপতি নিশান
বুদ্ধির উষ্ণীশ শিরে দিল পরাইয়া
বাম পঞ্চশাখে দিল সাহসের বাণ ;
চিত্রিয়া বিজয়-চিহ্ন বাহু বক্ষোপরে
প্রফুল্ল অন্তরে দিল আলিঙ্গন পরে।

২৭

সম্বোধি বাহিনীপতি কহিলা রাজন
"যাও বীর রণজেতা মম বাহুবল
জিনিয়া সমর কর চিন্তার শাসন
নাশ শত্রু বুদ্ধিবলে সমর-কুশল
কিম্বা সাম দান আদি সে চতুঃ উপায়ে
দম অরি, সন্ধি আদি নৃপগুণ ছয়ে॥

২৮

"বারে বারে যুদ্ধে তুমি রাখিয়াছ মান
তব বল মহাবল মহাবল অটুট অক্ষয়;
তব বল লয়ে বলি আমি বলবান
তুমি মম একমাত্র সম্পদ সহায়;
যাও বীর; কিন্তু বলি রাখিও স্মরণ
কৌশলে জিনিতে পার যুদ্ধে প্রয়োজন ?

২৯

"আমার নিসান দণ্ড, যা দিলাম করে
আগে দেখাইও তারে মিনতি সহিত
নিবৃত্তা যদ্যপি দেখ, কি কায সমরে ?
প্রজার পীড়ন কভু না হয় উচিৎ;
অমান্যে করিও দণ্ড যাহা মনে হয়
রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন শাস্তি পাইবে নিশ্চয়"।

৩০

এতেক কহিয়া রাজা দিলেন বিদায়
চলিল সেনানীবর সসৈন্য সমরে ;
মনোসিজ অশ্বে রথে কেহ চলি যায়
করে রাজ্য টল মল সৈন্য পদভরে;
মনোজ্ঞ মুদ্গার শর আর ভিন্দিপাল
বন্দুক কামান কেহ ধরে করবাল ।

৩১

কিছু ক্ষণে উত্তরিল সমর প্রাঙ্গনে
কাঁপিল সমরক্ষেত্র বীর পদভরে ;
ধ্বনিল কামান ব্রজ ভীষণ নিক্বনে
উদ্গীরিল ধূমপুঞ্জ ভীম হুহুঙ্কারে ;
সে নাদে কাঁপিল প্রাণ, প্রাণের তরাসে
নখাগ্র হইতে কাঁপে প্রতি কেশ-শেষে ।

৩২

ব্রিটেন সমাজ যথা প্যুরিটান রণে
মেথডিষ্ট আলোড়নে প্রজাপুঞ্জ যবে ;
কিম্বা নমিনালিষ্ট যথা দার্শনিকগণে
কাঁপাইল একদিন বিষম বিপ্লবে ;
কিম্বা বুদ্ধদেব যবে ধর্ম্ম সুপ্রচারে
কাঁপাইল একদিন ব্রাহ্মণ নিকরে ।

৩৩

যেমতি কৌরবদল আতঙ্কে কম্পিত
মহাবলী নিশাচর ঘটোৎকচ রণে ;
অথবা বাসব জেতা বীর ইন্দ্রজিৎ
হেরিলে রাঘব সেনা শঙ্কিত সঘনে ;
ভীত যথা কুরুরাজ নিরখি অর্জ্জুনে
রক্তবীজ সেনা যথা চামুণ্ডা দর্শনে।

৩৪

কি ছার কাঁপিল বীর হেক্টর হৃদয়
একিলিস সহ যবে ট্রয়ের সমরে ;
পিলোপনিসস্ রণে যথা সৈন্যচয়,
অথবা কার্থেজ কাঁপে যথা রোম-ডরে ;
তেমতি হইল আজি সভয়ে বিহ্বল
সুবৃত্তি কুবৃত্তি আর যত রিপুদল।

৩৫

নাদিল কামান বটে জগৎ কাঁপিল
সে রবে না জাগরিবে কেবা আছে হেন?
চিন্তা ঘোর সে চিন্তার ভাঙ্গিনা ভাঙ্গিল
নিমিলি নয়ন যোগী, যোগে মগ্ন যেন ;
দুর্জ্জয় ধূর্জ্জটী যেন তীক্ষ্ণ স্মর-বাণে
ব্যথিয়া অটল হৃদি মগ্ন পুনঃ ধ্যানে

৩৬

রচি ব্যূহ রণাঙ্গনে রাখি যত বীরে
হইলেন সেনারাজ একা আগুয়ান ;
জলদ প্রতিমস্বরে ডাকি বিদ্রোহীরে
কহিলেন "দেখ চিন্তা রাজার নিশান ;
পাঠাইলা মহারাজ শাসনে তোমার
এখনও অধীনতা করলো স্বীকার।

৩৭

"রাজদ্রোহ মহা পাপ জগতে বিদিত
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হয় কখন ;
তাই বলি লো সুন্দরী, যদি চাও হিত
এখনোও নিজ বল কর সম্বরণ ;
সত্যেং কহিনু আমি শুন সুনিশ্চয়
অন্যথায় পাবে শাস্তি উচিত যা হয়।

৩৮

"রমণী হইয়ে থাক রমণী মতন,
কোমলাঙ্গী হোয়ে কেন সমর বাসনা ?
রমণীর রণ আশা সাজে না কখন ;
কি ফল লভিয়ে তব বীরত্ব-গরিমা ?
প্রেমের পুতলী তুমি আদরের ধন ;
কোমলা অবলা বালা যুদ্ধে প্রয়োজন ?

৩৯

"সম্বর স্ববল দেবি এ দুঃখ না সয়
কি পৌরুষ আছে মম যুঝি তব সাত ;
কে আছে পাষণ্ড হেন নির্ম্মম হৃদয়
করিবে রমণী অঙ্গে কুঠার আঘাত ?
বীর হোয়ে নারী সহ যুঝে কোন জন ?
নারী সহ পুরুষের সম্ভবে না রণ।"

৪০

কুপিতা ফণিণী যথা ডমরু নিক্কণে
সহসা জাগিয়া উঠে ফণা বিস্তারিয়া ;
অথবা প্রসূতা সিংহী করী দরশনে
ধায় দ্রুতগতি অতি শিখরী লঙ্ঘিয়া ;
রুষিল তেমতি চিন্তা আঁখি রাঙ্গাইয়া
জীমূত গম্ভীর মন্দ্রে কহিল ডাকিয়া।

৪১

"যাও বীর কহ গিয়ে রাজারে তোমার
তিলার্দ্ধ না ডরি তারে, না মানি শাসন ;
না করিব অধীনতা কখন স্বীকার
মঙ্গল মরণ তার অধীন যে জন ;
মম বেগ ধরে হেন সাধ্য আছে কার ?
আমি বিনা অন্তর্জগৎ সব শূন্যাকার।

৪২

"আমার সমষ্টিযোগে জ্ঞানের আকার
অকর্ম্মণ্য রিপুদল মম বল বিনে;
মনে নাই মন কোথা জনম তোমার
অক্ষম ইন্দ্রিয় দল আমার বিহনে;
নাহি চলে কাম ক্রোধ আদি রিপুদল
আমার শকতি বিনা সবে হীনবল।

৪৩

"আমি যদি সম্বরণ করি নিজ বল
সসৈন্য সামন্ত তব কেহ নাহি রবে;
যুদ্ধ আড়ম্বর তব সকলি বিফল
চিন্তা বিনা সেনারাজ প্রপঞ্চত্ব পাবে;
তুমি কি জানিবে বল ক্ষমতা আমার?
কিছুমাত্র জানে জ্ঞান নাহি অন্যে আর।"

৪৪

"কি দর্প করলো চিন্তে দেখাও কি ভয়
অল্প বুদ্ধি নারী তুমি বচনে চতুর;
কৈতবে ছলিতে পার মানব হৃদয়
অন্তরে গরল ভরা বচন মধুর;
তুমি মম কার্য্য বটে না হও কারণ
একা তব বলে বলী নহে কোন জন।

৪৫

"মম বল বিনা কিন্তু তুমি একাকিনী
না পার করিতে কিছু মানব হৃদয়ে ;—
পিতৃ আজ্ঞা হেমলেট দিবস যামিনী
পারিল পালিতে কভু তোমারে সেবিয়ে ?
স্থধু চিন্তা বলে বল কিবা ফল ফলে
জল অগ্নি বিনা নাহি বাষ্পযান চলে।

৪৬

"চিন্তিয়া তোমারে বল লভিল কি ফলে
মধ্যম কালেতে সেই দার্শনিকগণ ; *
উর্ণনাভ রচি গৃহ বিচিত্র কৌশলে
আপনার জালে বদ্ধ আপনি যেমন ;
তেমতি বিফলে চিন্তি দিবস যামিনী
আপন চিন্তায় তারা আচ্ছন্ন আপনি।"

৪৭

কার্য্য নহি আমি তব, কিন্তু আত্মাসার"
কহিলা সক্রোধে চিন্তা "শুন তবে বলি
সুষুপ্ত বিষ্টপ যবে ঘোর অন্ধকার
নিদ্রাঘোরে জীবকুল, পাসরে সকলি ;
স্পন্দহীন জড়বৎ পড়ি ধরাসনে
সুনিদ্রিত সুখেশাঙ্কে সবে অচেতনে।

---

* The school men of the middle ages.

৪৮

"ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি আর যত রিপুদল
নিস্পন্দ নিঃশব্দ সবে যেন মৃতপ্রায় ;
সংজ্ঞাহীন কলেবর শিথিল বিকল
না পড়ে নিমিষ এক নেত্রের পাতায় ;
জীব সহ বিনিদ্রিত অন্তর সংসার
কে জাগে সেকালে বল আমি বিনা আর ?

৪৯

"সেই সুপ্তকালে তুমি আমার সহায়ে
মম চতুরতা বলে হওহে চালিত ;
অবিশ্রান্ত শ্রমী তুমি মম গুণ লয়ে
রাখ জীবে নিদ্রাবশে স্বপন সহিত ;
বাতগ্রস্থ পঙ্গু তুমি আমি না থাকিলে
তোমায় চিনিত কেবা বল মন বলে।

৫০

ভূধর প্রাসাদ নদী নিখিল ধরায়
দর্শন দর্শন করে যা আছে যেখানে ;
স্বীয় রূপ কিন্তু হায় দেখিতে না পায়
সে জন সংসারে মূঢ় স্বরূপ না জানে ;
সেরূপ তুমিও অন্ধ স্বরূপ না জান
অন্যেরে জানিতে চাও, স্বতত্ত্বে অজ্ঞান ॥"

৫১

এত কহি নিজ বল করি সম্বরণ
পুনরপি কহে চিন্তা করি সম্বোধন ;
"তোমা পাঠাইল রাজা করিবারে রণ
এস বুঝি হেরি বল কাহার কেমন"
চিন্তাহীন মন শুনি হইল ফাঁপর
অচিন্তায় সৈন্যদল, কাতর অন্তর।

৫২

শুম্ভ নিশুম্ভ রণে যথা মহামায়া
মায়া করি শক্তিরূপে হরিলেন বল ;
কিম্বা কংশ ধ্বংস হেতু হরি করি মায়া
বধিলা পরশি দেহ হরি ব্রহ্ম বল ;
তেমতি হরিল চিন্তা মন-সর্ব্ববল
সৈন্যদল হীনবল হইল দুর্ব্বল।

৫৩

ক্ষিতি অপ তেজ ব্যোম আদি পঞ্চ ভূতে
অঙ্কুর সমষ্টিযোগে গড়িল নির্ম্মাতা ;
স্থাবর জঙ্গম জীব যা আছে জগতে
অণুতে মনুজ সৃষ্টি করিল বিধাতা ;
পৃথক্ করিলে কিন্তু পরমাণুচয়
না থাকে আকৃতি-চিহ্ন সব শূন্যময়।

৫৪

চিন্তা পরমাণু যোগে মনের গঠন
সে অণু বিভিন্ন হলে সব শূন্যময় ;
স্থধু মন নয় একা যত বৃত্তিগণ
চিন্তা বিনা নাম মাত্র, শূন্যের আলয় ;
অনাসে হরিল চিন্তা বীরত্ব বিক্রম
জড়বৎ সৈন্যদল সমরে অক্ষম।

৫৫

ভঙ্গ দিলা সেনাপতি সম্মুখ সমরে
পরাঙ্মুখ যোদ্ধাদল চতুর্দ্দিকে ধায় ;
বীরগণ সৈন্যগণ ধায় উভরড়ে
দ্রুতগতি অশ্ব যেন ফিরিয়া না চায় ;
রাজার গোচরে গিয়া বার্ত্তাবহ কয়
"মন সেনাপতি আজি রণে পরাজয়।"

৫৬

কুপিত রাজন অতি রণবার্ত্তা শুনি
নিশুম্ভ নিধন শুনি যথা দৈত্যেশ্বর ;
প্রতিবিধানিতে অরি, স্বহস্তে আপনি
সক্রোধে চলিল বীর সমরে সত্বর ;
হুঙ্কার ছাড়িয়া জ্ঞান কহিল ত্বরায়।
"সাজরে সেনানী মম যে আছ যথায়।

৫৭

"দেখিব কেমন নারী সমরে দুর্জ্জয়,
দেখিব সমরে তার কত বীরপণা,
দেখিব দেখিব রণে দেখিব নিশ্চয়,
দেখিব তাহারে আজি রাখে কোন জনা ;
কে ইচ্ছে কৃশানু মুখে হস্ত প্রসারিতে ?
কে চায় উন্নত-চক্র উরগে ধরিতে ?"

৫৮

টলিল জ্ঞানের আসন টলিল মুকুট,
টলিল আব্রহ্ম স্তম্ভ টলিল প্রাসাদ,
টলিল হৃদয় দুর্গ অটল অটুট,
টলিল অন্তর রাজ্য মস্তক আপাদ ;
প্রেরিল সংবাদ দূত তন্ত্রেতে ত্বরিৎ
সে তন্ত্র স্বতন্ত্র তন্ত্র, যন্ত্রেতে যন্ত্রিত।

৫৯

পেয়ে বার্ত্তা বীরদল আইল ধাইয়া
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি যত, ইন্দ্রিয় নিকর ;
স্বীয় স্বীয় অস্ত্র শস্ত্র সকলে বাছিয়া
রণসাজে রণযাত্রায় হইল তৎপর ;
রণবাদ্য নির্ঘোষিল যত বাদ্যকর
তালে তালে উৎসাহিত সামন্ত নিকর।

৬০

যোধগণে বীরগণে আর সৈন্যগণে
সম্বোধি গম্ভীর স্বরে কহিল রাজন—
"নীরব সুস্থির ভাবে এক প্রাণ মনে
অবধান কর সবে আমার বচন"
উৎসাহে পুরিয়া বাক্য কহে প্রজাপতি
নীরবে সেনানী সবে শুনে কান পাতি।

৬১

"বাজিছে দাপটে শুন সমর বাজনা
অরির ভীষণ ভেরি নির্ঘোষিছে অই;
অরাতি হুঙ্কার আর শ্রবণে সহেনা
কি ধন বীরের আর আছে রণ বই?
বীরের বীরত্ব গর্ব্ব ধরা মাঝে সার
সে ধন বিহনে তার, কিবা আছে আর।

৬২

সাজরে সেনানী সবে যে আছ যথায়
বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবা আদি কিশোর বালকে;
রণসজ্জা করি চল চলরে ত্বরায়
সমরে মরিলে মোক্ষ পাব পরলোকে;
না হবে জনম পুনঃ ধরামাঝে আর
জাগিবে অক্ষয় কীর্ত্তি অবনী মাঝারে।

৬৩

"কি ভয় কি ভয় আর কি ভয় কি ভয়
খোলো তলোয়ার সবে হও অগ্রসর ;
সাহস উৎসাহ বাঁধ অটল অভয়
ধরি বজ্র মুষ্টি হও বদ্ধ পরিকর ;
চালাও কৃপাণ সবে ভেদিয়া অম্বর
শত্রুশির বিচ্ছেদিতে হওরে তৎপর।

৬৪

"উদ্গিরি পাবকরাশি নাচুক্ কামান
নাচুক্ বন্দুকচয় পিস্তল অযুত ;
ঝলুক্ কিরীচ খড়্গ বাণ খরসান
জ্বলুক্ দম্ভোলী মুখে অনল সতত ;
খোলো তলোয়ার সবে হও অগ্রসর
দাওহে বিজয় ধ্বনি হয়ে একস্বর।

৬৫

"মরণ মঙ্গল হায় জীবন বিফল
কি ফল বাঁচিয়ে আর জীবন ধরিয়ে ;
মৃত্যু শ্রেয়ঃ কল্প তার যে জন দুর্ব্বল
স্বাধীনতা মহারত্ন হেলায় হারায়ে ;
যাক্ কুলমান হায় যায় যাক্ প্রাণ
তথাপিও স্বাধীনতা না করিব দান।

৬৬

"জেতা আর পরাজিত অনেক অন্তর
জেতাজন সদা সুখী জিতের মরণ ;
পশুরাজ আর মেষে যেমন অন্তর
জিত-প্রাণ বাঁচা চেয়ে মরণ মঙ্গল ;
নশ্বর জীবনে ফল কি হইবে হায়
স্বাধীনতা মহাধন হারায়ে ধরায়।

৬৭

"বীরের হৃদয় মাঝে শোণিত ছুটিছে
শিরায় সাহস বেগ পলকে ধাইছে ;
দীপ্ত ক্রোধানল তেজে অন্তর জ্বলিছে
হৃদে মহা ঝড় যেন নিয়ত বহিছে ;
রণোন্মুখ দৃঢ়মুষ্টি চরণ কাঁপিছে
অন্তরে সমরদেবী দিশ্বাসে নাচিছে।

"বীরবেশে সবে আজ এস মাতি ভাই
বীরসাজ পর সবে বীর গর্ব্ব ধর ;
চল চল চল সবে রণভূমে যাই
মরিব মারিব কিম্বা অরাতি নিকর ;
উদ্ধার স্বদেশ ভাই বিপক্ষের হাতে
দিবনা দিবনা রাজ্য এ প্রাণ থাকিতে।

৬৯

"জন্মিলে জীবের মৃত্যু অবশ্য হইবে
চিরদিন বাঁচি হায় কেহ না থাকিবে ;
মরণের মহাদ্বার বল কে রোধিবে ?
এ ক্ষণভঙ্গুর দেহে কি ফল হইবে ?
দিয়ে জলাঞ্জলি হায় বীরত্ব গৌরবে
কি সুখে ধরিব প্রাণ এ নশ্বর ভবে।

৭০

না সহে বিলম্ব আর চল সৈন্যগণ
চল চল রণে যাই দেখিব কে জিনে ;
চিন্তার শোণিতে আজি করিব তর্পণ
কাটিব চিন্তার শির ভীম প্রহরণে ;
খণ্ড খণ্ড করি তার অঙ্গ সমুদয়
উড়াবো জয়ের চিহ্ন পতাকা বিজয়।

৭১

"অই শুন অই শুন কামান নাদিছে,
অই দেখ অই দেখ পতাকা উড়িছে ;
তালে তালে অই শোন বাজনা বাজিছে
বীর হৃদিপরে উষ্ণ শোণিত ছুটিছে ;
উলঙ্গ কৃপাণ ভীম করেতে নাচিছে
শোণিত-লোলুপ গৃধ্র শূন্যেতে উড়িছে।

৭২

"বীরের বীরত্ব গাথা বিদিত জগতে,
রণে কি বিমুখ বল বীরের সন্তান ?
নহি মোরা কাপুরুষ ডরিব রণেতে,
মারিব অরাতি কিম্বা ত্যজিব পরাণ ;
হও আগুয়ান বীর কর দৃঢ় পণ,
দেখিও বিপক্ষ পৃষ্ঠ না করে দর্শন।

৭৩

"স্বাধীনতা হেতু মরি সম্মুখ সমরে
সানন্দে যাইব সবে বৈজয়ন্ত পুরী ;
লভিব কৈবল্য ভাই কি কাজ সংসারে
কি কাজ জীবনে রণে যাই ত্বরা করি ;
বাল বৃদ্ধ যুবা আদি রমণী নিকর
খোলো তলোয়ার সবে হও অগ্রসর।

৭৪

"বাজাও সানিকা শৃঙ্গী সুগম্ভীর রোল
উঠুক সে ভীম ধ্বনি নভোবর্ত্মময় ;
উচ্চৈঃস্বরে এক বাক্যে বাজাও এ বোল ;—
'যেখানে জ্ঞানের আলো সেখানেই জয়' ;
বাজাও মৃদঙ্গ ঝাঁজ প্রতি তালে তালে
মুরলী বাঁশরী ভেরী দুন্দুভির বোলে

৭৫

"মিশাইয়ে কণ্ঠস্বর পবনের সাথে
এক বাক্যে বল সবে বীরত্বের কথা ;
রেখাব গান্ধার মধ্য নিখাদ ধৈবতে
উঠাও গম্ভীরে বীর মহিমার গাথা ;
গুর্জ্জরী সৈন্ধভী ভৈরোঁ নট-নারায়ণে
হিন্দোল শ্রীরাগ মেঘে গাও একতানে।'

৭৬

বল্লকী নিস্বন শুনি অহীন্দ্র যেমন
প্রদীপ্ত পাবক যথা আহুতি পরশে ;
কিম্বা নিদ্রা ত্যজি যথা কেশরী ভীষণ
তেমতি এ বাক্য শুনি সকলে সরোষে ;
উঠিল জাগিয়া দ্রুত জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ
হুঙ্কারিল বীরদম্ভে বিদারি গগন।

৭৭

সাজিল বিনয় দয়া স্নেহ শান্তি ক্ষমা
নাসা জিহ্বা চক্ষু শ্রোত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ ;
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি প্রজ্ঞা বিবেক গরিমা
জাগিল অন্তর জ্ঞান বুদ্ধি প্রাণ মন ;
জ্ঞানের সেনানী আছে যেখানে যেজন
হুঙ্কার ছাড়িল সবে করি প্রাণপণ।

৭৮

সহসা উদিল ধৈর্য্য রাজার গোচর
কহিল বিনয়ে ডাকি "হে মহারাজন
স্থির হও কি কারণ ব্যথিত অন্তর
জ্ঞানের অজ্ঞান কার্য্য না সাজে কখন ;
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রিপু ইন্দ্রিয় দমিত
যার উপদেশে তার এই কি উচিত ?

৭৯

"ঈশ্বরের অংশ তুমি বিদিত ভুবন
অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা ধীর শান্তিময় ;
পাপ পুণ্য এক স্থানে না রয় কখন
আলোক আঁধার কোথা এক স্থানে রয় ?
ধৈর্য্যচ্যুতি কেন কর রণে ক্ষমা দাও
প্রকাশি আলোক তারে সুপথ দেখাও।"

৮০

"শিথিল ধৈরজগ্রন্থি অয়ি ধৈর্য্যসতি
না পারি সহিতে আর চিন্তার পীড়ন ;
আজি সেই ক্ষুদ্র বৈরী নারী অল্পমতি
নাশি তারে সংস্থাপিব রাজ্যের শাসন ;
বারে বারে নিপীড়িত তার অত্যাচারে
এ পাপের ক্ষমা তার নাহিক এবারে।

৮১

"দুগ্ধফেননিভ বস্ত্রে কালি বিন্দু পাতে
দৃষ্টির পতন মাত্রে প্রকাশ্য যেমন ;
তেমতি বিরুদ্ধ বটে জ্ঞানের চরিতে
অজ্ঞানের বিন্দু যদি উদয়ে কখন ;
অজ্ঞানের কার্য্য কিন্তু এ নহে কখন
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন।"

৮২

নীরব হইল রাজা এতেক কহিয়া
সেনাগণ জয়ধ্বনি দিল একস্বরে ;
প্রলয়ে অম্বুধি নীর যেন উথলিয়া
নির্ঘোষিল ভীমরব ভীষণ হুঙ্কারে ;
আলোড়িল সেই ধ্বনি বিস্তৃত গগনে
সে নাদ বিকট চিন্তা শুনিল শ্রবণে।

৮৩

ভীষণ সমর সজ্জা করি অনুমান
চিন্তার হৃদয় ভয়ে হইল ফাঁপর ;
অস্থির হইল চিত ব্যাকুলিত প্রাণ
কি কৌশলে নিবারিবে জ্ঞানের সমর ;
বিশেষ বিদ্যুৎ সম জ্ঞানাগ্নি-প্রভায়
নিজাত্মা রক্ষার তার আছে কি উপায়।

৮৪

মধ্যাহ্ন দ্যুমণি সম সে তেজ দিপতি
ঔর্ব্বাগ্নি কামান অগ্নি সম নাহি তার ;
কোন বীর হবে বল পল দৃষ্টি পাতি
ধ্বংশিবে সে তেজে আজি চিন্তার আঁধার ;
সে তেজ স্মরিয়ে চিন্তা হইল সভীত
ইতিমধ্যে মায়া দেখা দিল আচম্বিত।

৮৫

হেরিয়া মায়ারে চিন্তা আকুলি কাতরে
ঝটিতি লইল সতী মায়ার শরণ ;
কাঁদি জানাইল দুঃখ মায়ার গোচরে
নিবেদিল মর্ম্মব্যথা হৃদয়-বেদন ;—
"তব প্রজা আমি মায়া বলী তব বলে
তবায়ে পালিতে রাখ এ বিপত্তি কালে।"

৮৬

জিজ্ঞাসিল মায়াদেবী "চিন্তে কি কারণ
বল আজি হেরি তব মলিন বদন ?
নাহি সে বদন ভাতি প্রফুল্লিত মন,
এলায়িত বেণী তব, পাণ্ডুর বরণ ;
কি গাঢ় চিন্তায় তব হৃদি অধিকার
করিয়াছে কহ সখি কাহিনী তোমার।"

৮৭

"চিরদাসী আমি তব দেবি ও চরণে"
উত্তরিল চিন্তা সতী উঠিয়া দাঁড়ায়ে ;
বসাইল সসম্ভ্রমে তাঁরে উচ্চাসনে
নিবেদিল যুগ্ম করে ব্যথা সবিনয়ে ;
"অভয় প্রদান রাণী এ দাসী অধীনে
তোমা বিনা কে রাখিবে এ ঘোর দুর্দিনে।

৮৮

দেবি ;—
"অই শোন কোলাহল জ্ঞানরাজ্য মাঝে
ভীষণ নিনাদী ভেরী বাজিছে সঘনে ;
অগণিত জ্ঞান-চমূ বুঝি রণসাজে
সাজি আসিতেছে আজি আমার দমনে ;
কিসে নিবারিব বল না পাই উপায়
আহবে এবার বুঝি এ জীবন যায়।

৮৯

"মনে সেনাপতি বরি পাঠাইল জ্ঞান
নিজ বল হ্রাস করি পরাস্থিনু তারে ;
প্রতিবিধানিতে বুঝি সেই অপমান
স্বয়ং সসাজে রাজা আসিছে এবারে ;
বিধান যুকতি তুমি, উচিত যা হয়
বিপদে লইনু দেবি তোমার আশ্রয়।

৯০

"যেমতি অভয় দিলা বীর বৃকোদর
অশ্ব সহ দণ্ডীরাজে বাঁচাইতে প্রাণ ;
ছাড়িয়া প্রাণের আশা সহ দামোদর
অষ্ট বজ্র সহ বীর দিল যুদ্ধ দান ;
তেমতি আশ্রয় দাও এ দাসী আশ্রিতা
ঠেলোনা চরণে আমি চির পদানতা।"

৯১

উত্তরিলা মায়াদেবী "কি ভয় তোমার"
সক্রোধে হেলায়ে শির ঘূর্ণিয়া নয়ন,
"আমার রাজত্বে তার নাহি অধিকার
এ শাসন মাঝে তার কোন প্রয়োজন ?
তব অপমানে চিন্তা মম অপমান
স্বজাতির অপমানে উৎসর্গি প্রাণ।

৯২

"অগণিত-সেনারাশি দুর্গেতে আমার
পরিপূর্ণ অস্ত্রশস্ত্র নাহি অপ্রতুল ;
ষড় সেনাপতি মম বীরত্বের সার
আছে কোষ পূর্ণ মম বিভব বহুল ;
কি ভয় তোমার সখি আন কোন ছার
এ রাজ্যে পশিলে তার নাহিক নিস্তার।

৯৩

"কতবার সহি আর তার অত্যাচার
মহা অপকারী মম সে ঘোর দুর্ম্মতি ;
প্রতি কার্য্যে যুদ্ধ ইচ্ছে সহিত আমার
বিষম বিরক্তি তার ঘৃণা মম প্রতি ;
বধি প্রতিদ্বন্দ্বী আজি কহিনু নিশ্চয়
স্থাপিব একাধিপত্য দেহ রাজ্যময় ।

৯৪

"কি কাজ এখানে তার যাই মোরা চল
তাহারি রাজত্ব মাঝে করিগে সমর ;
বধিব সে জ্ঞানরাজা বধি সৈন্যদল
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি আদি সেনানী নিকর ;
লুণ্ঠিব ভাণ্ডার তার অস্ত্রশস্ত্র চয়
যুঝিব জীবন পণে হইয়া নির্ভয় ।"

৯৫

এত বলি ডাক দিল মড় সেনাপতি
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অহঙ্কারে ;
আজ্ঞা মাত্র উপনীত সবে শীঘ্রগতি
কহিল "কি আজ্ঞা দেবি প্রদান সত্বরে ;
প্রাণপণে আজ্ঞা তব করিব পালন
কহ রাণী দাসগণে কোন্ প্রয়োজন ?"

২৬

আজ্ঞা দিল মায়াদেবী "যাও তৎপর
কহ গিয়া সাজিবারে যত সৈন্যচয় ;
জ্ঞানের সহিত আজি করিয়া সমর
স্থাপিব একাধিপত্য বধি নীচাশয়"
আজ্ঞামাত্র দুর্গে সবে ধাইল সত্বরে
প্রচারিল রাণী আজ্ঞা সবার গোচরে।

২৭

বাজিল সমর ডঙ্কা ভেদিয়া অম্বর
নাদিল ভীষণ ভেরি বজ্রনাদ প্রায় ;
বাহিরিল রথরাজী করিয়া ঘর্ঘর
আন্দোলিল দশদিক বৃংহিত হেমায় ;
পৎ পৎ শব্দে ধ্বজা উড়িল গগনে
ছাড়িল হুঙ্কার ভীম যত সৈন্যগণে।

২৮

সমান অপান ব্যান উদানাদি প্রাণ
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু আদি ধনঞ্জয় ;
প্রবাহিল ক্ষিপ্রগতি ভরিয়া বিমান
অকালে অসুর রাজ্য করিতে প্রলয় ;
প্রজ্বলিল বায়ুসখা সে বায়ু পরশে
দহিতে জ্ঞানের রাজ্য মায়ার নিদেশে।

৯৯

অম্বুধি উল্লোল সম করিয়া কল্লোল
অগণিত অনীকিনী বাহিরিল বেগে ;
উঠিল অন্তর ব্যোমে সে ভীষণ রোল
চালাইল সেনাবৃন্দ কৃপাণ স্বরগে ;
তাহা দেখি মহাবীর ক্রোধসিংহ ধায়
ডাকিয়া বারিদ মন্দ্রে কহিল মায়ায়।

১০০

"কি কারণ দেবি, তুমি এতেক চিন্তিত
অনুমতি কর মোরে করি গিয়া রণ"
এতেক কহিয়া ক্রোধ স্বরূপে স্বগতঃ—
"রমণীর অনুমতি কোন প্রয়োজন ?
প্রলয় করিতে পারি স্বর্গ ধরাতল
কি ছার আমার কাছে সে জ্ঞানের বল।

১০১

"দৈতেয় দেবতা যক্ষ রক্ষাদি বাসব
কম্পান্বিত মম ভয়ে সদা সর্ব্বক্ষণ
দমি সুরাসুর যত, কোথা সে মানব ?
ক্ষুদ্র-দেহী-জীবনেও অধিকার মম ;
উৎপাদি প্রলয় পারি নাশিতে সংসার
মম দীপ্ত ক্রোধানলে জ্ঞান কোন ছার ?"

১০২

কহে কাম করপুটে মধুর বচনে ;—
"মোরে দেহ অনুমতি করিগে সমর
সুদক্ষ সুযোগ্য আমি জ্ঞান সহ রণে
জ্ঞানের সমরে আমি স্বতঃই তৎপর ;
কামের বীরত্ব কথা জ্ঞানের সহিত
আছে অহরহ দেবি ভুবনে বিদিত।

১০৩

ইন্দুকর পিকস্বর পুষ্প গন্ধময়
আদি পঞ্চস্বরে আমি বসন্ত সহায়
বিঁধিয়া জর্জ্জর করি জ্ঞানের হৃদয়
পরশিলে তীক্ষ্ণ বাণ কে রাখিবে তায় ;
অব্যর্থ সন্ধান বাণ খ্যাত ধরাময়
এক দিন কেঁপেছিল ধূর্জ্জটী হৃদয়।"

১০৪

কহে লোভ লুব্ধ কণ্ঠে আপন মিনতি
"আজ্ঞা দেহ তারে আমি রাখি প্রলোভনে
স্বয়ং সমরে যাওয়া না হয় যুকতি
এ দাস থাকিতে দেবি কি ভাবনা মনে ?
লোভে পরাঙ্মুখ হয় হেন কোন জন ?
আছে এ অবনী মাঝে না দেখি কখন ?"

১০৫

"রাজা প্রজা পঙ্গু কুষ্ঠ মানবী মানব
আমার মায়াতে মত্ত স্বর্গ ত্রিভুবন ;
তার সাক্ষী দেবপতি দুর্দান্ত বাসব
সেবে পদযুগ মম সদা সর্ব্বক্ষণ ;
মম তরে কত সেনা সহ মহীশ্বর
ত্যজিল অকালে প্রাণ করিয়া সমর।"

১০৬

কহে মোহ "সে বিদ্রোহ ভ্রুক্ষেপে শাসিতে
পারি আমি অবহেলে, রণে প্রয়োজন ?
কি ছার সামান্য কথা সে জ্ঞানে নাশিতে
অস্ত্র যুদ্ধ চাই যদি ধিক্ এ জীবন ;
মোহেতে আচ্ছন্ন করি আনিব সত্বরে
দেহ অনুমতি দেবি কি কাজ সমরে ?

১০৭

"মোহিনী মোহেতে মুগ্ধ আছে ত্রিভুবন
এ মোহ কাটিয়া উঠে হেন সাধ্য কার ?
মোহেতে নির্জ্জীব জীব থাকিতে জীবন
মোহ মন্ত্রে নর মুগ্ধ মহিমা অপার ;
চিত্তের বিকৃতি কেবা আমি ভিন্ন করে
মোহিয়া আমার মন্ত্রে নরকুল মরে।"

১০৮

গদ্গদ স্বরেতে মদ কহিল তখন
"কিঙ্করে করুণা করি দেহ অনুমতি"
মদভরে রক্তবর্ণ করিয়া লোচন
এখনি রোধিব গিয়া সে জ্ঞানের গতি
মম বলে অবনীর যত জীবগণ
জ্ঞান হীন সংজ্ঞা হীন জড় অচেতন।

১০৯

"সে জ্ঞানে শাসিতে দেবি, চিন্তা কি অন্তরে
কোথা রবে জ্ঞান তার মোর আক্রমণে ;
খণ্ড খণ্ড করি জ্ঞানে আনিব সত্বরে
জ্ঞানের বিনাশ হেতু কি চিন্ত গো মনে ;
অজ্ঞান করিয়া জ্ঞানে বাঁধিয়া হেথায়
আজ্ঞা দেহ আনি কাছে মুহূর্ত্তে ত্বরায়।"

১১০

"দুষ্ট জ্ঞান আজি কৈল রাজ্য ছারখার
ধরিল নন্দনোদ্যান সাহারার রূপ ;
উজ্জ্বল নগরী আজি পূর্ণ অন্ধকার
জন পূর্ণ লোকালয় শ্মশান স্বরূপ
আজ্ঞা দেহ মোরে দেবি এই বাহুবলে
সমূলে নিপাতি শত্রু অথবা কৌশলে।

১১১

"কাম ক্রোধ লোভ মোহ আদি কয়জনা
সমকক্ষ অরি সহ নহে কোন জন ;
যার যত বাহুবল মম আছে জানা
আমি ভিন্ন নাহি হবে জ্ঞানের দমন
আছে কে ধরায় বীর সমান আমার"
সাহঙ্কারে নিবেদিল বীর অহঙ্কার।

১১২

আশ্বাসিল মায়াদেবী সেনাপতি দলে
"এ বীরত্ব বীরদল তোমাদেরি সাজে ;
একমনে এক প্রাণে মিলিয়া সকলে
বাহিরও সেনাবৃন্দ এবে রণসাজে ;
নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র করি নির্ব্বাচন
চল রণাঙ্গনে সবে করি দৃঢ় পণ।

১১৩

অগণিত চমূরাশি বাহিরিল বেগে
পঙ্গপাল দল যেন প্রাবৃটের কালে ;
ধায় ক্রোধ বীরসিংহ সৈন্যদল আগে
দোর্দ্দণ্ড বিক্রমশালী সিংহ সম রণে ;
কাম তম মোহ মদ আদি বীর আর
সশস্ত্র বাঁধিয়া চলে সমরে দুর্ব্বার।

১১৪

প্রেম ঈর্ষা ইচ্ছা ক্ষোভ বীরনারীগণ
বীরসাজে বীরবেশে বীর দম্ভে চলে,
চলে নারী-সেনারাশি সঙ্গে অগণন
হীরক মাণিক্য ভূষা সর্ব্ব অঙ্গে ঝলে ;
বাজায় মায়ার বাঁশী মুরলী সুস্বর
উঠে সে লহরী স্তরে ভেদিয়া অম্বর।

১১৫

জড়িত কবরী কারো বেণী বিলম্বিত
নিটোল নিতম্ব চুম্বি মুক্তাবলী তায় ;
দূর্ব্বায় নীহার বিন্দু যথা নিপতিত
অমোঘ কটাক্ষ শরে ভুবন ভুলায় ;
শ্বেত নীল রক্ত পীত পিন্ধিয়া বসন
মাতঙ্গিনী বেশে চলে করিবারে রণ।

১১৬

হিংসা দ্বেষ বিজিগীষা সমর তৎপর
জিঘাংসা সহ রণে দ্রুতগতি ধায় ;
বদন ব্যাদন করি লোভ লম্বোদর
রুধির পানের আশে ধীরি ধীরি যায় ;
প্রতারণা শিবাদল ধায় উভরড়ে
ছলনা গৃধিনী চলে শূন্যদেশে উড়ে।

১১৭

চলে সুখ দুঃখ সাথে বিষাদ হরষ
গরিমা আকাঙ্ক্ষা বীর্য্য শৌর্য্য তেজচয় ;
বিভীৎস বিকার যশ বিক্রম সাহস
কুণ্ঠিয়া শিহরি চলে সভয়ে সে ভয় ;
অসূয়া অমর্ষ চলে বিমর্ষ ধিকার
চলে গর্ব্ব বীরগর্ব্বে, গর্ব্ব মাত্র সার।

১১৮

মুগ্ধ বীর পেছু পেছু তোষামোদ ধীরে
সুখ্যাতি প্রশংসা সঙ্গে হাসি হাসি যায় ;
(বাবুর পশ্চাতে যেন মোসাহেব ফিরে)
সাহসে নির্লজ্জ লাজ ফিরি ফিরি চায় ;
কুৎসিৎ কলঙ্ক চলে মন্থর গমনে
অঙ্গভঙ্গী করি ব্যঙ্গ চলে সঙ্গী সনে।

১১৯

প্রবৃত্তি নিশান ধরি আগে আগে ধায়
নিবৃত্তি পশ্চাৎ থাকি করে নিবারণ ;
উৎসাহ গম্ভীর ভেরী অমনি বাজায়
(দূরে থাকি সেনাপতি, যথা সৈন্যগণ
সতর্ক করেন উচ্চে ভেরী বাজাইয়া)
সেনাদে প্রবৃত্তি চলে সাহস বাঁধিয়া।

১২০

চন্দ্রহাস ভল্লচাপ দিগ্ধ খরশান
স্বঅস্ত্রে সকল সৈন্য রণাঙ্গনে ধায় ;
বালক যুবক চলে আর বর্ষীয়ান
মায়ার রাজত্ব মাঝে যে আছে যথায় ;
মায়া রথ বাজী চলে ঔর্ব্বাগ্নি কামান
চলে মায়াজীবী চমূ মায়ায় নির্ম্মাণ।

১২১

সর্ব্ব সৈন্যদল পেছু চারিটী রমণী
সিক্তিয়া নয়ন জলে কপোল যুগল ;
কাতরা শোকেতে যেন মণিহারা ফণী
লজ্জায় অঞ্চলে মুছি নয়নের জল ;
যুবতী সুন্দরী মরি শরতের ইন্দু
চলে ধীরি ধীরি আহা সৌন্দর্য্যের সিন্ধু।

১২২

গম্ভীর বিকচ পদ্ম মুখ বিমলিন
শোভিত সিন্দুর বিন্দু শিরে রুক্ষ কেশ ;
নিষ্প্রভ বদন ভাতি আঁখি জ্যোতিঃ হীন
শোকে শোকাতুরা অতি ছিন্ন ভিন্ন বেশ ;
পবিত্রা সাবিত্রী সমা অতি শুদ্ধামতি
মহা শোকাতুরা যেন শোকে মৃতপতি।

১২৩

কে এঁরা ? জান কি কেহ ? হেরেছ কখন ?
রণভূমি আলো করে বালেন্দু প্রভায় ?
স্নেহ শ্রদ্ধা লজ্জা দয়া এই চারিজন
রমণী রমণী শোকে কাঁদি কাঁদি যায়,
চিন্তা শোকে মনোদুঃখে তীব্র অশ্রুধার
স্বজাতি দুঃখেতে হায় ঝরে অনিবার।

১২৪

কিছুক্ষণে রণাঙ্গনে উত্তরিল গিয়া
বৃংহিত ঘর্ঘর হেষে, কাঁপিল গগন ;
উঠিল কামান ব্রজ ভীষণ গর্জ্জিয়া
আগুয়ান জ্ঞান বীর করিবারে রণ ;
সে ধ্বনি শুনিয়া মায়া আইল সমরে
সক্রোধে রাজারে ডাকি কহে উচ্চৈঃস্বরে।

১২৫

"কিহেতু সমরে রাজা আপনি আসীন
এ মন্দ যুকতি প্রভো, কে দিল তোমায় ?
বুদ্ধিমান হয়ে কেন আজি বুদ্ধিহীন,
জ্ঞানের আলোক তব আজি হে কোথায় ?
তুমি না মানবে দাও সদা সত্য জ্ঞান
সে জ্ঞানে কি হেতু আজি হইলে অজ্ঞান ?"

১২৬

উত্তরিল মহারাজ "শুন মায়া বলি
এখনো সম্বর বল ক্ষমিব এবার ;
চিন্তা বল নিবারিতে মন মহাবলী
পাঠাইনু, শুনিল না শাসন রাজার ;
লইয়া সাহায্য তব বাঞ্ছিয়াছে রণ,
দেখিব কেমনে তুমি বাঁচাও জীবন।"

১২৭

নীরব হইল মায়া রাজার বচনে
দণ্ডাইল একভাবে স্তম্ভিতের প্রায়,
স্থাপিয়া কুটিল দৃষ্টি নৃপতি বদনে ;
লাগিল ভেলকী যেন জ্ঞানাগ্নি প্রভায় ;
না স্ফুরিতে বাক্য মায়া ; চিন্তা ভীতমনে
উত্তরিল নৃপবরে মৃদু সম্ভাষণে ;—

১২৮

"শুন মহারাজ, কভু এও কি সম্ভবে
নারী হ'য়ে নর সহ সমর বাসনা ?
কিন্তু হায় এক কথা বলি শুন তবে
মরমের ব্যথা নাহি জানে অন্য জনা ;
চিন্তায় সতত মম বিশীর্ণ জীবন
কি হেতু যে চিন্তি ? পরে কহিব রাজন।"

১২৯

বাহু আস্ফোটীয়া যত সৈন্য সেনাপতি
লম্ফ দিয়া যুদ্ধ আশে হয় অগ্রসর ;
নিবারিল যোধদলে জ্ঞান মহামতি
"বিনা যুদ্ধে নিবারিব মায়ার সমর ;
জিনিব বাক্যের যুদ্ধে মায়ার সহিত
বৃথা এ অসির যুদ্ধ নহে জ্ঞানোচিত।"

১৩০

"ভয় নাই কহ চিন্তা আশ্বাসি তোমায়
কিহেতু হইলে তুমি এতেক উতলা ;
কি দুঃখে মায়ার শ্রোতে অঙ্গ ঢালি হায়
পেতেছ দারুণ কষ্ট অন্তরে অবলা ;
স্বরূপ কহলো সতি অয়ি বরাননি"
মৃদু কণ্ঠে কহে চিন্তা মরম কাহিনী ;—

১৩১

"মানব সমাজ-দুঃখ অতি গাঢ়রূপে
জাগিতেছে মর্মান্তরে আজি চিরন্তন ;
কি পূর্ব্ব কি অভিনব প্রতি মহা দ্বীপে
সমাজ শৃঙ্খলা প্রভু কর দরশন ;
অজানিত নাহি মম ভূত বর্ত্তমান
ভাবী চিন্তা জ্বরে এবে জর্জ্জরিত প্রাণ।

১৩২

"শৈশব যৌবন বৃদ্ধ তিন অবস্থায়
বিভক্ত যেমতি জীব জীবন নশ্বর ;
সমাজ বিভক্ত তথা বাল্যাদি যুবায়
অবস্থা এয় ভেদে ধরে রূপান্তর ;
বর্ত্তমান সমাজের শৈশব সময়
অসম্পূর্ণ এখনও ক্ষীণালোকময়।

১৩৩

"সম্বৎ বিংশতি যায় সভ্যতা কিরণ
বিস্তারিত চারিদিকে সমগ্র ভুবনে ;
বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্প চিকিৎসা দর্শন
আলোকিত প্রতি গৃহে প্রতি জনে জনে,
ক্রমেই বর্দ্ধিত দিনে উন্নতি প্রভাব
দূরীতে সমাজ দুঃখ, পূরিতে অভাব।

১৩৪

"অই দেখ দ্বীপবাসী য়ুরোপ সমাজ
বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলে রচিল কৌশলে ;
বাষ্পযান, ঘড়ি, গ্যাস, কলের জাহাজ
বিদ্যুতের তারে বার্ত্তা আসে প্রতি পলে ;
মুদ্রাযন্ত্র, জলযন্ত্র, আর ব্যোমযান,
বিদ্যুৎ আলোক তেজে বিদ্যুৎ সমান।

১৩৫

"টেলিফোন্, টেলিস্কোপ্, টর্পেডো, কামান
অনু দূরবীক্ষণ কৃষি যন্ত্র আর ;
সুতীক্ষ্ণ আতুসী কাচ সর্ব্ব দাহ্যমান,
রুষিয়ান্ আলব্যোমা, গণ্ প্রুসিয়াব,
ভূবিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, প্রকৃতি-বিজ্ঞান,
চিকিৎসা, দর্শনশাস্ত্র, পদার্থ প্রমাণ।

১৩৬

"তবু আজি—
এখনোও সমাজের অভাব মোচন
বহু দূর কল্পনায় না পাই খুজিয়া,
অবশ্যই ভবিষ্যতে হইবে পূরণ,
যা নাই জগতে সর্ব্ব হবে আবিষ্ক্রিয়া
নিযুত মনুষ্য বল, বিজ্ঞানের বলে
ধরিবে মুহূর্ত্তে নর কলের কৌশলে।

১৩৭

"হবে ধরা জীবপূর্ণ না রহিবে স্থান
কান্তার শৈকত, মরু পার্ব্বত্য প্রান্তর,
বিনা কর্ষে রাশি শস্য করিবেক দান ;—
না রবে সূচাগ্র ভূমি কোথা অনুর্ব্বর,
বিভিন্ন জগতে গিয়া যবে জনগণ,
স্বাধীন কর্ষণ কার্য্যে হবে নিয়োজন।

১৩৮

"কে জানে ঘটিতে পারে এরূপ ঘটন
দূরবীক্ষণের যোগে মানব নিকর ;
অশ্রুত অগম্য দেশে করিবে দর্শন
লণ্ডন প্যারিস প্রায় সজ্জিত নগর ;
উর্ব্বী গর্ভে জীবপূর্ণ নগরী নগর,
বাহিরিবে কালে কত স্বপ্ন অগোচর।

১৩৯

"কে জানে হইতে পারে হেন অসম্ভব
যন্ত্রাদি সাহায্য বলে ভিন্ন গ্রহ সহ ;
করিবেক বাক্যালাপ কৌশলে মানব
সূর্য্যে চন্দ্রে গতায়াত হবে অহরহ ;
আকাশের গ্রহ তারা জ্যোতিষ্ক মণ্ডল
মানব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হবে সে সকল।

১৪০

"সুকৌশল পক্ষবলে শূন্যতলে নর
উড্ডীন হইয়া সুখে করিবে ভ্রমণ ;
আকাশে রচিয়া গৃহ প্রাসাদ সুন্দর
করিবেক অবস্থান যথা চায় মন ;
বিজ্ঞানের অগোচর কি আছে ভুবনে
চিন্তাকরে রত্নমাত্রে নিহিত গোপনে।

১৪১

"হয় তো এরূপ কাচ হবে আবিষ্কার
যাহার সাহায্য বলে শিল্পী চিত্রকর
আঁকিবেক মানচিত্রে বিভিন্ন ধরার
পর্ব্বত মরুভূ নদী প্রান্তর নগর ;
ভিন্ন গ্রহ জল বায়ু হবে সুবিদিত
না রবে বিজ্ঞান-চক্ষে কিছু অজানিত।

১৪২

"রোপিলে তণ্ডুল রাশি জন্মিবে তণ্ডুল
এক ফল অন্য বৃক্ষে জন্মিবে কৌশলে ;
শাখাবৃন্তে কিসলয়ে আশ্রির আমূল ;
জন্মিবে উদ্ভিজে ধাতু বৈজ্ঞানিক বলে ;
এক পুষ্প অন্য বৃক্ষে হবে শোভমান
ছিন্ন-বৃন্ত-পুষ্প হবে চির-গন্ধমান।

১৪৩

"মনুষ্য সাহায্য বিনা চলিবে লেখনী
গাইবে সে বীণা বিনা অঙ্গুলী পীড়নে ;
আজ্ঞা মাত্র আজ্ঞাবহ কিঙ্কর যেমনি
তুলিবে সুতান কণ্ঠ আপনার মনে ;
গাইবে প্রান্তর মূর্ত্তি ঈশ্বর সংগীত
মনোভাব চিত্রে মুহুঃ হবে প্রভাসিত।

১৪৪

"যে রবি হেরিছ দেব হেন তেজোময়
নিমেষে ঝলযে আঁখি প্রখর কিরণে ;
প্রচণ্ড পাবক শিখা যার অংশময়
পলকে জগৎ ভস্ম হয় তেজোগুণে ;
পশ্চাৎ আসিতে পারে হেন এক দিন
শীতল হইবে রবি দীপ্তি তেজ হীন।

"ভূগর্ত্ত খনিয়া যবে মানব নিচয়
খনিজ অঙ্গার রাশি করিলে উদ্ধার ;
কালেতে আসিতে পারে এরূপ সময়
নিশ্চল হইবে কল বিহনে অঙ্গার ;
না রবে বিদ্যুৎ আলো তীব্র তেজশালী
অঙ্গার বিহনে চেষ্টা বিফল সকলি।

১৪৬

"সম্ভব হইবে যত কার্য্য অসম্ভব
জ্ঞানের অতীত যাহা আসিবে সজ্ঞানে ;
অসাধ্য হইবে সাধ্য বৃদ্ধ অভিনব
কল্পনা অগম্য কার্য্য আসিবে বিজ্ঞানে ;
হইবেক শ্রুতকালে অশ্রুত যা আজ
পূর্ণ বিপরীত ভাব ধরিবে সমাজ।

১৪৭

কিন্তু !——

"জ্ঞান কি জীবের আদি অন্ত বা কোথায় ?
কি উদ্দেশে প্রাণীকুল হইল সৃজন ?
কি কারণ শোক তাপ দুঃখের জ্বালায়
অবিরত দগ্ধ হয় মানবের মন ?
কেনই বা ভগ্নোৎসাহ, ভগন হৃদয়
আশার আশায় মুগ্ধ নিরন্তর হয় ?

১৪৮

"অক্ষয় কীর্ত্তির আশা বল কি কারণ
করয়ে অবোধ নর হইয়া নশ্বর ;
কি হেতু এতেক লোভ কেন উপার্জ্জন
মায়া মোহে মুগ্ধ কেন হয় মূঢ় নর ;
নির্দ্ধন উপরে কেন ধনীর অত্যাচার
কি হেতু বলিতে পার কারণ কি তার।

১৪৯

"হিংসা দ্বেষ ভালবাসা মান অপমান
এ ক্ষণভঙ্গুর দেহে কেন চায় নর ;
বিষাদ হরষ ভীতি, ত্তগ অভিমান
চিত্তের বিকৃতি কেন জন্মে নিরন্তর ;
উচ্চ পদ রাজ্যলোভে কেন মন ধায়
শত বর্ষ আয়ু মাত্র লইয়া ধরায়।

১৫০

"সুখের হৃদয়ে কেন শোকের পীড়ন
কমল কোরকে হায় কীটের আবাস;
সুখময়ী নিদ্রাবেশে স্বপ্ন কি কারণ?
কখন সম্রাট কেন কখন বা দাস?
বিষাদ মিলিত কেন আনন্দে বিমল
দেব দুর্লভ সুধায়, মিশ্রিত গরল?

১৫১

"কি হেতু নরক সৃষ্টি স্বর্গ কি কারণ
কেমন নরক মূর্ত্তি, স্বর্গ বা কেমন;
নরকে কে করে বাস, স্বর্গে কোনজন?
কি পাপ পুণ্যেতে স্বর্গ নরক গমন
বিধি-ন্যায়-দণ্ডরূপ, বিচার-কৌশল
জন্মিয়াছে জানিবারে, হৃদে কৌতূহল।

১৫২

"সৌহাদৃষ্ট দুরাদৃষ্ট অদৃষ্ট লিখন
নির্দ্দিষ্ট কি অনির্দ্দিষ্ট সত্যাসত্য আর;
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মফল, আছে কি কথন?
আছে কি পাপের দণ্ড, পুণ্য-পুরস্কার;
করে কি মানব পাপ পুণ্য স্ব-ইচ্ছায়
কিম্বা পাপ পুণ্য কর্ম্ম ঈশ্বর আজ্ঞায়?"

১৫৩

উত্তরিল মহারাজ সুগম্ভীর স্বরে
"সীমার অতীত চিন্তা কর কি কারণ ?
যে চিন্তা জ্ঞানের নাহি উদিত অন্তরে
সে প্রশ্ন জানিতে কেন করেছ মনন ?
সীমাবদ্ধ কূপ মধ্যে থাকি অনুক্ষণ
অনন্ত চিন্তায় কেন দহিছ জীবন ?

১৫৪

"কেন এ দুরাশা তব অবোধ রমণি
ভবিষ্যৎ অন্ধকারে হইয়া বিলীন ;
ভ্রমের তামসে মিছে ভ্রমিছ আপনি ?
নাহি অভিনব কিছু সকলি প্রাচীন
কি বিজ্ঞান কি দর্শন কিম্বা রসায়ন
নহে অভিনব তারা সকলি পুরাতন।

১৫৫

"হইতেছে চক্রাকারে সভ্যতা ঘূর্ণিত
অত্যুচ্চ সোপানমার্গে কভু ভূমিতলে ;
যে জাতি সভ্যতা শিরে হয় সমুত্থিত
নিবারে সমাজ দুঃখ বিজ্ঞানের বলে ;
অমস্থার উচ্চ নীচ সকলি সমান
জোয়ার ভাটার জল হ্রাস বৃদ্ধিমান।

১৫৬

"সকলি আছিল পূর্ব্বে নব নাহি আর
কালক্রমে বর্ত্তমানে হতেছে সৃজিত ;
নাহিক অপূর্ব্ব, মাত্র বিস্মৃতি উদ্ধার
নব সংস্কারিত কিম্বা বিভিন্ন গঠিত ;
পরিহরি ভ্রম চিন্তে স্থির কর মন
হৃদি কলুষিত কেন কর অকারণ।

১৫৭

"নশ্বর জীবের প্রাণ স্বপ্নমাত্র হায়
ভ্রম বিস্মরণময় পূর্ণ মায়াজালে ;
কভু আছে কভু নাই, কভু যায় যায়
সমাজ সময় শ্রোতে, লুপ্ত হয় কালে ;
উদিয়া জীবন তারা জনম সময়
প্রদানি সংকীর্ণ কর কালে অস্ত হয়।"

১৫৮

উত্তরিল চিন্তা সতী, শুন হে রাজন
"জানি আমি সুদু মাত্র বিস্মৃতি বিকার ;
সকলি প্রতন ভবে নাহিক নূতন
কখন পূর্ণিমা রশ্মি কভু অন্ধকার ;
কিন্তু অসম্পূর্ণ আজো সমাজ-পদ্ধতি
শঠতা কলুষ ভরা যত রীতি নীতি।

১৫৯

"দেখিবে যখন তুমি নিখিল ধরায়
না রহিবে জাতি ভেদ, সমভাব সবে,
এক ধর্ম্ম এক মনে সবে একতায়
এক প্রাণে সত্যধর্ম্ম নির্ঘোষিবে ভবে ;
প্রতারণা চৌর্য্যবৃত্তি ঘৃণা ব্যভিচার
হিংসা দ্বেষ পরস্পর না রহিবে আর।

১৬০

"যখন দেখিবে তুমি অধীন স্বাধীনে
নাহি ভেদাভেদ কিছু বিজিত জেতায় ;
নাহি গুরু লঘু জ্ঞান সম্রাট নির্দ্ধনে
নাহি রবে উচ্চ জ্ঞান পদ মর্য্যাদায় ;
সৌহৃদ্য সহানুভূতি, আর উপকার
করিবেক পরস্পর ত্যজি অহঙ্কার।

১৬১

"দয়ায় দ্রবীভূত হবে সকলের চিত্ত
পর দুঃখ হেতু অশ্রু ঝরিবে যখন ;
কেহ না আনন্দে সুখে হইবে বঞ্চিত
ভ্রাতৃভাব সকলের এক প্রাণমন ;
না লবে নৃপতি শুল্ক করিয়া পীড়ন
অনাথার অশ্রুজল না হবে পতন।

১৬২

"যুদ্ধ বিগ্রহ আদি না রবে ধরায়
প্রাণী হত্যা মহা পাপে বিরত সকলে ;
তখন দেখিবে ধরা স্বর্গ ভূমি প্রায়
বিরাজিবে হর্ষ সুখ এই মহীতলে ;
যুবা বৃদ্ধ শিশু সবে আনন্দে ভাসিবে
বামাকুল প্রাণভরে উল্লাসে হাসিবে।

১৬৩

"ভারত এ সুখে কিন্তু রহিবে বঞ্চিত
হিন্দুর উন্নতি আশা অতীব বিরল ;
নাহি যাবে জাতি ভেদ কুপ্রথা কুরীত
নাহি হবে বীর্য্য-বন্ত অন্তর সবল ;
সিন্ধু পরপার বাসী য়ুরোপ সমাজ
উন্নতি সোপান মার্গে করিবে বিরাজ।"

১৬৪

কহিতে কহিতে কথা ঈষৎ হাসিয়া
বিস্তারিল ছলজাল অলক্ষ্যে মোহিনী ;
অঙ্গভঙ্গী স্বর ভঙ্গী, আঁখি ঘুরাইয়া
টলাইল জ্ঞানচিত্ত, সসৈন্যে সেনানী ;
রমণী সম্মোহ শরে হইল অজ্ঞান
নীরব নিস্পন্দ জ্ঞান নিৰ্জ্জীব সমান।

১৬৫

জ্ঞানের প্রদীপ্ত দ্যুতি চিন্তার হৃদয়ে
পড়িল অলক্ষ্যভাবে সহসা. অমনি :
চিন্তার চিন্তিত হৃদে ধ্রুব জ্ঞানোদয়ে
ত্যজিয়া বিবিধ চিন্তা চিন্তা সুবদনী ;
নিমগ্ন হইল চিতে, এক চিন্তা পানে
কহিল রাজার প্রতি মৃদু সম্বোধনে ;—

১৬৬

"দুঃখের কাহিনী পুনঃ শুনহে রাজন
কি ফল ভারত হৃদে করি অবস্থান ;
চল যাই সেই দেশ করি দরশন
চিন্তা ও জ্ঞানের ফল যথা মূর্ত্তিমান ;
যার নাই চিন্তা চর্চ্চা জ্ঞান আলোচন
না হয় সে দেহে বাস উচিত কখন।

১৬৭

"কারে বলি মহারাজ মরম বেদনা
নিকৃষ্ট হিন্দুর দেহে, থাকিয়া কি ফল ?
চিন্তা জ্ঞান আছে মাত্র নাহি আলোচনা
সে শরীরে চিন্তা জ্ঞান উভয়ই বিফল।"
কহিতে কহিতে চিন্তা ঠেরিল নয়ন
উত্তরিল স্নেহ কটাক্ষে দ্রবিয়া রাজন।

১৬৮

"কোথা যাই বল চিন্তা কেবা দিবে স্থান
পরাধীন দাস আমি আর্য্যের সন্তান ;
সোণার ভারত আজি ভীষণ শ্মশান
যেখানেই যাই মম সুখ অবসান ;
গেছে স্বাধীনতা ধন, সুখ কোথা আর
কিঙ্করের সুখ দুঃখ নাহিক বিচার।

১৬৯

"সেনরাজ বংশ শেষ লক্ষ্মণ ভূপতি
আর্য্য-বীর্য্য যশঃ-তেজ গরিমা গৌরবে ;
যেই দিন কল্পাঞ্জলী দিল অনুমতি
নৃপাসনে রাজ্যধনে অতুল বিভবে ;
সেই দিন দাস নাম আর্য্যের ললাটে
লিখিল বিধাতা স্পষ্ট ভারতের পটে।

১৭০

"সেই দিন বঙ্গনৃপ বঙ্গনৃপাসনে
ত্যজি পলাইল ভয়ে উৎকল প্রদেশ ;
যেই দিন বক্তিয়ার বিংশ সেনাসনে
জিনিল অশুভক্ষণে স্বর্ণ বঙ্গদেশ ;
সেই দিন পরাধীন হ'ল বঙ্গবাসী
সেই দিন বঙ্গলক্ষ্মী যবনের দাসী।

১৭১

"আর্য্যগর্ব্ব-খর্ব্বকারী আর্য্যকুলাঙ্গার
আর্য্যের শরম মূঢ় তেজ বলহীন ;
হতমানী কাপুরুষ আর্য্যবংশ ছার
বীরত্ব বিমুখ আর্য্য নৃপ যেই দিন ;
ভারতের সুখসূর্য্য অস্ত সেই দিন
সেই দিনে হিন্দুকুল চির-পরাধীন ।

১৭২

"হায়রে হারায়ে সেই অমূল্য রতন
স্বাধীনতা সুখভোগ স্বর্গসুখ-নিভ ;
দাসত্ব নিগড় বদ্ধ আর্য্যের জীবন
আর্য্য-যশ-খর-জ্যোতি আজ হীন-প্রভ ;
অন্ন-লালায়িত আজ আর্য্যসুতগণ
কে বুঝিবে বিধাতার অদৃষ্ট-লিখন ।

১৭৩

"কে জানে ভারত ভালে ভাবীলিপি হেন
দর্শন না চলে যাহে বুদ্ধি নাহি যায় ;
জ্ঞানের অগম্য তাহা তমোরাশি যেন
লিখিল বিধাতা কিরে এত দুঃখ হায় !
ভারতের হেন দশা স্বপনে না উঠে
কে জানিত এত দুঃখ ভারত ললাটে !

১৭৪

ভারত সন্ততি আজ অর্থ-লালায়িত
আর্য্যগণ হায় পুনঃ যশ অভিলাষী ;
ক্ষত্রিয় যুবক আজ বীরত্ব বর্জ্জিত
আর্য্যের জননী আজ যবনের দাসী ?
ধিক্‌রে জীবন হিন্দু ধিক্ বাহুবলে
ধিক্ পাঠে ধিক্ যশে ধিক্ আর্য্যকুলে।

১৭৫

"কোথা সে অযোধ্যা পুরী ? কোথা রবিকুল ?
কোথায় ইক্ষাকু নৃপ ? কোথা অজরাজ ?
কোথা সে প্রচণ্ড দাপ ? বিক্রম অতুল ?
বিগত সে সুখদিন ভারতের আজ ;
সে পবিত্র স্বর্গপুরী অযোধ্যা আলয়।
আর্য্যের কপাল গুণে যবন আশ্রয়।

১৭৬

"কোথা ভবভূতি মাঘ কোথা কালিদাস
কোথা শাক্যসিংহ রাজা কোথায় অশোক ;
কোথা বাল্মীক নারদ কোথা বেদব্যাস
কোথা শুকদেব ধ্রুব কোথায় জনক,
কোথায় বশিষ্ঠ রাম ভীষ্ম দ্রোণ বীর ;
কোথায় অর্জ্জুন ভীম কর্ণ যুধিষ্ঠির ?

১৭৭

"ধিক্ সে ভারতবাসী ধিক্ সে জীবনে
যে দেহ সাহস তেজ শৌর্য্য বীর্য্যহীন;
স্বাধীন বিমল সুখ নাহি যেই প্রাণে
আরো ধিক্ যে রাজত্ব চির পরাধীন;
সুহৃদ স্বর্গীয় সুখ একতা বঞ্চিত
দাসত্বেচ্ছু পরভৃত অন্ন-লালায়িত

১৭৮

"আছিল কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এবে নাহি আর
ভাগ্যলক্ষ্মী হীন আজ ভারত সন্ততি;
ত্যেজেছে কমলা পুনঃ ফিরিবে কি আর?
ঘুচিবে কি কালে কভু দাসত্ব দুর্গতি?
না করিব এ শরীরে আর অবস্থান
চল করি স্বর্গে কিম্বা নিরয়ে পয়ান।"

১৭৯

উত্তরিলা চিন্তাময়ী চপল নয়নে
"কেমন স্বরগ পুরী নরক কেমন?
দেখিনাই কভু প্রভু, আশা আছে মনে,
চল অগ্রে দেখি গিয়া এ দুই ভুবন;
পশ্চাৎ অপর স্থানে করিব ভ্রমণ
যাইতে প্রস্তুত দাসী যথা তব মন।

১৮০

উত্তরিল মহারাজ "যাইব নিশ্চয়
এ পাপ মানব দেহে নাহি রব আর ;
পিঞ্জর আবদ্ধ দুঃখ প্রাণে নাহি সয়
ত্যজি দেহবন্ধ হব স্বাধীন এবার ;
প্রান্তর জলধি-নীর গহন-বিজন
ভ্রমিব নিরয় স্বর্গে, যথা চায় মন।

১৮১

"ছিঁড়িয়া নিগড় দৃঢ় ভাঙ্গিয়া আলানে
নাহি মানি নিবারণ দুর্ব্বার বারণ ;
অধীনতা কষ্টভোগে আকুলি পরাণে
উনমত্তে ধায় যথা গহন বিজন ;
অনায়াস-লব্ধাহারে, করি তুচ্ছ জ্ঞান
স্বাধিনাশে মহাবনে, করয়ে প্রস্থান।

১৮২

"স্বর্ণ শৃঙ্খলিত পাখী স্বর্ণ পিঞ্জরিত
অথবা পালায় যথা ছিঁড়িয়া শৃঙ্খল,
ভাঙ্গিয়া কাঞ্চন-খাঁচা সবেগে ত্বরিৎ
তেজিয়া সুখাদ্য সদ্য সুপানীয় জল ;
তেমতি ছাড়িয়া আজি এ দেহ আগার
নির্ম্মল স্বাধীন সুখে করিব বিহার।

১৮৩

"আইলাম রণসাজে করিবারে রণ
রণাশা যাইল দূরে হইনু উদাস ;
জ্ঞানগর্ব্ভ বাক্য তব করিয়া শ্রবণ
আর নাহি ইচ্ছা যায় পাপ দেহবাস ;
সসৈন্য সামন্ত দলে প্রদানি বিদায়
চল চিত্তে যাই সাথে বাসনা যথায়।"

১৮৪

এতেক কহিয়া রাজা যত সৈন্যদলে
একে একে সম্বোধিয়া দিলেন বিদায় ;
চিন্তিত দুঃখিত যত বীরেশ সকলে
ভগ্নোৎসাহে মন ক্ষোভে গৃহে ফিরে যায় ;
ভ্রমণের আয়োজন সকলি প্রস্তুত
আবেশে আহ্লাদে সুখে দোঁহে হর্ষযুত।

১৮৫

ভিখারীর সনে যথা ভিখারিণী ফিরে
বনকপোতিনী যথা কপোতের সনে,
নল সহ দময়ন্তী যেমন কান্তারে
কিম্বা সীতারাম সহ পঞ্চবটী বনে ;
তেমতি প্রস্তুতা দাসী চতুরা চপলা
ফিরিতে জ্ঞানের সহ হইলা বিহ্বলা।

১৮৬

আচম্বিতে লক্ষ্যপথে নারী একজন
উপনীত হৈল আসি জ্ঞানের সম্মুখে ;
মেঘাচ্ছন্ন শুক-তারা, নিষ্প্রভ যেমন
তেমতি মলিনমুখী, ঘোর মনোদুঃখে.
কোমলাঙ্গী চারু-মূর্ত্তি মানস মোহিনী
সুন্দর সুঠাম-দেহা, মধুরভাষিনী।

১৮৭

মুক্তকেশী সালঙ্কারা, ক্ষীণ জ্যোতির্ম্ময়ী
ধীরা নম্র স্নিগ্ধ-দৃষ্টি, বিশদ-বসনা ;
সরস দ্রবিত দুঃখে, দীন-দয়াময়ী
বিম্ব-ওষ্ঠা যুগ্ম-ভুরু অমল-বদনা ;
কাতরা দুঃখেতে অতি, সজল-নয়ন
কোকিল-কুজিত-কণ্ঠে, কহিল 'রাজন ;—

১৮৮

"কেন আজ দেব তুমি হেন উচাটন
কি দুঃখে ত্যেজিতে চাও, নিজ গৃহবাস ;
কি কুহকে কহ শুনি বিমোহিত মন
কি কষ্টে তোমার নাই জীবনে আশ্বাস,
কি দুঃখে জন্মিল আজি উদাস তোমার
আপনি দেহের রাজা, কর হে বিচার।

১৮৯

"তোমার বিহনে প্রভু দেহ অন্ধকার
রাজা বিনা রাজ্যনষ্ট, হইবে নিশ্চয়,
ভাসিবেক রিপুদল, শোকেতে অপার
অচল হইবে যত, ইন্দ্রিয় নিচয় ;
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দল, দেখিবে আঁধার
বিকল হইবে কল, না চলিবে আর।

১৯০

"দ্রবিত হতেছে চিত্ত, তব দুঃখ স্মরি
কোথা যাবে কহ প্রভু ত্যেজিয়া আলয় ;
ঝলসি মার্ত্তণ্ড করে, হেন সাজ ধরি
নাহি কি হৃদয়ে তব, জীবনের ভয় ?
যেও না হে ফিরে চল আপন আলয়
নহিলে নিশ্চয় তব জীবন-সংশয়।

১৯১

"অগ্নি মূর্ত্তি সমীরণ, ধরা অগ্নিময়
অগ্নির কাণ্ডার মাঝে, অমূল্য জীবন ;
জীয়ন্তে কে চায় বল করিবারে ক্ষয়
কে আছে জগতে হেন উদাসীন জন ?
বিচিত্র চরিত্র তব, কি ভাবে এ ভাব
না জানি কিহেতু এবে স্বভাবে অভাব।

১৯২

"তোমায় আমায় প্রভু, একই জীবন
একের মরণে হয়, অন্যের মরণ;
পরমায়ু যত দিন থাকি দুইজন
আয়ু ফুরাইলে দোঁহে করি পলায়ন;
আজি কেন অসময়ে ফেলিয়ে আমায়
একাকী তেয়াগি দেহ, যাও হে কোথায়!

১৯৩

"ধরিয়ে চরণ তব কাঁদে অভাগিনী
ক্ষমা কর চেয়ে দেখ, দেখা নাহি যায়;
না জানি হে কি কুহকে চিন্তা কুহকিনী
বিরলে একাকী পেয়ে ভুলালে তোমায়;
শঠতা ছলনাময়, চিন্তার চরিত
তার সহ পর্য্যটন না হয় উচিত।

১৯৪

একান্ত যদ্যপি তুমি, হও অভিলাষী
নিবারিবে কোন জন, সাধ্য হেন কার?
যাইতে প্রস্তুত আছে এ অধিনী দাসী
চিন্তা সহ গেলে কিন্তু বিপদ তোমার;
বিলম্ব করহে রাজা আরো কিছুকাল
একেবারে যাব দোঁহে ঘুচায়ে জঞ্জাল।"

১৯৫

"অয়ি মায়া ! মায়ার ছলনে কেন আর
মুগ্ধ করি মোরে তুমি, রাখ বন্দীপ্রায় ;
আর না রহিব আমি দেহে পুনর্ব্বার
ছাড়িয়া যাইব দেহ, যথা ইচ্ছা যায় ;
বাসনা স্বাধীনভাবে থাকিব এবার
আবদ্ধ মানব-দেহে জন্মেছে ধিকার।

১৯৬

"সম্বন্ধ জীবনাবধি বিদিত ভুবন
চিরদিন কেহ নাহি ধরায় বাঁচিবে ;
আজি কিম্বা কালি হবে অবশ্য মরণ
আমিও ছাড়িব দেহ তুমিও ছাড়িবে ;
তবে কেন নিবারিছ বলনা আমায়
কি ফল থাকিয়ে আর বৃথায় হেথায়।"

১৯৭

নৃপ উপদেশ শুনি মায়া মায়াবিনী
অলক্ষ্যে মায়ার জাল প্রসারি গোপনে ;
ছলিল অলক্ষ্য পথে জ্ঞান নৃপমণি
বিঁধিল অমোঘ শরে নরপতি মনে ;
আঘাতে নৃপতি হৃদি হইল চঞ্চল
কৈতবে ফেলিল মায়া, মায়া-অশ্রুজল।

১৯৮

সম্বরি কহিল রাজা "অয়ি কুহকিনী
কি ফল দাঁড়ায়ে হেথা ? যাও নিজ বাস ?
মোরে শিক্ষা দিতে তুমি চাও কিলো ধনি ?
ক্রন্দনের ফল নাহি পাপে মম পাশ ;
কেহ না পারিবে মোরে ফিরাইতে আর
নিশ্চয় ছাড়িনু আমি দেহ এইবার।"

১৯৯

নীরব ক্ষণেক মায়া স্থির দাঁড়াইয়া
(ঝরিল নয়ন অম্বু বেগে দ্বিগুণিত ;
অভিমানে দেহযষ্টি পড়িল হেলিয়া)
বিনয়ে কহিল "নাথ এই কি উচিত ?
কুপিত কিহেতু কহ, কি দোষ আমার
ভুলেছ নৃপতি কিহে সম্বন্ধ দোঁহার ?

২০০

"সুদৃঢ় সংকল্প যদি একান্ত মরণ
চাও আজি মৃত্যুমুখে অপেক্ষা কাহার ?
কি হবে ভাবিলে বল ? যথা চায় মন
—যাও কিন্তু ভাবি ধ্রুব মরণ তোমার ;
কিম্বা পরিহরি তব এ ভাব উদাস
চল ফিরে মহারাজ আপন আবাস।

২০১

কুঞ্চিয়া ললাট রাজা ঘুর্ণিয়া নয়ন
কহিলা জীমূতমন্দ্রে চাহি মায়া পানে ;
"যাও দুষ্টা হেথা তব কিবা প্রয়োজন
কি ক্ষতি তোমার যদি মরি আমি প্রাণে ?
সাবধান হেন কথা আর পুনর্ব্বার
উচ্চারণে পাইবেক সুদণ্ড ইহার।"

২০২

প্রস্তর পুতলী যথা স্তম্ভের উপর
থাকে দাড়াইয়া স্থির নিস্পান্দ নির্ব্বাক ;
রহিল তেমতি মায়া কাঁপিল অন্তর
কাঁপিল নাসিকা-রন্ধ্র অচল অবাক ;
অভিমানে অপমানে হৃদয় অধীরা
ঝরিল নয়নে অশ্রু প্রাবৃটের ধারা।

২০৩

বদ্ধ-জিহ্বা কি কারণ অয়ি মায়া সতি !
না স্ফুরে বদনে বাণী আজি মুক প্রায়,
শোষিত রসনা কিহে ক্রোধভরে অতি
মায়ার নিগড় কিহে ছিন্ন আজি হায় !
কোথা মায়াজাল তব ? মায়াচমূ দল ?
সুদৃঢ় শৃঙ্খল কিহে আজি বিশৃঙ্খল ?

২০৪

সুদীর্ঘ ভূধর কিম্বা জিহ্বায় স্থাপিত
করিয়াছ সুলোচনে কহ সত্য করি;
সেই হেতু বাক্য কিহে না হয় স্ফুরিত
হ'য়েছ প্রস্তর কিম্বা মিডিউশা হেরি ?
ধিক্! মায়াজালে কর খণ্ডেতে খণ্ডিত
অনুতে বিভিন্ন হ'য়ে হোক বিস্তারিত।

২০৫

নরকের কর্ত্তৃরূপে মর্ত্তেতে প্রেরিত
হইয়াছ তুমি আত্মা করিবারে ক্রয়;
বিবিধ কুহকজালে হোয়ে প্রকাশিত
করিয়া আত্মারে ক্রয় পাঠাও নিরয়;
আজি কিন্তু পরাজিত চক্রেতে চিন্তার
প্রজ্ঞা প্রতিহত এবে কুহক তোমার।

২০৬

ক্ষুধার্ত্তা হর্য্যক্ষী যথা চাহি লক্ষ্য পানে
নীরবে ক্ষণেক থাকি বৃক্ষ অন্তরালে;
অতর্কিতে পড়ে গিয়া উল্লম্ফ প্রদানে
তেমতি ক্ষণেক থাকি, নীরবে নিশ্চলে;
মজিয়া আপনি মায়া, আপন মায়ায়
মহা ক্রোধে অভিমানে কহিল চিন্তায়;—

২০৭

"মায়াবিনী কুহকিনী কব কিরে তোরে
বিশ্বাসঘাতিনী দুষ্টা ঘোর পাপীয়সী ;
অকালে বিপদজালে ফেলিয়া আমারে
মজিলি শত্রুর সহ একা সর্ব্বনাশী ;
প্রদানি অভয় তোরে দিলাম আশ্রয়
হইল কি আশ্রয়ের এই ফলোদয় ?

২০৮

"নিশ্চয় পাঠাবো তোরে সমন সদনে
দেখিব জীবন তোর্ রাখে কোনজন ?"
এতেক কহিয়া মায়া ভীষণ গর্জ্জনে
করিল চিন্তার প্রতি রোষে আক্রমণ ;
সে মুর্ত্তি হেরিয়া চিন্তা সভয় অন্তরে
লভিল শরণ গিয়া রাজার গোচরে।

২০৯

উন্মিলিয়া প্রমা-চক্ষু মায়া লক্ষ্য করি
বিনাশিয়া মায়া-মোহ সে তীব্র কিরণে ;
হানিল সবলে জ্ঞান বিবেকাস্ত্র ধরি ;
বিলুপ্ত হইল মায়া সে অস্ত্র ঘাতনে
বিলুপ্ত জ্ঞানের রাজ্যে সে দৃষ্ট বিষয়,
আহা প্রবিকাশা মনে অমনি উদয়।

২১০

জড়বৎ কলেবর চৈতন্য বিহীন
স্তমিত শোণিত স্রোত মুদিত নয়ন ;
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রিপু সবে স্পন্দহীন
অক্ষম প্রবৃত্তিচয় কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ ;
পড়িল ধরায় মায়া স্থির লম্বমান
আয়ু শেষে নরদেহ যেন গত-প্রাণ।

২১১

ভূধর দুহিতা নদী যথা নিম্নমুখে
মিসাতে অনন্ত স্রোতে অবিরত ধায় ;
প্রান্তর নগরী গ্রাম যা পায় সম্মুখে
ভীষণ প্রদণ্ড দাপে প্রবাহে উঠায় ;
অনন্ত সাগরে যবে সে স্রোত মিশায়
না উঠে লহরি উর্ম্মী চিরশান্তি পায়।

২১২

যেমতি জীবন নদী মৃত্যু-সিন্ধু আশে
সময় প্রবাহ মাঝে অবিরল ধায় ;
নাহি ফিরে পুনঃ ভ্রমে কিন্তু অবশেষে
অনন্ত সময় স্রোতে চরমে মিশায় ;
সংসার ঝটিকা সহ যুঝি অবিরত
অন্তে ধরে শান্তভাব জনমের মত।

২১৩

তেমতি ভেদিয়া মায়া-সেতু মহীধর
সংসার মায়ার জাল চ্ছেদি মহাক্লেশে;
মায়া-প্রলোভন-হ্রদ, মায়ার প্রান্তর
ভাসাইয়া মায়াপুরী, মায়ারাজ্য দেশে;
ধাইল জ্ঞানের গতি মিশিল সত্বরে
পরলোক চিন্তারূপ প্রশান্ত সাগরে।

২১৪

ভঙ্গ দিলা মায়া-চমু মায়ার নিধনে
পলাইল ষড়রিপু সেনানী সকল
নিক্ষেপিয়া অস্ত্রশস্ত্র সমর প্রাঙ্গনে;
কাঁদি উভরড়ে ধায় নারী-সেনাদল,
সুস্থির কুপিত বায়ু অন্তর-সম্ভব,
কলপূর্ণ রণাঙ্গন হইল নীরব।

২১৫

মায়ারূপী বৈশ্বানর হৈল নির্ব্বাপিত
মায়া তুরঙ্গম ব্রজ কুঞ্জর নিকর
মায়ার নিধনে হৈল প্রান্তরে পতিত;
শতধা শতাঙ্গ শত বিছিন ঘর্ঘর,
সারথী নিষাদি সাদি পলাইল সব
মায়াময় আগ্নেয়াস্ত্র হইল নীরব।

২১৬

অাচম্বিত আশাসতী দেখা দিল অাসি
কহিল চিন্তায় ডাকি "শুন ঠাকুরাণি ;
সঙ্গে ল'য়ো দূরদেশে এ অধিনী দাসী
ফিরিব তোমার সাথে দিবস যামিনী ;
চিরসুখে সুখী যেই দুঃখেতে দুঃখিনী
তারে কেন ফেলি আজি যাও একাকিনী।

২১৭

"কাননে কন্দরে বনে, ভূধর শিখরে
চলিতে পাইবে ব্যথা শ্রীপদ যুগলে ;
ঘামিবে বদন তীব্র নিদাঘের করে
হিমাণীর হিম পাতে, প্রাবৃটের জলে
তৃষ্ণায় ফাটীবে হৃদি শুকাবে বদন
তপ্ত বালু রাশী মাঝে দগ্ধিবে চরণ।

২১৮

"কে রাখিবে সেইকালে বল সহচরি
নিবারিতে নারী কষ্ট পুরুষে নারিবে
তাই বলি সঙ্গে লহ মোরে দয়া করি
পথের দারুণ শ্রমে কষ্ট নাহি পাবে
সেবিব চরণ তব সেবা দাসী হোয়ে
একাকী যেওনা সখি আমারে ত্যেজিয়ে।"

২১৯

চাহিয়া আশার পানে উত্তরিল সতী
"তথাস্তু সুন্দরী তুমি যেও মম সনে
রজনী গোধূলী সম তুমি অগ্র দুতী
—হইয়া ফিরিবে সখি যাবলো যেথানে
কি স্বর্গ কি ধরাতলে নিরয় নিগনে
যাইব যথায় রবে তুমি মম সনে।"

২২০

নীরব হইল চিন্তা এতেক কহিয়া
ডাক দিলা কুতুহলে কৌতুকে রাজন,
উপস্থিত কৌতুহল অমনি আসিয়া
করজোড়ে কহে "দাসে কোন প্রয়োজন ?
পালিতে প্রস্তুত দাস তব অনুমতি
আজ্ঞা দেহ সাধি কার্য্য কিবা মম প্রতি।"

২২১

উত্তরিল মহারাজ "চল মম সনে
যথায় ভ্রমিব আমি দাসরূপে তথা
গহন কান্তারে কিম্বা বিপিন বিজনে
স্বরগ নরক যাবো যাবো আমি যথা ;
ভ্রমিবে অপূর্ব্ব-স্থানে অগম্য অশ্রুত
হেরিবে বিবিধ দৃশ্য আশ্চর্য্য অদ্ভুত।

২২২

"ক্রীতদাস চিরদাস আমি ও চরণে"
উত্তরিল কৌতূহল বিনয় সম্ভাষে
"যথা যাও যাবো প্রভু আমি তব সনে,
অনুগ্রহ কিন্তু চির থাকে যেন দাসে।
কি আছে সৌভাগ্য মম হেন পুণ্যবল
ভুঞ্জিবে প্রসাদ তব এ দাস দুর্ব্বল।"

২২৩

ছাড়ি দেহ চারিজনে বাহিরিল বেগে
আশা চিন্তা কৌতূহল আর নরবর
কৌতহল পেছু যায় আশা আগেআগে
মন্থর গমনে রাজা চলে অতঃপর
পথ-নির্দ্দেশিনী রূপে, পথ দেখাইয়া
মায়াবিনী চিন্তা যায় মধুর হাসিয়া।

ইতি অদৃশ্য দর্শন কাব্যে
মায়াবিজয় নাম
প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

—•••—

নিস্তব্ধ প্রকৃতি সতী, নীরব প্রান্তর
নৈদাঘ-প্রচণ্ড-বায়ু মার্ত্তণ্ড-কিরণ
স্থাবর জঙ্গম ধরা অনন্ত-অম্বর
ব্যাপৃত সাগর দেশ কান্তার বিজন ;
মধ্যাহ্ন মরীচি তাপে হীন-প্রাণ প্রায়
তরু গুল্ম লতা আদি মানব কোথায়।

প্রলয়ের উল্কাসম ঘূর্ণি-বায়ু তায়
মাতিয়া রবির করে সহসা কখন
শুষ্ক-পত্র ধুলা-রাশি কঙ্কর সহায়
পথ ভ্রান্ত পান্থজনে আবরে নয়ন
নিরাশ্রয় অনাথার পর্ণের কুটীর
উড়ায় কোথাবা দাপে কাঁপে তরু-শির।

৩

তরঙ্গিণী তটস্থিত বালু-কণাচয়।
তপ্ত বৈশ্বানর সম তপনের তাপে
তাপিত তটিনী-তোয়, তোয়ধি-হৃদয়
সন্তপ্ত যেমতি সদা বাড়বার তাপে ;
বিগত-জীবন প্রায় মীনের জীবন
মুমুর্ষে জীবনে ডাকে জীবন জীবন।

৪

শিখরী-শিখর মাঝে কেশরী দুর্জ্জয়
না পারি তিষ্ঠিতে এবে ত্যেজি শৃঙ্গবর
লয়েছে ভূধর নিম্ন-গহ্বরে আশ্রয়.
তৃষ্ণা হীন ক্ষুধাহীন বিক্লব-অন্তর
না চায় ভ্রমেও ফিরি হেরি করিবর ;
বার্দ্ধক্যে মৃগেন্দ্রে যেন করেছে কাতর

৫

কুরঙ্গ কুরঙ্গী সহ ত্যেজিয়া কান্তার
পশে উপত্যকা মাঝে যথা রবিকর—
না পারে পশিতে কভু, চিরই আঁধার
না চলে দর্শনে দৃষ্টি ধরণী অম্বর,,
ভীম-অজগর মুখে নিশঙ্ক হৃদয়ে
লভিছে বিরাম মৃগী শিশু কোলে লয়ে

৬

করভের সহ করী কাতরে কান্তার
ত্যেজি যায় মহাবনে লভিতে আশ্রয় ;
শুষ্ক-তালু পিপাশায় অঙ্গে স্বেদ-ধার,
নব জলধর যেন প্রাবৃট-সময়
তুষিতে তাপিত ধরা বর্ষে নিরন্তর,
ধায় ভীম-দেহ-করী গর্জ্জি ভীমস্বর

আবরি পতত্র-পুট আশিরঃ চরণ
নিদ্রিত পতত্রি কুল তরু শাখা'পর
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-তাপে না মেলে নয়ন
অচঞ্চল-চঞ্চু-পুট বিহিন-সুস্বর
কৃচিৎ মর্ম্মরী পত্র পড়িছে খসিয়া
স্বেদ-সিক্ত-দ্বিজ কোথা পলায় ধাইয়া।

৮

বিহঙ্গম-ঋষি কোথা পেচক-গম্ভীর
নিদ্রা যায় নিরজনে নিশি জাগরণে
অস্পন্দ মুদিত আঁখি গ্রীবাস্ফীত স্থির
যোগেন্দ্র গম্ভীরে যেন ব'সে যোগাসনে,
আঁধারে আলোক যার আলোকে আঁধার
নিদাঘ পীড়নে তা'র বহে স্বেদ-ধার।

৯

জীর্ণ অট্টালিকা মাঝে চটক-চটুল
পালে পালে রব তুলে দ্বিগুণ ত্রিগুণ
স্বতঃই অস্থির, তাহে নিদাঘে ব্যাকুল
বাহিরয় অকারণ প্রবেশয় পুনঃ ;
কৃষ্ণ-কায় তীব্র-স্বর দ্রোণ সুচতুর
পালায় আশ্রয় ছাড়ি কানন সুদূর।

দ্বিতল ত্রিতল ছাড়ি সবে নিম্ন তলে
নিদাঘ পীড়নে নর নারী নিদ্রা'শায়
আরোধি গবাক্ষ-দ্বার সুদৃঢ়-অর্গলে
ঘন-রুদ্ধ সঞ্চালয় নিদাঘ জ্বালায় ;
স্বেদ-সিক্ত-শিশু-কোলে অধীরা জননী।
অধীরা পতির পাশে পতি-সোহাগিনী।

১১

সরোবর জলাশয় তড়াগ সরিৎ
বিশুষ্ক রবির করে কাতর তৃষ্ণায়
সপঙ্কিল-বারি-বিন্দু আছয়ে ক্বচিৎ
কাঁদে কমলিনী দুঃখে সহ-মৃত্যু দায়
সতী যেন নিজ পতি জানিয়া মরণ
সজ্জিতা মলিনা সাজে ত্যেজিতে জীবন।

১২

কদলী সরস-মুখী পতি-সোহাগিনী
কি বসন্তে কি নিদাঘে চির রসবতী
নথর-নিরদ-নিভ সুকান্তি-আননী।
রসিয়া রসার রসে চির ফলবতী
সেও এবে রসহীন বিকল তৃষ্ণায়
শুষ্ক-মজ্জা জীর্ণ-পর্ণ জীবন্মৃত প্রায়।

১৩

ভানু-তাপে রাজা এবে বিশুষ্ক বদন
বহিতেছে স্বেদ-ধার, বর্ষা-ধারা প্রায়
রুক্ষ-কেশ শুষ্ক-তালু রক্তিম-নয়ন
সুদীর্ঘ-নিশ্বাস ঘন বহিছে নাসায়
গমনে অশক্ত আর চরণ যুগল
শ্রম-শ্রান্ত সর্ব্ব-অঙ্গ দেহ হীন-বল

১৪

রাজ্যচ্যুত হুমায়ুন অনুগ সংহতি
মরুভূ প্রদেশে ভ্রমে যেমন সস্ত্রীক;
হারায়ে স্বরাজ্য কিম্বা সেরাজ যেমতি
ক্লাইবের ভয়ে সাজে পথের পথিক
প্রদানি কন্যায় রাজ্য যথা কিং লিয়র
ধরিয়া ভিক্ষুক সাজ ভ্রমে নিরন্তর।

১৫

হায়রে তেমতি আজ রাজ-রাজেশ্বর
ধরিয়ে ভিখারী সাজ বিজন প্রান্তরে
ভ্রমেন, কাতর অতি শ্রমে নিরন্তর
পথের পথিক যেন ফিরে দ্বারে দ্বারে ;
যে অঙ্গে শোভিত পূর্ব্বে অগৌর-চন্দন
কালিমায় অঙ্গ-রাগ সে অঙ্গে এখন।

১৬

মহারাজ—!
কোথা সে লাবণ্য, মূর্ত্তি মধুরিমাময়
প্রসন্ন-বদন তব সহাস্য-আনন ?
কোথা সে গম্ভীর-ভাব নির্ভয়-হৃদয়
দোর্দ্দণ্ড বিক্রম তব নাহি কি এখন ?
সে দয়া দাক্ষিণ্য কোথা বিচার-শকতি
কাল-স্রোতে সব কি হে গেছে নরপতি ?

১৭

মহারাজ—!
কোথা তব রাজ দণ্ড রাজ-সিংহাসন
কোথায় রাজত্ব তব বিপুল বিভব ?
কোথা গজ বাজী রথ কোথা সৈন্যগণ
কোথায় হৃদয়-দুর্গ সেনাপতি সব ?
তেয়াগিয়ে রাজ্য প্রভু কোথা তব গতি
কে দিল তোমারে রাজা, এ মূঢ় যুকতি

১৮

হায়রে—

যেজন ভ্রমেও শ্রম জানেনা কখন
সূর্য্য চন্দ্র যারে কভু দেখিতে না পায়
নাহি জানে কষ্ট দুঃখ বেদনা কেমন
চির সুখে সুখী অঙ্গ সুকোমল-কায়
সে বিমল অঙ্গ আজ ধুলি-ধূসরিত
প্রতপ্ত-নিদাঘ-করে শীর্ণ কলুষিত।

১৯

হে ভাগ্য কাহারে তুমি কখন সদয়
কে জানে? তোমার মায়া জ্ঞানের অতীত
দূর কল্পনার তুমি না হও উদয়
জ্যোতিষ দর্শন আদি সবে পরাজিত;
উদিয়া সৌভাগ্য রূপে কাহারে বাড়াও
দুর্ভাগ্যে ডুবায়ে কারে; নিয়ত কাঁদাও।

২০

আজি রাজ-রাজেশ্বর কালিহে ভিখারী
কৌপিন কোটীতে আঁটা বিজন বিহারী
আজি দাস রাত্রি শেষে রাজ্য অধিকারী
আজি দাতা কালি কিন্তু দয়ার ভিখারী
দারাসুত ধন জনে আজি পরিবৃত
কালি শূন্যময় ধরা সর্ব্বস্বে বঞ্চিত

২১

হর্ষ শোক সুখ দুঃখ আহ্লাদ বিষাদ
ভ্রমিতেছে চক্রাকারে ক্রমশঃ পর্য্যায়,
সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য ঘোরে আশা অবসাদ
উঠায় স্বরগে কভু নিরয়ে ডুবায়,
কেহ শোকে ভাসে কেহ, সুখী বা অপার
তুমি ভিন্ন বল ভাগ্যে এ খেলা কাহার।

২২

আজি হেরি যেই স্থান সমৃদ্ধি-আকর
বাণিজ্য বিপনি পূর্ণ ধনের ভাণ্ডার
অযুত অর্ণবযান নদী বক্ষে শোভে
ব্রহ্মাণ্ডের জনে পূর্ণ সহর বাজার;
শোভে দীপাবলী কত রাজবর্ত্ম ধারে
উজলিয়া দিনমান, লাঞ্ছি ভানু করে।

২৩

হয়তো হইবে কাল মরিচিকা ময়
ঘোর বিসুচিকা গ্রস্থ গোউড়ের সম
কেজানে তোমার মনে কি আছে গোপন
বুঝিতে ক্ষমতা কার? সকলই ভ্রম;
কখন উঠাও স্নেচ্ছে সভ্যতার শিরে
কখন ডুবাও সভ্যে অসভ্যতা-নীরে।

২৪

সামান্য-কুটীর-বাসী সদ্য-মাংসাহারী
উলঙ্গ বিপিন-চারী কিরাতীয় গণে
উন্নতি সোপানে তুমি করি উত্তোলন
দাও রাজ্য পাট তারে ধরনী শাশনে ;
সুসভ্যতা অসভ্যতা উন্নতি পতন
তব অনুগ্রহ বলে হয় অনুক্ষণ।

২৫

যেই ফরাশীয়-গর্ব্ব বীরত্ব-দুর্ব্বার
ব্যাপ্ত ছিল চরাচর বসুন্ধরা ময়
সে দিন হইল কিন্তু পতন তাহার
পরাজিল প্রুসিয়ার নব-অভ্যুদয় ;
জয় পরাজয় ন্যস্ত ও করে তোমার
তুর্ক রুসিয়ার যুদ্ধ প্রমান তাহার।

২৬

এই যে নিহারী গিরী অটল অক্ষয়
হয়তো হইবে কালে জলের উচ্ছাস
এই যে নিরখী সিন্ধু জলে জল ময়
হয় তো হইবে কালে জীবের আবাস
এই যে নিরখী মরু বালু রাশীকৃত
হয় তো হইবে কালে নগর পূর্ণিত।

২৭

কে স্থাপিল মোকবেথে, রাজসিংহাসনে
দ্বিখণ্ড করিয়ে ভূপে সুষুপ্ত দশায়,
পিতৃসিংহাসন বঞ্চি কে পাঠালে বনে
সূর্য্যবংশ অবতংশে চৌদ্দবর্ষ হায় !
কে পাঠালে পাণ্ডবেরে অজ্ঞাত নিবাসে,
কে খর্ব্বিল গর্ব্ব বল সে গর্ব্বী লঙ্কেশে।

২৮

জুলিয়ট রোমিওর চির-প্রেম-আশা
কে বঞ্চিল বল ভাগ্য ? তুমি মূলাধার,
হ্যেম্লেট পিতৃব্যে বল, কেদিল দুরাশা
লভিতে রাজত্ব বধি জীবন ভ্রাতার ;
মৃত্যুকালে অদ্বিতীয় ক্রশশ্ রাজন
কেন উচ্চারিল, বল "সোলন্ সোলন্।"

২৯

ক্লাইবের কানে কানে বল কে কহিল
যাও বীর কর গিয়ে সিরাজ শাশন ;
বনাপার্ট বীরে বল কে মন্ত্রণা দিল
উচ্ছন্ন যাইতে করি রুষ আক্রমণ ;
এসব তোমার খেলা বুঝে উঠা ভার
তুমি বক্রী যারে তার নাহিক নিস্তার।

৩০

ভিখারী সাজায়ে জ্ঞানে তুমিই হেথায়
আনিয়াছ ওহে ভাগ্য পরায়ে কৌপিন,
অতুল বিভব যার দাস দাসী হায়
সেও কিনা তব গুণে আজি দীনহীন ;
তব মায়া মহামায়া বুঝে ওঠা দায়
কার প্রতি বক্রী তুমি কারে বা সদয়।

৩১

কৌতূহল ইন্দ্রজালে আশার আশায়
চিন্তার কুহক মন্ত্রে হ'য়ে বিমোহিত
স্বেদ-সিক্ত-ক্লান্ত দেহে একা অসহায়
চলেন নৃপতি ধীরে নিদাঘ পীড়ীত
যাইতে যাইতে পথে সবে আচম্বিত
মনোহর বর্ত্মে এক হৈল উপনীত।

৩২

সুরম্য সুন্দর পথ আপাত-মধুর
সুরম্য-মলয়ানিল বহে অনুক্ষণ
সুপ্রশস্ত মনোহর ঋজু অবন্ধুর,
দুই পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী অতি সুশোভন
দাঁড়ায়ে উন্নত শিরে করে ছায়া দান
ভানুতাপে পথিকের বাঁচায় পরাণ।

৩৩

ক্লান্তিহর গন্ধবহ মত্ত অনুক্ষণ
চুম্বিয়া কুসুম-রাশী বহিয়া সুঘ্রাণ
সুদূর সুন্দর পথ করে আমোদন
পথশ্রান্ত অধ্বগের জুড়ায় পরাণ।
উপজে নয়নে নিদ্রা সে বায়ু বিজনে
মোহে অভিভূত জীব সে সুখ স্পর্শনে।

৩৪

পূর্ণিত উদ্যান ফুলে নয়ন রঞ্জন
মাতি সে সৌরভ ঘ্রাণে মত্ত মধুকর
ভ্রমর ভ্রমরী পুঞ্জ কীট অগনন
ত্যেজি পুষ্প মুহুঃ মুহুঃ ধায় পুষ্পান্তর
লুটি ফুল-বধু-কুল মধুর-ভাণ্ডার
তুলিছে ভ্রমর শিশু তরঙ্গ সুধার।

৩৫

কোথাও কুমুদ দল সুন্দরী কমল
সরসী হৃদয়ে শোভে, আলোকি জীবনে,
শালুক কহ্লার শোভে রকত কম্বল,
সজ্জিতা সরসী যেন স্বভাব-ভুষণে,
স্তরে স্তরে চলে ঊর্ম্মি মৃদুল-হিল্লোলে
বিহরে সফরী সুখে পদ্মপর্ণ কোলে।

৩৬

কোথা উঠে প্রস্রবণ ভেদিয়া মেদিনী
সলিল প্রপাত কোথা, ঝর্ঝর স্বরবে
নির্ঝরি, মিশায় গিয়া সহ নির্ঝরিণী,
কোথা শিখরিণী ধীরা ধায় ধীর ভাবে
তীব্র স্রোত-নদ কোথা সঙ্কীর্ণ-শরীর
কোথাও অদূরে বাপী, স্থির সুগম্ভীর।

৩৭

শ্বেত নীল রক্তবর্ণ নেত্র তৃপ্তিকর
দ্বিজকুল ডাকে কোথা বসি শাখিপরে
উঠায়ে সুস্বরে কেহ সারি গম স্বর
ঢালয়ে পীযূষধারা শ্রবন-কুহরে
মিলি একতানে সেই সুর তান লয়
সংসার-তাপিত জনে জুড়ায় হৃদয়।

৩৮

চক্রবাক চক্রবাকী সারস সারসী
ক্রৌঞ্চসহ ক্রৌঞ্চ-বধূ আনন্দ অন্তরে
আরো নানা জলচর সে সৈকতে বসি
করিছে আন্দোলিত মহা কলস্বরে।
কলস্বর প্রতিধ্বনি তটিনী হৃদয়
ভেদিয়া অপর প্রান্তে হতেছে উদয়।

৩৯

উন্নত-শিরস-তরু নত ফলভরে
শাখী শাখা উপশাখা বিশাখাদি সবে
সুপক্ক সুন্দর বর্ণে পান্থমন হরে
হেরিলে কার না মন বিমোহিত লোভে,
আপাত-মধুর-ফল স্বাদ-তৃপ্তি-কর
পরিণাম হলাহল দেহ-ধ্বংশ কর।

৪০

অবোধ পথিক নারে লোভ সম্বরণে
উদর পূরিয়া করে সে ফল আহার
যত খায় তত আশা বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে
কিছুতেই মনতুষ্টি না হয় তাহার,
পরিণামে ঘটায় সে মৃত্যু আপনার
না করে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ভ্রমে একবার।

৪১

শ্যেণবাজ গৃধ্র চিল বায়স অসিত
ফেরে অহরহ শূন্যে নিম্নে দৃষ্টি রাখি
মাংসাহারে হর্ষচিত্ত লোলুপ শোণিত
করে আন্দোলিত শূন্য ঘন ঘন ডাকি
তুলিয়া কর্কশ রব কেহ তীব্র চায়
নরশির ধরি নখে কেহ দ্রুত ধায়।

৪২

একধারে রৌপ্য মুদ্রা রাশি স্তূপাকারে
চকিত রবির করে বিশদ বরণ,
সুসজ্জিত হেম মুদ্রা স্তরে অন্য ধারে
স্থানে স্থানে রাশীকৃত রজত কাঞ্চন,
তাম্র রৌপ্য হেমখণ্ড কোথা নিপতিত
ইষ্টকের রাশিসম আছে রাশিকৃত।

৪৩

হীরামরকত মুক্তা পান্না মনোহর
স্তূপাকারে সুসজ্জিত বালী রাশি প্রায়
কোটী কোটী কোহিনূর মাণিক্য সুন্দর
ভাতে মতি পোকরাজ ভাস্কর আভা
বিশদ দ্বিরদ রদ পর্ব্বত-প্রমাণ
গজমুক্তা শুক্তি আদি কোথা শোভমান

৪৪

ক্লান্ত নরপতি অতি ভ্রমি বহুদূর
কহিলা কাতর-কণ্ঠে সম্ভাষি সকলে
"অপেক্ষা ক্ষণেক কর করি শ্রান্তি দূর
প্রান্তর শোভিত এই বোধিদ্রুম তলে"
স্নিগ্ধ প্রস্রবণ বায়ু করিয়ে সেবন
জুড়াই তাপিত প্রাণ ক্ষণেক কারণ।"

৪৫

উত্তরিল চিন্তাসতী তর্জ্জনী নির্দ্দেশি
"অদূরে হেরিছ রাজা এই যে কুটীর
চল শীঘ্রগতি সবে ঐ আশ্রমে বসি
তিষ্ঠি ক্ষণকাল তরে হইগে সুস্থির,
যতনে কুটীর স্বামী দিবেন আশ্রয়
অমিয় সুমিষ্ট ভাষে তুষিবে হৃদয়।"

৪৬

অনুমোদি যুক্তি রাজা উল্লাসিত মনে
চলিলেন ধীরে ধীরে শ্রমেতে বিহ্বল,
যুগপৎ ঘোর-রব পশিল শ্রবনে
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু-কোলাহল,
পুছিলা "এ কোন স্থান? এ কোন প্রদেশ
কেন বা এ ঘোর-ধ্বনি কহ সবিশেষ।"

৪৭

উত্তরিল চিন্তাসতী "শুনহে ধীমান
যমরাজ্য বলি আছে বিদিত প্রবাদ
যম অধিকার উহা ভয়ঙ্কর স্থান,
নহে অন্য রব উহা পাপী আর্ত্তনাদ
পাপের আলয় উহা পাপী-দণ্ডস্থল
পুঞ্জে পুঞ্জে ভুঞ্জে পাপী পাপ-কার্য্য-ফল।"

৪৮

নগর অন্তরে যথা পথিক-প্রবর
শুনে গুণ্ গুণী রব অলক্ষ্যে অদূরে
প্রতি পদে পদক্ষেপে যত অগ্রসর
পশে সে আরাব তত শ্রবণ-বিবরে ;
তেমতি গুণ্ গুণী ধ্বনি পশিল শ্রবণে
চলিল নীরবে সবে কুটীর সন্ধানে।

৪৯

চারি জনে কিছুক্ষণে উত্তরিল গিয়া
সেই কুটীরের দ্বারে, দেখিল কুটীর—
(সামান্য কুটীর নহে) ইষ্টক গ্রথিয়া
বিরচিত নিম্নতল তৃণাবৃত শির,
সুদীর্ঘ সুন্দর শুভ্র প্রকোষ্ঠ বিস্তর
"সুরার বিপনি" শিরে লিখিত সুন্দর।

৫০

কুটীরের মধ্যভাগে রাখিয়া নয়ন
কি দেখিল চারিজনে ? অদ্ভুত সকল,
বিশেষতঃ মহারাজ করি দরশন
উপজিল জ্বর-কম্প সভয়ে বিহ্বল,
হাসিয়া পুছিল চিন্তা "কিহেতু রাজন
কাতর হইলে দৃশ্য, করি দরশন ?

৫২

"ঐ দেখ মহারাজ লক্ষ লক্ষ প্রাণী
প্রবেশিছে বাহিরিছে সাধি নিজ কায,
কি মায়ায় আকর্ষণ কিছুই না জানি
কি গুণে মোহিত মূঢ় মানব সমাজ,
প্রবেশ সময়ে হের কিবা দিব্য জ্ঞান
গমনের কালে কেহ উন্মত্ত অজ্ঞান।

৫২

"ঐ দেখ মহারাজ কত জীব-দল
ত্যেজি লজ্জা ভয় ঘৃণা যশঃখ্যাতি মান
কাদম্বরী পান আশে হইয়া বিহ্বল
জর্জ্জরী গরলে হায় উৎসর্গিছে প্রাণ,
কর্দ্দমাক্ত দেহ কারো ধূলী ধূসরিত
বিগত-চেতনে কেহ ভূতলে শয়িত।

৫৩

"ছিড়িয়ে অমূল্য-বাস ভূষা অলঙ্কার
নিক্ষেপিছে হের রাজা বাতুলের প্রায়
নাহিক বিলাস সুখ অঙ্গরাগ তায়
আকুল তৃষ্ণায় কেহ স্তব্ধ জড় কায়,
লেহন করিছে পুন করিয়া উদগার
কেহ অঙ্গে মাখি বিষ্ঠা করিছে বিহার।

৫৪

"কুক্কুরে প্রেয়সী বলি গ্রীবা জড়াইয়া
চুম্বন করিছে কেহ হেরহে রাজন,
কেহ অকারণ হের আকুল কাঁদিয়া
জীবন ত্যেজিতে কেহ পুলকিত মন ;
প্রাণী হত্যা করিবারে কেহ দ্রুত ধায়
হীনপ্রাণ হোয়ে কেহ পড়িছে ধরায়।"

৫৫

সূর্য্যকরে দিবাভীত যথা দিবা ভাগে
লুকায় গোপন ভাবে প্রাসাদ বিবরে
না পারি সহিতে তেজ সারা নিশি জাগে ;
অথবা তারকা যথা ভাস্করের করে,
তেমতি হেরিয়া রাজা সে দৃশ্য ভীষণ
অধীরে চিন্তার প্রতি কহিল তখন ;—

৫৬

"জঘন্য দুষিত ঘৃণ্য এদৃশ্য ভীষণ
চললো ত্যেয়াগি চিন্তে যাই অন্য স্থানে,
অদূরে প্রাসাদ এই কর নিরীক্ষণ
অইস্থানে গিয়া চল, বসি চারিজনে"
স্বীকৃতা হইল চিন্তা রাজার আজ্ঞায়
পুনরপি চারিজনে ধীরি ধীরি যায়।

৫৭

উত্তরিয়া সেইস্থানে কিছুক্ষণ পরে
সম্মুখে সুসৌধ এক হেরিল সুন্দর
অঙ্কিত প্রাসাদ নাম সুবর্ণ অক্ষরে
বিশদ রজত নিভ দ্বিতল উপর,
রঞ্জিত সজ্জিত রম্য বিস্তৃত ভবন
প্রশস্ত প্রকোষ্ট কক্ষ রম্য বাতায়ন।

৫৮

সুরঞ্জিত যবনিকা সাটীন ঝালর
কিংখাপ পরদা দোলে, পবন হিল্লোলে,
উড়িছে শালুর ধ্বজা ভেদিয়া অম্বর
কোথাও বিচিত্র চারু কার্য্য-কারু ঝলে,
কাচাবৃত কক্ষ দ্বার, রন্ধ্র বাতায়ন
ভাতিয়া রবির করে ঝাঁজিছে নয়ন।

৫৯

দিব্য পরিচ্ছদ ভূষা করি পরিধান
উষ্ণীষ শোভিছে শিরে, চুনি মণি ঝলে
দাড়াইয়া দ্বারে এক পুরুষ প্রধান
সাদরে সম্ভাষি ডাকে পথিকের দলে,
বিশ্রামিতে শ্রম-ক্লান্তি দূরিতে ক্ষুধায়
চর্ব্য চষ্য লেহ্য পেয় যাহা ইচ্ছা যায়।

৬০

সুগন্ধিত বারী পূর্ণ ঘটে সারি সারি
বিবিধ সুখাদ্য কিবা সজ্জিত সুন্দর,
হেরিলে জিহ্বাতে কার না সঞ্চারে বারী
আবৃত কাচের পাত্রে কিবা মনোহর
পশু-মাংস পক্ষী-মাংস রন্ধিত বিস্তর
সধূম সুপক্ক সদ্য জিহ্বা-তৃপ্তি-কর।

৬১

আহারিছে লক্ষ প্রাণী প্রভাত সন্ধ্যায়
আনন্দিত মনে কত তৃপ্তির সহিত,
অস্থি শিরা মাংসপেশী শোণিত মজ্জায়
লেহন করিছে কেহ হ'য়ে হরষিত
চিবায় কড় কড়ি অস্থি সুদৃঢ় দশনে
মস্তিষ্কের ঘৃত কেহ খাইছে যতনে।

৬২

নয়ন উপাড়ী কেহ তারা বাহিরিয়া
তৃপ্ত মনে আহারিছে নিঘৃণ্য অন্তরে,
কেহ খায় বিষ্ঠা-কোষ অন্ত্র চিবাইয়া
আড়ে গ্রাসে কোন জন মেরুদণ্ড ধরে,
ফুসফুসী মুককোষ যা আছে যথায়
সকলি তাদের ভক্ষ্য ঘৃণা নাহি তায়।

৬৩

উত্তরিল জ্ঞান রাজা ঘৃণার সহিত
"ধিক্‌রে মানব কুলে, ধিক্ শতবার
নির্দ্দয় মানব তব এ নয় উচিৎ
পরের জীবন বধি করিতে আহার ;
নিজাত্মার তুষ্টি তরে অন্যের নিধন
উচিৎ চরিত্রে তব নহে কদাচন।

৬৪

"নাহি বোধাবোধ হায় নাহি ধর্ম্মজ্ঞান
সুখ দুঃখ বিবেচনা অনুকম্পা মনে,
সদাব্যস্ত তুষিবারে পাশব পরাণ
ক্ষণ তরে পর দুঃখ নাহি ভাবি মনে ;
রসনার তৃপ্তি আশে, বাসনা তাহার
পর প্রাণ বধি মাংস করিতে আহার।

৬৫

"ভ্রমেও ভাবে না মনে, হায় একবার
যে শরীরে অস্ত্রাঘাত করিছে পামর
সে শরীরে রক্ত-স্রোত বহে অনিবার
সম-উপাদানে-কৃত সেই কলেবর ;
সেই অস্থি সেই রক্ত ধমনী মজ্জায়
বিগঠিত দেহ তার (ও) নাহি ভিন্ন হায়।

৬৬

"বোধাবোধ কষ্ট ব্যথা সুখ দুঃখ জ্ঞান
নিদ্রাহার মৈথুনাদি সবি আছে তার,
ভয় শোক হর্ষ ইচ্ছা প্রবৃত্তি প্রধান
সুবৃত্তি কুবৃত্তি আদি ষড়রিপু আর,
ইন্দ্রিয়ের কার্য্য তার (ও) চলে অনিবার
ক্ষুধা তৃষ্ণা দেহ মাঝে হয় সুসঞ্চার।

৬৭

"নবমী উৎসবে যবে রাখি হাড়িকাটে
নির্দ্দয় মানব বলি দেয় অজদল,
কার না সে মৃত্যুনাদ শুনি হৃদি ফাটে?
কার না নয়নে হায় ঝরে অশ্রুজল?
করে নাকি কষ্ট বোধ, সে অস্ত্র আঘাতে?
অস্ফুট কি মর্ম্মব্যথা সেই অশ্রুপাতে?

৬৮

"গো নহিম অশ্বমেধে, যবে পুরাকালে
দিত বলি মুনি ঋষি, গো অশ্ব বিস্তর,
অবশ্য ভাসিত তার, হৃদি অশ্রু জলে
হইত অবশ্য হৃদি, কষ্টেতে কাতর;
অবশ্য সে আর্ত্তনাদ করি উচ্চারণ
কাঁপাইত বধ্যস্থল বিদারি গগণ।

৬৯

"যে হস্তে নির্ম্মিত নর উৎকৃষ্ট জীবন
সে হস্তে নহে কি কৃত জলচর মীন ?
কীটাণু হইতে করী যত প্রাণীগণ
সেই একাধারে জন্ম, একেতে বিলীন ;
সমগ্র সৃষ্টিতে সবে, সম অধিকার
ভক্ষ্য ভোজ্য ভেদাভেদ নাহিক বিচার ।

৭০

"তবে কেন অন্যে নর করে অত্যাচার ?
একের জীবন কেন অন্য জন হরে ?
অন্য প্রাণে যদি তার নাহি অধিকার
তবে কোন্ বলে নর প্রাণী হত্যা করে ?
নিজাত্মা উৎকৃষ্ট বলি নর করে জ্ঞান
উচ্চ নীচ তাঁর কাছে সকলি সমান ।"

৭১

আদেশিল মহারাজ চাহি চিন্তা পানে
"এ পাপ রাক্ষস-পুরী তেয়াগি ত্বরায়
চল সখি, দ্রুতগতি যাই অন্য স্থানে
আসুরিক দৃশ্য নেত্রে দেখা নাহি যায়" ;
চলিল দুজনে পুনঃ পাপ-পথ দিয়া
আশা কৌতূহল চলে পথ প্রদর্শিয়া

৭২

হেরিল অজস্র নর সে মার্গ ধরিয়া
ভিন্ন ব্যবসায়ী কত সংখ্যা অগণন
অসার সংসার সুখে প্রমত্ত হইয়া
পাপ-পঙ্ক লেপি অঙ্গে করিছে গমন ;
হইতেছে প্রতি পদে স্খলিত চরণ
তথাপি ধাইছে মত্ত নহে অন্য মন।

৭৩

রাজা প্রজা কর্ম্মচারী সম্রাট্ বিলাসী
বণিক কৃষক দীন ভগন হৃদয়,
শোকী রোগী দুঃখী তাপী ভিক্ষুক হুতাসী
লোভী শঠ অহঙ্কারী তস্কর নিচয়,
ধায় নিরন্তর সেই পাপ-বর্ত্ম দিয়া
ভ্রমেও বারেক ফিরে না দেখে চাহিয়া।

৭৪

চুম্বকে যেমন করে লৌহ আকর্ষণ,
সরোজ-সৌগন্ধে যথা ধায় মধুকর
কমল কানন পানে না মানি বারণ,
কিম্বা সে পাবক হেরি পতঙ্গ-নিকর
ধায় ঝাঁপ দিতে নাহি মানি নিবারণ
অকালে অনাসে ত্যজে অমূল্য জীবন।

৭৫

কিঞ্চিৎ অন্তরে পুনঃ করিল দর্শন—
দাঁড়ায়ে উভয় পার্শ্বে শরদিন্দু নিভ
মদনের সেনা কত সৈরিণী রতন
স্বর্গচ্যুতা বিদ্যাধরী কিন্নরী সন্নিভ,
সুরম্য সজ্জায় সবে সাজিয়া সুন্দর
মোহিনী মাধুর্য্যে মোহে মানব অন্তর।

৭৬

চাঁচর চিকুর কারো আগুল্ফ লম্বিত
শোভিতেছে পৃষ্ঠ-দেশে যেন নব-ঘন,
জড়িত কবরী কারো বেণী বিনায়িত
নিতম্ব নিমনে নড়ে নাগিনী-লাঞ্ছন,
কৌমুদী-বরণা কেহ কাঞ্চন-বরণী
ভাতে উষা-জ্যোতি অঙ্গে কেহ শ্যামাঙ্গিনী।

৭৭

সপ্তমী চন্দ্রমাকৃতি ভ্রূযুগ সুঠাম
অঙ্কিত ললাট-প্রান্তে আকর্ণ বিস্তৃত:
ক্রম সূক্ষ্ম-পরিনত, নব-ঘন-শ্যাম
সুগোল-সুন্দর স্মরশরাসনাঙ্কিত;
কুরঙ্গিনী জিনি আঁখি অপাঙ্গ-শোভিত
প্রভাময় তারা-দ্বয় স্বতঃ-চঞ্চলিত।

৭৮

মণি-দ্যুতি, দেহ-জ্যোতি সরোজ-বদনী
বিম্ব-ফল-ওষ্ঠাধর বন্ধুপুষ্প নাশা,
বঙ্কিম-মরাল-গ্রীবা, সহাস্য-আননী
হেরিলে কার না জন্মে, মদনের তৃষা ?
উন্নত-পীবর-স্তনী, শ্রীফল-লাঞ্ছিত
কেশরী নিন্দিত কোটী, সর্ব্বধূ-বাঞ্ছিত ।

৭৯

সুগোল সুঠাম কিবা হস্ত পদ দ্বয়
রম্ভাতরু জিনি উরু সুগুরু-জঘন ;
হীরা শুক্তি মুক্তা রাজী, ভূষা হেমময়
জ্বলিতেছে সর্ব্ব অঙ্গে মানস-মোহন,
ভ্রুকুটী কটাক্ষ করি ডাকে পান্থ-জনে
হাস্য পরিহাসে তোষে কৈতব ছলনে ।

৮০

অবোধ যুবক দল ধায় অবিরত
সাজিয়া সুন্দর সাজে রমনী মোহন ;
তরুণী রমণী লয়ে খেলা করে কত
রস রঙ্গে পরিহাসে মুগ্ধ করি মন ;
অপযশ পদাঘাত লজ্জা অপমান
ত্যজি বারাঙ্গনা পদে উৎসর্গে পরাণ ।

৮১

সেরূপ দেখিলে বল কোন্ মূঢ়-নর
নাহি হয় উত্তেজিত মদনের শরে ?
সংযমী যোগেন্দ্র ঋষি গন্ধর্ব্ব অমর
অব্যর্থ সন্ধান বাণ, কে ব্যর্থিতে পারে ?
যে ভুগেছে যে মজেছে জানে সেই নর
অমোঘ-কটাক্ষ শর কত ভয়ঙ্কর।

৮২

সে শরে——!!!
পাষণ্ড হৃদয় (ও) মরি ফিরি কথা কয়
বিগত জীবন (ও) চায় বারেকের তরে,
প্রাণহীন স্পন্দহীন জড় চাহি রয়
পাষাণ নির্জ্জীব দল এক দৃষ্টে হেরে,
অমোঘ মন্মথ-শর জয়ী চরাচরে
কীটাণু হইতে করী এড়াইতে-নারে।

৮৩

জীবন-প্রবাহ মাঝে যৌবন তুফানে
আয়ত্বে রাখিতে নারে জ্ঞান-কর্ণধার ;
এ দেহতরণী খানি সুদৃঢ়বন্ধনে
ছিঁড়ি ভাসে অনায়াসে সাগর-মাঝার,
গণিকা-কটাক্ষ-ঝড়ে নাহি মানে পাল
যৌবন-তরঙ্গে হয় তরণী বাক্ষাল।

৮৪

এড়াইয়ে নারীদল চলে চারিজন
যত অগ্রসর তত বাড়ে কৌতুহল ;
দেখিবারে আশা নাহি মেটে কদাচন
আশায় আহুত পান্থ ধায় দলে দল ;
কিছুক্ষণ পরে এক হেরিল প্রান্তর
পরিপূর্ণ সংখ্যাতীত নর নারীদল।

৮৫

অমূল্য-উষ্ণীশ শিরে করিয়া ধারণ
দাড়াইয়ে নৃপগণ কিবা রূপবান
এক পাশে করিতেছে যুদ্ধের মন্ত্রণ
ঘোর-রণে বধিবারে অসংখ্য-পরাণ ;
লভিবারে পর রাজ্য নিজ বাহুবলে
করিতেছে ষড়যন্ত্র বিবিধ কৌশলে।

৮৬

কোথাও বণিকদল মহা কলরব
করিতেছে একধারে ক্রেতাদলসনে ;
তুলিতেছে গণ্ডগোল মহা অসম্ভব
মিথ্যা বাক্যে প্রতারিছে উল্লাসিত মনে ;
প্রতারণা প্রবঞ্চনা চাতরী ছলন
মিথ্যাবাক্য এ দলের অঙ্গের ভূষণ।

৮৭

সামলা শোভিত-শির দিব্য সাজ ধরে
দাঁড়াইয়া অন্যদিকে উকিলের দল,
প্রতারিছে প্রতিজনে নিজ স্বার্থ তরে
প্রকাশিয়ে প্রতারণা চাতুরী কৌশল ;
বঞ্চিতে পরের স্বত্ব পরদ্রব্য ধন
পর প্রাণদণ্ডহেতু করিছে যতন।

৮৮

অদূরে উৎকোচ-গ্রাহী হাকিম প্রধান
বিচার আসনে বসি গম্ভীর বদনে
সত্য স্বত্ব অসত্যেতে করিতে প্রমাণ
ভাঁজিছেন বুদ্ধি কত আত্মগত-মনে,
অন্বেষিয়া আইনের প্রতি পাত পাত
মীমাংসিছে ইচ্ছামত করি পক্ষপাত।

৮৯

পরাক্রান্ত জমীদার ভূস্বামী-নিকর
প্রজার পীড়নে রত অর্থলাভ আশে
করিছেন অত্যাচার নির্দ্ধন উপর
বঞ্চিতে পরের স্বত্ব বিবিধ প্রয়াসে ;
ভ্রূণ-হত্যা প্রাণী-হত্যা গৃহদাহ আর
জাল ছল প্রবঞ্চনা এদের অলঙ্কার।

৯০

সৌগন্ধীয় গন্ধদ্রব্য ধনাঢ্য স্বজন
সুখভোগী সুবিলাসী নবোঢ়া লইয়া
পরিয়া অমূল্যবাস মাণিক্য ভূষণ
কাটাইছে দিবানিশি আনন্দে মাতিয়া ;
নশ্বর দেহের যত্ন করিতে তৎপর,
সামান্য ক্লমেতে দেহ কতই কাতর।

৯১

অশক্ত গমনে পদ পদব্রজে যেতে
হয় হস্তী জুড়ীগাড়ী সদাই প্রস্তুত,
সুখাদ্য সুভক্ষ্য বিনা নাহি রুচি খেতে
অমল শয্যায় নাহি হয় মনঃপুত,
সম্ভোগে বিলাসে রত সুখের ইচ্ছায়
উনমত্ত অহর্নিশি মত্ততা-ব্যথায়।

৯২

স্তূপাকার ধনলয়ে উত্তর বিভাগে
বসি আছে কতজন সতর্ক নয়নে,
নিদ্রাহীন নেত্রে তারা দিবানিশি জেগে
তস্কর হইতে রক্ষা করিছে সে ধনে,
নাহি কপর্দ্দক ব্যয় পর উপকারে
নিজ দেশ হেতু কিম্বা নিজাত্মার তরে।

৯৩

ধনে ধন উপার্জ্জিতে লোভ করি মনে
দক্ষিণ বিভাগে যত ব্যাজগ্রাহীগণ
প্রবঞ্চনা ছলনায় অধমর্ণগণে
প্রতারিয়া করিতেছে কুসীদ গ্রহণ ;
মুদ্রায় অর্জ্জিতে মুদ্রা মোহরে মোহর
সদা শশব্যস্ত হায় তাদের অন্তর।

৯৪

আত্মজা বিক্রয় করি উপার্জ্জিছে ধন
শুক্র-বিক্রয়ী যত বসি অন্য ধারে
অশীতি বর্ষীয়ে বালা দিতে বিসর্জ্জন
অকুণ্ঠিত অণুমাত্র পাষাণ অন্তরে,
পড়িয়ে অবলা বালা মুমূর্ষুর করে
হারাইছে পতি-রত্ন দিনত্রয় পরে।

৯৫

হের অন্যদিকে যত তস্কর নিকর
পরধন লভিবারে ব্যস্ত নিরন্তর ;
গ্রাসিতে পরের ধন হর্ষিত অন্তর
লাঞ্ছনা গঞ্জনা এত তবু (ও) তৎপর ;
সান্দ্র অন্ধকারে সদা ভ্রমে প্রতি ঘর
ভয়ে ত্রস্ত অনুক্ষণ কৃপণ নিকর।

৯৬

চোর জালিয়াত শঠ, লম্পট চতুর
চাটুকার মিথ্যাবাদী পরস্ত্রী-কাতর
অহঙ্কারী অত্যাচারী কামুক প্রচুর
হত্যাকারী লোভী হিংস্র ক্রোধী দুষ্ট নর ;
হেরিলা বহুল সেথা, সংখ্যা অগণন
বর্ণিতে সে সব হায় লেখনী অক্ষম।

৯৭

উঠিছে ভীষণ রব ঘোর গণ্ডগোল
সে রব শুনিলে হয় বধির শ্রবণ ;
(প্রলয়ের কালে যেন জলধি কল্লোল)
সংসারী সন্ন্যাসী দণ্ডী দিগম্বরগণ
কুলাল চক্রের ন্যায় ভ্রমে অবিরাম
দিবানিশি, পল মাত্র নাহিক বিশ্রাম।

৯৮

ঘূর্ণিত-জগৎ-চক্রে আশার পীড়নে
বর্ষ-শত আয়ু-মাত্র লইয়া-ধরায়
যশ মুক্তি ধন লোভ সুখাকাঙ্ক্ষীগণে
দারাসুত ধন-জন স্বার্থের মায়ায়
তোলে গণ্ডগোল ভ্রমে আমার আমার
ভাবে না পঞ্চত্ব শেষে, তারা কেবা কার ?

৯৯

তেয়াগি এ দৃশ্য তবে দোঁহে অগ্রসর
হইয়া চলিল আশা কৌতুহল মনে ;
হেরিল সম্মুখে এক নদী ভয়ঙ্কর
বহিতেছে অহরহ উত্তর দক্ষিণে ;
অসিত বরণ নীর তরঙ্গ উত্তাল
লক্ষ লক্ষ ঊর্ম্মি চলে প্রবাহ ভয়াল।

১০০

ভীমকায় উপকূল পড়িছে কোথায়
কাঁপাইয়া ভীম রবে তটীনীর জল ;
করীষ, পুরীষ কত স্রোতে ভাসি যায়
পূতিগন্ধ কৃমিময় ভাসে শবদল ;
বসিয়া বায়স বুকে অসিত বরণ
চঞ্চুর আঘাতে আঁখি করে উৎপাটন।

১০১

কোথাও শকুনী দল দলে দলে ধায়
আততায়ী গড়ুর গৃধ্র সারমেয় দল
কুণপে সুলক্ষ্য রাখি ফিরে ফিরে চায়
নর মাংশ আশে শিবা ক্ষুধায় বিহ্বল ;
কেহ বা আহারে দেহ কেহ শিরো ভাগ
উপকূল-লগ্ন শবে করিয়া বিভাগ।

১০২

দূষিত দুর্গন্ধ বারি অসিত বরণ
কালিন্দীর সম কৃষ্ণ জলধর প্রায় ;
রসনাগ্রে স্পর্শমাত্রে উপজে বমন
দুর্গন্ধে ঢাকিতে হয় বস্ত্র নাসিকায় ;
সুপ্রশস্ত আয়তন সেই তটীনীর
ভীষণ গর্জ্জনে হয় শ্রবণ বধির ।

১০৩

সজীব সাপীনী ভাসে ফণা বিস্তারিয়া
কুম্ভীর কর্কট-কূর্ম্ম কম্বু জলচর ;
হাঙ্গর শুশুক শঙ্কু ধায় মধ্য দিয়া
বাহিত বিশাল শাল আমূল শিখর ;
নাহি পোত তরীযান ভেলক তথায়
একটী তরণী মাত্র পারে দেখা যায় ।

১০৪

অসিত বরণ তরী স্থিত পারাবারে
অসিত বরণ ধ্বজা উড়ে নীলাম্বরে ;
উড্ডীন অসিত পাল মারুতের ভরে
অসিত বরণ হাল নিমজ্জিত নীরে ;
অসিত বসনাবৃত নাবিকের দল
অসিত তাদের বর্ণ অসিত সকল ।

১০৫

দাঁড়াইয়া উপকূলে কোটী কোটী জন
ভিন্ন দেশী বিজাতীয়, সংখ্যা নাহি তার ;
বৃটেনীয় ফরাসীয় ইয়ুনানীগণ
পর্টুগীজ ওলেন্দাজ, নিগ্রো আফ্রিকার
হিন্দু মহম্মদী জৈন বৌদ্ধ ব্রাহ্মগণ
গারো সাঁওতাল কুকি রুষ পার্সিগণ।

১০৬

ইয়ুরোপ আমেরিকা, আফ্রিকা এসিয়া
চারিদ্বীপ-জনপুঞ্জ উপস্থিত তথা ;
ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত লোক, কত দাঁড়াইয়া
কেবা চিনে তাহাদের জন্মভূমি কোথা ?
কেহ কভু দেখে নাই তাদের বদন
মানবের অজ্ঞানিত সেই প্রাণীগণ।

১০৭

কটিতে কৌপীন মাত্র কাদের সম্বল
চন্দন তিলক ভালে সর্ব্বাঙ্গ চিত্রিত ;
ঈশ্বরের নামাঙ্কিত কারো বক্ষঃস্থল
জপমালা কণ্ঠি ঝোলা কারো করস্থিত ;
তুলসী শ্রীফল দল, শিখায় গ্রন্থিত
কাহারো চন্দ্রিকাকারে, শিরসী ক্ষৌরিত।

১০৮

লক্ষগ্রন্থিময় বস্ত্র কারো কটিদেশে
সংজড়িত যেন বাসে কত দীনহীন ;
কৃষ্ট পরিচ্ছদ পরি কেহ রাজ বেশে
দাঁড়াইয়া কোটী কোটী যুবক প্রবীণ ;
কেহ বা উলঙ্গ বেশে কেহ বা ভূষিয়া
হীরক ভূষণে কূলে আছে দাঁড়াইয়া।

১০৯

জীর্ণ-শীর্ণ কলেবর বিষণ্ণ বদন
জ্যোতি হীন আঁখি তারা বিমলিন কায় ;
বদনে একটী কথা নাহি উচ্চারণ
নীরব স্তম্ভিত সবে যেন মূকপ্রায় ;
গভীর চিন্তায় স্থির সবার হৃদয়
কবরে যেমন শব স্থির ভাবে রয়।

১১০

ভয়ে সঙ্কুচিত হৃদি যন্ত্রণা-কাতর
মুহুর্মুহুঃ অন্তর্দাহ হয় ঘন ঘন ;
প্রবল অগ্নিতে যেন জ্বলিত অন্তর
উৎকণ্ঠিত ভীত যেন অপরাধীগণ ;
সুদীর্ঘ নিশ্বাস বহে নাসারন্ধ্র দিয়া
নেত্রাসার বহে বেগে কপোল বহিয়া।

১১১

একদৃষ্টেচাহি সবে তরণীর পানে
দণ্ডাইল স্থির ভাবে তরী অপেক্ষায় ;
হঠাৎ বিকট রব উত্তোলি সঘনে
ছাড়িল নাবিক তরী পার প্রত্যাশায় ;
সবলে ক্ষেপনী মাল্লা ক্ষেপি নদীবুকে
চালাইল তরীখানি, পরপার মুখে।

১১২

হঠাৎ পড়িল চক্ষে বিপরীত পারে
ভীষণ তোরণ এক কালিমা রঞ্জিত ;
সূক্ষ্ম প্রতিচ্ছায়া মাত্র নয়ন গোচরে
পড়ে রাত্রি জলে যথা গিরি দূরস্থিত ;
বিশাল কৃষ্ণিম ধ্বজা সৌধের শিখরে
দূর দৃশ্যমান উড়ে সুনীল অম্বরে।

১১৩

দেখিতে দেখিতে তরী তটে তটীনীর
ভেদিয়া মারুত মন্দ মন্থর গমনে
আসিয়া লাগিল ধীরে কাঁপাইয়া নীর
বিদলি আবর্ত্ত ব্রজ লহরী জীবনে ;
মানিয়া পরাস্ত রণে দারুণ কাতরে
ভঙ্গ দিলা ঊর্ম্মি চমু সম্মুখ সমরে।

১১৪

চাহি সকলের পানে ঘূর্ণিত নয়নে
ডাক দিল কর্ণধার জলদ হুঙ্কারে ;
"আয়রে আরোহী দল কি ভাবিস্ মনে
ঝটিতি ছাড়িব নৌকা ওঠ্ ত্বরা করে"
নীরবিল প্রশ্ন করি নাবিক প্রবর
জন-পুঞ্জ হৈতে কেহ না দিল উত্তর।

১১৫

অস্ফুট কাহিনী শুনি বধির যেমন
তেমতি রহিল সবে বধিরের প্রায় ;
না করিল পদক্ষেপ একটী চরণ
রহিল ছলছলি চাহি হতাশের প্রায় ;
প্রস্তর মূরতী যেন প্রান্তর শোভিয়া
স্পন্দহীন সংজ্ঞাহীন স্থির দাঁড়াইয়া।

১১৬

পড়ে অশ্রু দুইধারে বহিয়া কপোল
পুত্র-শোক-গ্রস্থ যথা মনাগ্নিতে দহে ;
নিস্পন্দ নীরব দুঃখে নির্ব্বাক অবোল
মোহিত মানব যেন মহামায়া মোহে ;
কর্ণধার বাক্যবাণ বিদরিল হৃদি
কাঁপিল নখাগ্র হইতে কেশাগ্র অবধি।

১১৭

বজ্রাহত তরু যথা জ্বলে ধূ ধূ করি
তেমতি জ্বলিল হায় সবার অন্তর ;
কাঁদিল নীরবে কেহ পূর্ব্ব পাপস্মরি
কার সাধ্য নৌকা পারে হয় অগ্রসর ?
শোকে দুঃখে অনুতাপে সকলে বিহ্বল
শঙ্কায় আকুল চিত দেহ হীন বল।

১১৮

ডাক দিল উভরড়ে দাঁড়ী পুনর্ব্বার
"আয়রে পাপিষ্ট নৈলে পাবি প্রতিফল
জানিস্ না কি এরাজ্য, যম অধিকার
এ ভীষণ স্থানে তোদের কে রাখিবে বল ?
আর না ডাকিব আমি, আসিবি তো আয়
বেত্রাঘাতে চর্ম্ম নৈলে তুলিব ত্বরায়।"

১১৯

সহসা অশনি যেন মস্তকে খসিল
এ নিষ্ঠুর বাণী শুনি সবে সচকিত ;
সরোষে দাঁড়ীর পানে সভয়ে চাহিল
কি হবে চাহিলে এবে ? নাহিক বিহিত ;
কি ফল রুষিয়া আর, কার সাধ্য বল
যম অধিকার মাঝে প্রকাশিবে বল।

১২০

রাজা হও সুবা হও সম্রাট প্রধান
নবাব আমীর মানী ধনী জ্ঞানীশ্বর
এ ভীষণ স্থানে হায় কারো নাহি মান
দলিত সবার দর্প দম্ভ বিনশ্বর ;
সমভাব রাজা আর অন্ন লালায়িত
বিরাজে সম্রাট হেথা নফর সহিত।

১২১

বিলাসী ! কোথায় তব বিলাস এখন ;
নৃপতি ! কিহেতু আজি তুমি দীনহীন ;
সম্রাট ! কোথায় তব স্বর্ণ সিংহাসন ;
ভিখারী ! কোথারে তোর আচির কৌপীন ;
কিঙ্কর ! কি হেতু হেরি প্রভু আপনার
না করিস করজোড় মান্য নমস্কার।

১২২

যে অখণ্ড ভুজ বলে শাসিলে মেদিনী
দলিলে অরাতি দলে দোর্দণ্ড প্রতাপে ;
তুলিলে বিজয়-ধ্বজা অম্বর-শোভিনী
বীরবর ! রাখিয়াছ কোথা সেই দাপে ?
কোথা বর্ম্ম চর্ম্মতব কোথা তলোয়ার
বন্দুক কিরীচ বাণ নাহি কিহে আর ?

১২৩

ধিক্ সেনাপতি তোমা নিরস্ত্র বীরেশ
পোড়াও বাণাগ্নি তেজে তরী সনাবিক ;
ক্ষুদ্রদাঁড়ী কি সাহসে আজি কহে শ্লেষ
বিনা বীর্য্যেও বীরত্বে লক্ষাধিক ধিক্ ;
ধিক্ বাহুবলে তব-ধিক্ ক্ষমতায়
ক্ষুদ্র মাল্লা কাছে আজি পরাজিলে হায়।

২৪

দুগ্ধফেণ নিভ শয্যা ত্যেজিয়া রাজন
ধূলি ধূসরিত অঙ্গ আজি কি কারণ ?
যাহারে করিতে প্রভু ঘৃণা আজীবন
তার সহ একাসনে বসিয়া এখন ;
একি প্রভু ? একস্থানে চণ্ডাল সহিত
রয়েছ বসিয়া হেথা এও কি উচিৎ।

১২৫

আবার ওকি ;——!
হের দেখ একজন নিঘৃণ্য মেথর
বসিয়াছে ক্রুরসহ আসন উপর ;
ধিক হে জীবনে তব ধিক নরবর
বধির কি আজি তব শ্রবণ কুহর ?
নাবিক কহিছে কটু,দণ্ড কর তার
দণ্ডধর দণ্ড শূন্য আজি কি তোমার ?

১২৬

আতর গোলাপ কোথায় আজিহে তোমার
নবাব আমীর ধনী ভূস্বামীর দল ?
শরদিন্দুনিভ বেশ্যা নাহি কিহে আর
পাসরেছ ভালবাসা ভুলেছ সকল ?
যাও যাও মাথা খাও আন সঙ্গে করে
চাবে নাকি তারা এবে ভুলিয়াও ফিরে ?

১২৭

হীরা জহরৎ পান্না সজ্জিত পোষাক
মোসাহেব দল কোথা ইয়ার নিকর ?
হায় কিহে পাসরেছ সে সব বেবাক্
সে সুখ-মদিরা হায় চিত্তহর্ষ কর ?
যাও যাও লয়ে এস স্ফূর্ত্তি কর প্রাণ
বাঁধিবে সাহস দেহে, পাবে দিব্য জ্ঞান।

১২৮

বেত্র দেখাইয়া তবে দুষ্ট কর্ণধার
ডাক দিল চাহি সবে কটুভাষা কহি ;
প্রদানিতে প্রত্যুত্তর ক্ষমতা কাহার
নাহিক হায় রে, সবে স্তব্ধমাত্র চাহি ;
মহামন্ত্রে মুগ্ধ যেন ভুজঙ্গ দুর্জ্জয়
নীরব নিস্তব্ধ সবে সবাই সভয়।

১২৯

জ্বলন্ত নিরয়ানলে কে পশিতে পারে ?
কেবল ধরিবে করে ভীম অজগর ?
বল কে পাবক মুখে স্থাপিবেক করে ?
পারে কভু বীর্য্যহীন পশিতে সমর ?
তেমতি নরকে যেতে কেবা অগ্রসর
হবে বল পাপপূর্ণ পাপীর ভিতর ?

১৩০

কারো না উঠিতে ইচ্ছা তরীর উপরে
কুণ্ঠিত সভয়ে সবে ভীষণ তাড়নে ;
অবতরি মায়া দল সক্রোধ অন্তরে
নৌকা হৈতে বেত্র হস্তে সরোষ নয়নে
আরম্ভিল প্রহারিতে দুষ্ট পাপী দলে
নির্ম্মম নির্দ্দয় ভাবে ভীষণ সবলে।

১৩১

আকর্ষিল উত্তরীয় মহা ভীম বলে
ফেলিল চাপড়ে হ্যেট্ ক্যাপ্ শিরস্ত্রাণ ;
উলঙ্গিল কাড়ি কারো বসন অঞ্চলে
ছিন্ন কৈল পেণ্টুলেন, কোট চাপকান ;
উষ্ণীষ শ্যামলা চোগা সব নিল কাড়ি
পদাঘাতে বেত্রাঘাতে আকর্ষণ করি।

১৩২

নিহারি পাপীর দশা অন্য সঙ্গীগণ
অনিচ্ছায় উঠে ত্বরা তরণী উপর;
না রহিল মুহূর্ত্তেক তীরে একজন
কিকম্পিল বেত্রাঘাতে সবার অন্তর;
নিরখি দুর্দ্দশা, হায় বল কোনজন
করিবেনা অকপটে অশ্রু বিসর্জ্জন?

১৩৩

উঠিয়া তরণী পর বসনাগ্র হ'তে
খুলিল সুবর্ণখণ্ড যত্নে প্রতি জন;
কেহ রৌপ্য তাম্রখণ্ড কর্ণধার হাতে
পারাপারে তরপণ্য করিল অর্পণ;
শুল্ক নৃপতির কিম্বা ঘাটের বেতন
হইবে ইহার অর্থ না জানি কারণ।

১৩৪

ওরে অর্থ তোর কিরে এতই প্রভাব
সুধন্য ক্ষমতা তব, ধন্য মায়া তোর;
অসাধ্য-সাধন-বল, ধন্য রে স্বভাব
মায়াতে মানবে কর মোহিত বিঘোর;
তোমার বিহনে নাহি চলে এ সংসার
তুমি শূন্য যার তার ধরা অন্ধকার।

১৩৫

মানবের অজানিত দুর্গম প্রদেশ
মহাপাপ পুরী ইহা বিদিত সংসারে ;
পশিলে বারেক হেথা না হয় উদ্দেশ
প্রবেশিলে একবার পুনঃ নাহি ফিরে ;
ভীষণ এ পাপ-পুরী অতি ভয়ঙ্কর ;
কাল অন্ধকারপূর্ণ আঁখি অগোচর।

১৩৬

এ ভীষণ প্রদেশেও তব সমাবেশ ;
আসিয়াছ পাপী সনে তরাইতে তারে
কিম্বা পশাইতে তারে নরক নিবেশ ?
সংসার-বিপদে হায় তারি বারে বারে
মজাইয়া পাপ-পঙ্কে এনেছ হেথায়
এখনও আশা তব মিটিল না হায়।

১৩৭

মরুভূমি কাটি স্থাপ সুন্দর নগর
অনা'সে নগরে কর বিজন কানন ;
কাটিয়ে কানন খাথ দীঘি সরোবর
পর্ব্বতে অর্ণবে কর দেউল স্থাপন ;
বিস্ময়ে বিলাসে সুখে তব আবির্ভাব
পাপ-পঙ্করত-কামী তোমার স্বভাব।

১৩৮

উঠিয়া তরণী' পর পশ্চাৎ বিভাগে
দৃষ্টিক্ষেপি প্রাণীদল করিল দর্শন ;
সুবিশাল যবনিকা নয়নের আগে
বিরাজিত তমোময় দৃশ্য বিভীষণ ;
না চলে নয়নে দৃষ্টি সৈকত-প্রান্তরে
অমাতমা পূর্ণ যেন সান্দ্র অন্ধকারে।

১৩৯

অনুকূল বায়ু বশে সামান্য আয়াসে
উড়ায়ে কৃত্রিম পাল, স্রোত বিপরীতে
ছাড়িল নাবিক নৌকা পরপার আশে
অবিলম্বে উত্তরিল তরণী কূলেতে ;
তরী অবতরি কূলে সহ পান্থগণ
নিরখিল নয়নাগ্রে বিশাল তোরণ।

১৪০

হিমগিরি-চূড়া-সর্ব্ব-গর্ব্ব খর্ব্বকারী
অভ্রভেদী শীর্ষ তার অনন্ত অম্বরে ;
শোভিতেছে কৃষ্ণধ্বজ শিরস উপরি
ভীষণ অসুর মূর্ত্তি স্থিত দুই ধারে ;
অবারিত ভীম-কায় লৌহময় দ্বার
যার ইচ্ছা প্রবেশিতে আছে অধিকার।

১৫১

উত্তরিয়া কর্ণধার নদীপরপারে
বিবস্ত্র করিয়া সবে করিল চিত্রিত ;
একে একে ওষ্ঠে ভালে বাহু বক্ষঃপরে
তুলিয়া নদীর জল অসিত দূষিত ;
সে বিষম চিহ্ন কভু উঠিবার নয়
অধৌত্য সে বারি-চিহ্ন অব্যর্থ অক্ষয়।

১৫২

সে বারি পরশ মাত্র অমল বদন
কালিমা কলঙ্ক মাখি হলো কলুষিত ;
নয়নের কোলে কালি হইল লেপন
নিষ্প্রভ নয়ন-তারা অর্দ্ধ মুকুলিত ;
নীলিম হইল পদ, কর ওষ্ঠাধর
আচ্ছাদে প্রকৃতি যথা অমা কৃষ্টাম্বর।

ইতি অদৃশ্য দর্শন কাব্যে
ভূভ্রমণ নাম
দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

১

নমামি ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎ বরণ
মসৃণ উজ্জ্বল দেহ অহো আঁখি যুগ।
বিম্বিত কলিত ভাত প্রভাত সন্ধ্যায়
আলোকে আঁধারে উষে কৌমুদী কিরণে
গোধূলি মধ্যাহ্নে কিম্বা দীপের প্রভায়।

২

চিত্ত-মুগ্ধকর কিবা স্বভাবের শোভা;
উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গ ফেণ-পুঞ্জ রাশি,
ঘনাবর্ত্ত বীচিমালা ঘনোর্ম্মি আবলী,
ভীষণ বাড়বা-বহ্নি প্রচণ্ড পাবক,
নিহারি অম্বুধি-হৃদে কৃপায় তোমার।

বিশাল উদধিবক্ষঃ করি বিদলিত
পঙ্কোড্ডীন তোয়-যান ক্ষেপিয়া ক্ষেপণী
চলি যায় দম্ভ সহ কলের কৌশলে ;
প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ তরণী সুন্দর ;
তরঙ্গিনী মাঝে হেরি তোমার প্রসাদে।

অটল অচল ভীম উন্নতশিরস
অভ্র-ভেদী বজ্র-কায় প্রকাণ্ড-ভূধর
তুষার-মণ্ডিত-দেহ তরু-ভার-বাহী,
সুচারু-দর্শন উচ্চ-শিখরি-শিখর,
সুন্দর সুদূর দৃশ্য শৈল মনোহর।

নব-দুর্ব্বাদলাবৃত প্রান্তর শোভিত,
বিহসিত উপত্যকা উৎসমালা ধারী,
উদগ্র কেদার কত শস্য সুশোভিত,
করভ চামরী অজ তৃণাশীর দল,
মৃগ মৃগী মৃগ-শিশু সদা ভ্রমে যথা।

৬

কানন কন্দর শোভা স্বভাব সুজাত,
অগম্য মিহির কর ঘন তমাবৃত,
মানব দুর্গম স্থান দ্বিজের দুর্গম,
সিংহ ব্যাঘ্র শ্বাপদাদি সদা বিচরিত,
সে স্থানো হেরিনু দেব তোমার সহায়ে

৭

বিসূচিকা গ্রস্থ কিম্বা বিকারের রোগী
বস-স্তব্যথিত জন, শায়িত শয্যায়,
দুসংহ যাতনা ক্লিষ্ট কাতর পীড়ায়,
হেন জনে হেরিয়াছি লক্ষ লক্ষ কত
যাইতে কৃতান্ত-মুখে, তোমার সহায়ে।

৮

অসম সম্রাট কত প্রাসাদ সুন্দর,
চন্দ্রাতপ সুশোভিত সৌধ কিরীটিনী,
প্রবাল স্ফটীক হীরা মুক্তা বিখচিত,
স্তম্ভ বীথী, পর্য্যঙ্ক দ্বিরদরদ ময়
বিশদ রজতে মোড়া সোপান আবলী।

৯

অগণিত গজ বাজী সৈন্য সংখ্যাতীত,
কোষাগার পরিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের ধনে,
মনোহর শিখিপুচ্ছ হেম সিংহাসন,
কিঙ্খাপ বনাত্ত তাস, মখমলাবৃত
প্রান্তর প্রদেশ অক্ষি তোমার কল্যাণে

১০

শোণিতাক্ত রক্তমূর্ত্তি প্রচণ্ড আহব,
নরবংশ-ধ্বংসকারী কালান্তক সম,
কামানের বজ্রনাদ, অসির ঝনুঝনা,
ব্রহ্মাণ্ড-প্রলয়-কারী, অগ্নির কাঁণ্ডার,
সাক্ষাৎ অন্তক সম নর-ত্রাস-স্থান।

১১

ছিন্ন হস্ত ছিন্ন পদ ছিন্ন শির যোধ,
বিগত জীবন কেহ অৰ্দ্ধজীবন্মৃত,
উষ্ণ রক্ত স্রোতস্বতী রুধির লহরী,
কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ বিকট দর্শন,
করেছি অপাঙ্গ-পাত তোমার কৃপায়।

১২

হিন্দু-দেহ-গ্রাসকারী ভীষণ শ্মশান,
তপ্ত বিভাবসু-শিখা দারু প্রজ্বলিত,
যবন কবর কত উর্ব্বীর গরভে,
জীবিতের অন্তর্জলী সুরধুনী নীরে,
হেরিয়াছি কতবার তোমার কল্যাণে।

১৩

নাম শূন্য তরুরাজী নির্নাম কুসুম
বিপিনে স্ফুটিত হয় রূপে আলো করি ;
সৌরভে আমোদি স্থান আপনি শুকায়
জনম মরণ তাদের কেহ নাহি জানে ;
পাটল কমল যূথী, ছার তার কাছে
হেরিয়াছি একমাত্র তোমার সহায়ে।

১৪

রোডস্ দ্বীপের মূর্ত্তি টেমসতটিনী
জুম্মা মসজিদ আর, চারুতাজমহল ;
বিমানে ঝুলিতোদ্যান, বাবিলন দেশে
ঈজিপ্টের পিরামিড চীনের প্রাচীর ;
সংরক্ষিত আফ্রিকার আচির কুণপ
হেরিয়াছি নায়েগ্রার জীবন-প্রপাত।

১৫

বায়ুসখা সমতপ্ত, বায়ু গ্রন্থি কত
হেরিয়াছি বায়ুযন্ত্রে মরুভূমি মাঝে ;
বিধ্বংসিতে পল্লীপুরী দেশ মহাদেশ
হেরিয়াছি মহাকায় তোয়-স্রোত মুখে ;
একমাত্র নেত্র দেব তোমার সহায়ে।

১৬

প্রতিদিন নিশাকালে নিরখি গগণে
অগণ্য তারকামালা, মুক্তামালা প্রায় ;
সে সৌর জগৎ রাজি সমাজনী সম
ধূমকেতু শুক্রগ্রহ শনি হর্বেলাদি
প্রভাতে সহস্র-রশ্মি শশাঙ্ক সন্ধ্যায়।

১৭

হেরেছি আগ্নেয় গিরি ধাতু নিঃসরণ
সধূম জ্বলিত বহ্নি যুগান্তর জুড়ে ;
দেশ গ্রাম পল্লী রাজ্য উৎসন্নের মুখে
পাঠাতে অনা'সে উষ্ণ ধাতু-দ্রব-স্রোতে ;
মরিতে অসংখ্য জীবে তোমার সহায়ে।

১৮

হেরিয়াছি দামিনীরে খেলিতে সঘনে
কেন্দ্র হৈতে কেন্দ্রান্তরে অর্দ্ধগোলাকারে ;
সুরঞ্জিত শক্রধনু উঠিতে বিমানে
অগ্ন্যুদ্গম উল্কাপাত ঘন ভূকম্পন,
মহাঝড়ঝঞ্ঝাবাত বজ্রাঘাত কত।

১৯

অনর্থ অর্থের তরে কত নৃশংসের
নরহত্যা হেরিয়াছি, দিবা দ্বিপ্রহরে
শাণিত কৃপাণ কত দিতে গলদেশে ;
হেরিয়াছি পদাঘাতে গর্ব্ভিণীর গর্ভ
বিদরিতে অকাতরে কোন নিরদয়ে।

২০

দেবতার শুল্ক-রূপ জীবিত সন্তানে
নিক্ষেপিতে গঙ্গানীরে জনক জননী ;
কিম্বা সে অবলা বালা সহমৃতা হায়
দহিতে প্রাণেশ সহ জীবিত জীবনে
হেরিয়াছি কতবার তব আশীর্ব্বাদে।

২১

প্রয়োগিয়া হলাহল বধিতে জীবন
উদ্বন্ধনে নদীস্রোতে অহিফেণ ভকি ;
প্রচণ্ড কৃশানু মাঝে আত্ম হত্যা করি
বর্জ্জিতে আপন প্রাণ আপন ইচ্ছায়
হেরিয়াছি কত নরে তোমার সহায়ে।

২২

দুর্ব্বিষহ কারাবাস বেত্রাঘাত শত
চক্ষু উৎপাটনশাস্তি অঙ্গের ছেদন ;
আপাদ মস্তক ত্বক্ জীয়ন্ত ছেদিতে
অগ্নিময় দগ্ধ শুল গাত্রে বসাইতে,
হেরিয়াছি কত,নেত্রে তোমার প্রসাদে

২৩

জীয়ন্তে নৃমুণ্ডচ্ছেদ শুলী ফাঁসি আদি
তীক্ষ্ণধার ছুরি দিতে তাম্রচূড় গলে ;
কাটিতে অসংখ্য অজ নবমী উৎসবে
টাঙ্গায়ে তর্ণকে শূন্যে গলে ছুরী দিতে
হেরেছি কসাই দলে তব অনুগ্রহে।

২৪

পঙ্গু কুষ্ঠ জরাজীর্ণ অন্ন লালায়িত
আচির কৌপীনধারী সন্ন্যাসী ভিক্ষুক
হস্তহীন খঞ্জমুক শ্রবণ বিহীন
চক্ষুহীন লক্ষ লক্ষ হেরিয়াছি কত
একমাত্র হে ঈক্ষণ তব করুণায়।

২৫

সাকারা সৌন্দর্য্যপূর্ণা অপূর্ব্ব সুন্দরী
সুবিম্ব-লাঞ্ছন-ওষ্ঠ পীন-পয়োধরা,
কুমুদ-বরণ-গণ্ড, জলধর-কেশী
হরি-কটী পিক-কণ্ঠা সুমৃণালভুজা,
একমাত্র তুমি বিনা বৃথা রূপরাশি।

২৬

ঐ যে তুঙ্গ গিরি-শৃঙ্গ সুধা-ধবলিত
লাঞ্ছি ভুজিপতি যার বরণ উজ্জ্বল,
গিরি-বারি-নিঃসরণ উৎস প্রস্রবণ,
মহাকায় তোয়রাশি কালিয় বরণ,
কে দেখিত তুমি বিনা বলহে নয়ন।

২৭

এই যে প্রকৃতি শোভা নর মনোলোভা
শরৎ বসন্ত গ্রীষ্ম প্রাবৃট্ হেমন্তে
নব সাজে বসুন্ধরা সদা সুহসিত ;
সদুর্ব্বাশোভিত ক্ষেত্র কিবা মনোহর
তুমি বিনা হেন শোভা সব তমোময়।

২৮

পূর্ণিত উদ্যান বৃক্ষ সুরসাল ফলে,
চারু-বৃক্ষ-বীথি কিবা পুষ্প কিরীটিনী,
এই যে ব্রততী মরি, বায়ু ভরে দোলে,
শ্বেত নীল কৃষ্ণ পীত পুষ্প ধরি শিরে,
তুমি বিনা কে বুঝিবে মর্ম্ম তার হায়।

২৯

কাঞ্চন-ময়ূখ-ছটা পূরব অচলে
প্রভাতে আলোকি ধরা বিরাজে কেমন,
তমস্বিনী মাঝে কিবা পূর্ণনক্ষত্রেশ,
নক্ষত্র নিচয় সহ বিরাজে অম্বরে,
কিন্তু হায় তুমি বিনা সব অন্ধকার।

৩০

তোমার সাহায্য বিনা পঙ্গু হস্তপদ
নাহি চলে ক্ষণ তরে হস্তেক অন্তরে ;
জীবনের একমাত্র রক্ষক স্বরূপ
রহ তুমি নরশিরে সদা বিরাজিত ;
তোমা বিনা দেহ প্রাণ বৃথা এসংসারে ।

লেখনী-অক্ষম-দৃশ্য হেরিয়াছি কত
তোমার প্রসাদে দেব ! কিন্তু কখনই
হও নাই অধীরহৃদয়, মুদনাই
কভু দৃষ্টি, আজি কিন্তু ভীষণ নরকে
ফেলনা নেত্রাম্বু কিম্বা মুদনা নয়ন ।

৩২

অতিক্রমি কিছুদুর সবে নিরখিল
অভেদ্য তোরণ এক অশনি গ্রথিত ;
সে দৃশ্যে অন্তরস্থল ঘন চমকিল
নিহারিল শশব্যস্তে সবে চারিভিত ;
হেরিল দ্বারের পার্শ্বে অল্প পরিসর
কক্ষ এক সুশোভিত অতি মনোহর ।

৩৩

আতঙ্ক উদিল আসি সবার হৃদয়ে ;
নিরখিয়া তোরণের ভীষণ মূরতি
লোমাঞ্চিল সর্ব্ব অঙ্গ নির্ব্বাক সভয়ে ;
কম্পিত হইল পদ, বিশিথিল গতি ;
বন্দী যথা বন্দীশালে যায় ক্ষুণ্নমনে
শাসনের ভয়ে বাক্য না সরে বদনে।

৩৪

দ্বার-পার্শ্বে গদা হস্তে দ্বারী দুইজন
গবাক্ষের সম আঁখি দীর্ঘ কলেবর,
নিবিড় কুঞ্চিত কেশ কালিয় বরণ,
দীর্ঘ নাসা দীর্ঘ তুন্দ দীর্ঘ ওষ্ঠাধর,
অতি ভয়ানক মূর্ত্তি হৃদয় কম্পিত,
নারকীয় উপাদানে দেহ বিগঠিত।

৩৫

দীর্ঘ দেহ লোহিতাক্ষ অসিত বরণ
সারমেয়দ্বয় দূরে লাঙ্গুল স্ফুরিয়া
গর্জ্জিছে মেলিয়া জিহ্বা বিকট দশন ;
কটাক্ষ করিছে ঘন অগ্রগে চাহিয়া ;
দুর্দ্দান্ত সে শুনীদ্বয় কৃতান্ত-শিক্ষিত
দ্বারীরূপে দ্বারদেশে আছে নিয়োজিত।

৩৬

সেই দ্বার-শিরে এক কৃত্রিম প্রস্তর
রহিয়াছে দৃঢ়লগ্ন প্রাচীরের গায় ;
লিখিত চরণ দ্বয় খোদিত ভাস্কর
কৃষ্ণাক্ষরে তদুপর স্পষ্ট দেখা যায় ;—
"বিহীনেও বিধিকৃপা কারুণ্য-কিরণ
দীপ্তিমান পাপক্ষেত্রে দীপ্ত দিবানিশি।"

৩৭

প্রবীন পুরুষ এক কক্ষের ভিতর
করেতে লেখনী ধরি পুস্তক সম্মুখে,
দিবা চক্ষু স্থাপি দুই চক্ষের উপর
আছেন বসিয়া চাহি পুস্তকের দিকে ;
বিজ্ঞ লিপি-কর যেন বসি একমনে
সাধিছেন প্রভু-কর্ম্ম মস্তিষ্ক-চালনে।

৩৮

সবে আসি নমস্কার কৈল নতশিরে
সে মহাপুরুষ-পদে জুড়ি করদ্বয় ;
স্থাপিত করিয়া দৃষ্টি সভয় অন্তরে
দাঁড়াইল এক পাশে আজ্ঞা প্রতীক্ষায় ;
বিচারক মুখ হৈতে আদেশ আশায়
ডাকাতের দল যথা ঘন ঘন চায়।

৩৯

পালটি নিকাশ-বহি তন্নি প্রতিপাতে
আজীবন-কার্য্য-ফল-তালিকা-বর্ণন
আছিল লিখিত যাহে বিনা পক্ষপাতে
হেরি সূক্ষ্ম দৃষ্টে তুলি গম্ভীর বদন
এক নেত্রে বিচারক করি দরশন
পড়িল নিষ্পত্তি-পত্র-"ওরে অভাজন!—

৪০

"পবন নিশ্বাস-বেশে প্রবেশি অন্তরে
কোরক ধমনী শিরা মস্তিষ্ক হৃদয়
হেরেছে নিগূঢ় তব তন্ন তন্ন করি;
বিশুদ্ধ আকৃতি তার মলিনতাময়
হেরিয়াছে চন্দ্রসূর্য্য নির্গমন কালে,
সপ্রমাণ করিয়াছে তারকার দলে।

৪১

"দুষ্ক্রিয়া-দুর্গন্ধে তব হইয়া দূষিত
গন্ধবহ মম পাশে কৈল অভিযোগ;
চন্দ্রমা তারকা সূর্য্য হ'য়ে উপস্থিত
তোমার বিরুদ্ধে দিল প্রমাণ প্রয়োগ;
সেইহেতু তব প্রতি হৈল দণ্ডাদেশ"
উত্তরিল চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মের আদেশ।

৪২

আজ্ঞামাত্রে যম-চর ভিন্ন ভিন্ন নরে
হিড়্ হিড়্ টান দিয়া দ্রুত পদে যায়;
প্রবেশ করায়ে শেষে ভীম লৌহ দ্বারে
লয়ে যায় সে নরকে আদেশ যথায়;
মারিতে মারিতে কারে কেশ ধরি করে
পদাঘাত করি কারে নির্দ্দয় অন্তরে।

৪৩

একে একে পাপী দল প্রবেশের পর
দাঁড়াইল চিন্তা আশা জ্ঞান নরবর
কৌতূহল দাস সহ জুড়ি দুই কর;
দৃষ্টিমাত্রে বর্ষীয়ান করিল উত্তর;—
"নিদেশিব কি প্রকারে জীবন্তজীবনে
প্রবেশিতে পাপপুরী নিরয় নিসনে।"

৪৪

এতেক কহিয়া বৃদ্ধ চিন্তি কিছুক্ষণ
আদেশিল দূত প্রতি চাহি সচকিতে;
"কল্পনার বর পুত্র এই বীর জন
দেবীর অমোঘ আজ্ঞা না পারি লঙ্ঘিতে;
সে হেতু করিনু আজ্ঞা নরক দর্শনে
লয়ে যাও নৃপবরে সহ সঙ্গীগণে।

৪৫

"নরকের প্রতিস্থান প্রতি জনপদ
লইয়া ভ্রমহ দূত কিছুকাল তরে ;
দেখাও নিরয়-কুণ্ড আর প্রতি হ্রদ
মুক্তিদিবা চতুষ্টয়ে দর্শনের পরে ;
করিও না গাত্রস্পর্শ, মন্দ ব্যবহার
পাইবে উচিত শাস্তি অমান্যে আজ্ঞার।"

৪৬

রাজাজ্ঞা মানিয়া দূত মৃদু সম্ভাষণে
চলিল দ্বারের দিকে পথ দেখাইয়া ;
অভয়ে চলিল পেছু পাছু চারিজনে ;
কিছুক্ষণে নিহারিল দ্বার ছাড়াইয়া
ভীষণ শ্মশান-পুরী ভীষণ-দর্শন
আতঙ্কে সবার হৈল হৃদয় কম্পন।

৪৭

কদম্ব-কুসুম সম শিহরিল হিয়া
অন্ধকার-যবনিকা রোধিল নয়ন ;
জিজ্ঞাসিল জ্ঞানরাজা দূতে সম্বোধিয়া
"কোথায় করিলে দূত মোরে আনয়ন ?
না পাই দেখিতে কিছু নয়নে আমার
যে দিকে নিহারি হেরি সব অন্ধকার।"

৪৮

"কি করিব আমি বল কি দোষ আমার
কেমনে দেখাই দৃশ্য ওহে নৃপবর ;
নাহিক নয়নে জ্যোতিঃ হেরিতে তোমার ?"
উত্তর করিল হাসি কৃতান্ত-কিঙ্কর ;
না করিতে নরপতি পুনঃ প্রত্যুত্তর
পড়িল নয়নে এক দৃশ্য মনোহর।

৪৯

আচম্বিত কোথা হ'তে নারী একজন
দিব্য পরিচ্ছদ রত্নে কুসুম-ভূষণে
ভূষিয়া সহাস্য মুখে দিলা দরশন ;
হাসিয়া পুছিলা দেবী মৃদু সম্বোধনে
"কহ বৎস শুভ-বার্ত্তা ? হেথা কি কারণ ?
চিনিতে কি পার মোরে আমি কোন্ জন।"

৫০

হেরিলা সাশ্চর্য্যে জ্ঞান, কল্পনা জননী
দাঁড়ায়ে সম্মুখে তাঁর ; তখনি অমনি
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি পূত শ্রীপদ দুখানি
চুম্বি সে চরণরজ লোটায়ে ধরণী
নিবেদিল "একমাত্র তব আশীর্ব্বাদে
আসিয়াছি কবিমাতঃ এই জন পাদে।

৫১

"প্রকাশিলে যে করুণা কবি কালিদাসে
কাতরে কটাক্ষ করি কবিতা-কাননে ;
উজ্জ্বলিল উজ্জয়িনী যে জ্যোতির যশে
আলোকি দিগন্ত-দেশ ভারত-ভুবনে ;
তব দয়া বিনা মাতঃ কে চিনিত তায়
পূর্ব্ব নব মহাদ্বীপে, নিখিল ধরায় ?

৫২

"যে দয়া দেখালে মাতঃ কবি সেক্সপীরে
ভুবন ভরিয়া জ্যোতি আলোকিল যাঁর ;
নবরস বাসে যার লেখনীর শিরে
করুণা বিভীৎস রৌদ্র বীর আদি আর ;
একমাত্র তব বলে কৃপায় তোমার
প্রকাশিল কবিবর ছটা কবিতায়।

৫৩

"কবিগুরু বাল্মীকিরে আর বেদব্যাসে
কে মন্ত্রণা দিল মাতঃ ভারত ভাণ্ডারে ?
রচিতে অমর-কীর্ত্তি কাহার আদেশে
স্থাপিতে অমূল্য নিধি আর্য্যবংশ তরে ?
একমাত্র অয়ি মাতঃ তোমা লক্ষ্য করি
বাজাইল বেদব্যাস সপ্তস্বরা কেরী।

৫৪

"যে অভয় দিলে মাতঃ নৈষধ হোমারে
ভবভূতি বররুচি ক্ষুদ্র বায়রণে ;
যবন স্বাদিরে আর বৃদ্ধ কাউপারে
শ্রীমধুসূদনে আর ভার্জিল মিল্টনে ;
সে অভয় প্রদান মা এ মূঢ় সন্তানে
লভিনু আশ্রয় আজি ও পূত চরণে"।

৫৫

কহিলা কল্পনা সতী প্রদানি অভয় :—
"এস বৎস ! মম সাথে নির্ভয় হৃদয়ে
দেখাইব একে একে দুর্গম নিরয়"
না হইতে বাক্য শেষ সহসা সভয়ে
পথ-প্রদর্শক দূত প্রণমিয়ে পায়
দাঁড়াইল যুগ্ম করে আজ্ঞা প্রতীক্ষায়।

৫৬

হাসি ওষ্ঠ-চাপা-হাসি ফিরায়ে বদন
আদেশ করিলা দেবী চাহি দূত পানে :—
"সঙ্গে ফিরিবার তব নাহি প্রয়োজন
যাও দূত আশুগতি যাও নিজস্থানে" ;
দেবী-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি দূতবর
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি পদে ফিরিল সত্বর।

৫৭

প্রদানি বিদায় দূতে, অনুগ সংহতি
হইলেন লীলাময়ী ক্রমে অগ্রসর ;
অতিক্রমি কিয়দ্দূর তুলি প্রদেশিনী
নির্দ্দেশিলা দেবী এক স্থান ভয়ঙ্কর ;
অমনি ফিরায়ে আঁখি পান্থ চারিজন
হেরিলা অদূরে এক দৃশ্য বিভীষণ।

৫৮

„কোথায় আনিলে মাতঃ” পুছিল রাজন
“এ কোন্ নরক পুরী নরক-জগতে ?
কম্পিত হৃদয় হেরি এ দৃশ্য ভীষণ
না স্ফুরে বদনে বাক্ ভয়-ভীত চিতে ;
চাহিতে এ দৃশ্য পানে না চায় নয়ন,
একি ভয়ঙ্কর দৃশ্য বিকটদর্শন।

৫৯

হেরেছি শ্মশান-চিতা ভীতী-প্রদ-স্থান
কু-গর্ভে নিহিত কত অযুত কবর ;
রুধিরাক্ত রণক্ষেত্রে ছিন্ন পাণি পদ
ভিন্নশির মৃতদেহ ভীষণ সমর ;
তথাপিও কাঁপে নাই এ বজ্র অন্তর
আজি কেন কাঁপে মম হৃদি থর থর ?”

৬০

"একি এ ভীষণ দৃশ্য নিরখি নয়নে ?"—
কৃষ্ণবর্ণ নর এক বসিয়া প্রান্তরে
চতুর্দ্দিকে শব তার ন্যস্ত বিশৃঙ্খলে
ছিন্নভিন্ন রুধিরাক্ত সর্ব্ব কলেবরে ;
হস্ত বিকর্ত্তিত কারো বিহীন চরণ
শির-দ্বিখণ্ডিত কেহ আরক্তবদন।

৬১

রদননিষ্ক্রান্ত কারো ফেনিল বদন
নীলিম নয়ন কারো নীলময় কায় ;
নীল পাণি পদ তল সুনীল বরণ
বদনব্যাদনে কেহ পতিত ধরায় ;
রক্ত-স্রোত কারো দেহে অবিরল ধায়
রঞ্জিত আর্দ্রিত ভূমি রক্তের ধারায়।

৬২

অদূরে বহিছে এক শোণিত-সরিৎ
নাচাইয়া রক্ত-ঊর্ম্মি মারুত হিল্লোলে ;
জ্বলিছে শ্মশান এক তীরে অনিবার
গ্রাসিয়া কুণপ-রাশি বিকট কবলে ;
আবরিছে ধূমপুঞ্জ শূন্যে অবিরত
খেলিছে দূষিত বায়ু ধূমের সহিত।

৬৩

কৃষ্ণকায় মানবের অদূর দক্ষিণে
নির্ব্বাপিত চুল্লী এক ধূম উদ্গীরণ
করিতেছে অহরহ ; যেনবা সেজন
এইমাত্র কৈল তার, পাক-সমাপন ;
সুপাচিত রাশীকৃত অন্ন স্তূপাকার
রহিয়াছে নিপতিত সম্মুখে তাহার।

৬৪

পাকাইয়া সেই অন্ন গ্রাস ডিম্বাকারে
যেমন তুলিতে চেষ্টা বদনে তাহার ;
অমনি হেরিছে গ্রাস অস্থি চূর্ণময়
ধরিছে সে অন্নপিণ্ড অস্থি চূর্ণাকার ;
ঘৃণার সহিত গ্রাস করি পরিহার
ধুইছে শোণিত-জলে হস্ত আপনার।

৬৫

পুনরপি অন্ন গ্রাস করিয়া প্রস্তুত
তুলিছে বদনে, কিন্তু হেরিছে আবার
নরাস্থি-চূর্ণিত-গ্রাস নহে অন্নময় ;
অমনি ঘৃণার সহ করি পরিহার
বারি-ভ্রমে রক্তজলে অতি ক্ষুণ্ণ মনে
প্রক্ষালিছে পাণিতল বিষণ্ণ বদনে।

৬৬

শব-মণ্ডলীর কেন্দ্রে বসিয়া প্রান্তরে
এইরূপ অহরহ করে বারম্বার ;
বৃথায় আয়াস তার বৃথায় প্রয়াস
না পারে বারেক গ্রাস করিতে আহার ;
তথাপি মনের ভ্রম না যায় বিকার
নৈরাশ্যেও তবু চেষ্টা করিতে আহার ।

৬৭

কৃষ্ণকাক জিনি তার অসিত বরণ
যজ্ঞ-উপবীত শুভ্র বক্ষে বিলম্বিত ;
সুদীর্ঘ তিলক শোভে সুদীর্ঘ নাসায়
সুদক্ষ শিখায় সহ শির সুশোভিত ;
প্রশস্ত ললাট-প্রান্ত লোচন ভয়াল
উপবিষ্ট বীরাসনে যথা মহাকাল ।

৬৮

পুছিলা নৃপতি "কহ অনন্ত রূপিণি !
কি পাপের শাস্তি ইহা, এবা কোন্‌জন ?
কি কার্য্য করিছে তথা কিবা অভিপ্রায় ?
অন্ন গ্রাস আহারিতে নারে কি কারণ ?"
উত্তর করিল দেবী সম্ভাষি রাজন
"কর অবধান বৎস শুন বিবরণ ।

৬৯

"সমূলে যে নন্দবংশ করিল উচ্ছেদ
বিষ প্রয়োগিয়া কিম্বা কূটমন্ত্র বলে ;
দাসী-পুত্র চন্দ্রগুপ্ত জারজ তনয়ে
বসাইল রাজ্য পাটে ছলনা কৌশলে ;
সেই নীতি-বেত্তা বুধ চরিত্র দূষিত
গৌড় সুবিখ্যাত নাম চাণক্য পণ্ডিত।

৭০

"রাজহত্যা মহাপাপ প্রায়শ্চিত্ত আশে
করিতেছে চান্দ্রায়ন ব্রতের পালন ;
আহারি গ্রাসেক মাত্র অন্ন মাসাবধি
তথাপি না হয় তার পাপ বিমোচন ;
চান্দ্রায়ন অকিঞ্চন বৃথায় তাহার
অনশন কর্ম্মভোগ শুধুমাত্র সার।

৭১

"মনের শান্তির আশে হৃদয়ে প্রবোধ
আত্মার ছলনা করি চান্দ্রায়ন-ছলে
দিতেছে অবোধ কিন্তু সকলি বিভ্রম ;
প্রবোধে যেমন মনে মহা পাপী দলে
বাস করি কাশীক্ষেত্রে মুকতি-আশায়
কাটায় চরম-কাল ছলিয়া আত্মায়।"

৭২

কহিলা কল্পনাদেবী "শুন নরবর !
'প্রাণ-নিরোধন' দৃশ্য করিলে দর্শন ;
চল এবে অন্য এক নরকেতে যাই
নিহারিগে ভিন্ন এক দৃশ্য বিভীষণ ;"
চলিল সকলে মেলি বিভাগ অন্তর
নিরখিল ভিন্ন এক দৃশ্য ভয়ঙ্কর।

৭৩

উন্নত-পর্ব্বত-কায় প্রাচীর-বেষ্টিত
পুরী এক নয়নাগ্রে পড়িল অদূরে ;
লোহের অর্গলে বদ্ধ লৌহময় দ্বার
ভীমদেহ গিরি যেন স্থিত পারাবারে ;
আমূল শিরসী তার প্রস্তরগ্রথিত
ঊর্ব্বাগ্নির গোলা যেন করিতে ব্যথিত।

৭৪

আঁখিভেদ্য তম যেন গোধূলি সময়
রহে নিরন্তর সেথা সূর্য্য-রশ্মি-হীন ;
নির্ব্বাত-প্রদেশে নাহি মারুত সঞ্চারে
আঁধারে নয়ন-দৃষ্টি আঁধারে বিলীন ;
ঘন নভোরেণু যথা ছাদিলে গগন
অদূরস্থ প্রতিকৃতি না হয় দর্শন।

৭৫

কহিলা কল্পনা দেবী "নির্ভয় হৃদয়ে
এস বৎস! মম সাথে দেখাইগে পুরী"
কহিয়া করিল দেবী দ্বারে করাঘাত
উদঘাটিল ভীম-দ্বার জনৈক প্রহরী;
দেবীরে সম্মুখে দ্বারী হেরি আচম্বিত
প্রণমিয়া দাঁড়াইল হইয়া কুণ্ঠিত।

৭৬

ছাড়িল দেবীরে দ্বারী, কিন্তু সঙ্গীগণে
না দিল যাইতে, পথ রোধিল তাদের;
জিজ্ঞাসিল নৃপবর "অয়ি মা জননী
রোধিছে প্রহরী পথ কি উপায় এর"
ফিরিয়া কহিলা দেবী প্রহরীর পানে
"অবাধে ছাড়িয়া দাও মম সঙ্গীগণে।"

৭৭

আজ্ঞায় মোচিল পথ প্রহরী ত্বরায়,
ধীরি ধীরি দেবী সঙ্গে চলে চারিজন;
ভেদি অন্ধকার-পথ গিয়া কিয়দ্দূরে
ভীমদেহ নর এক কৈল দরশন;
প্রশস্ত ললাট তার-খর্ব্বাকৃতি নর
জ্যোতি পূর্ণ আঁখি যুগ লৌহ কলেবর।

৭৮

আজানুলম্বিত বাহু যুগ্মভুরুযুগ
সুঠাম সুন্দর শ্রোণী সুগোল গঠন ;
বীরেন্দ্র-কেশরী-চিহ্নে অঙ্গ সুচিহ্নিত
বীরদম্ভ প্রকাশিত গম্ভীর বদন ;
ভীষণ কটাক্ষ তার সদর্পে দর্পিত
ভুবন-বিজয়ীরেখা ললাটে অঙ্কিত।

৭৯

বৃত্তের মাঝারে যথা কেন্দ্রের বসতি,
তেমতি বসিয়া বীর প্রান্তর মাঝারে
তীক্ষ্ণধার করবাল মণিবন্ধে ধরি
ভেদিছে অম্বর-তল ভীষণ হুঙ্কারে ;
কখন দাঁড়ায়ে বীর কখন বসিয়া
রোষ-কষায়িত নেত্রে দেখিছে চাহিয়া।

৮০

নয়নের আগে যেন শত্রু নিরখিয়া
হানিছে কৃপাণ বৈর-নির্য্যাতন তরে ;
যতবার শত্রু ভ্রমে করিছে আঘাত
ততবার পড়ে অস্ত্র নিজ কলেবরে ;
রক্তিম রুধির ধার সর্ব্ব অঙ্গে ধায়
তথাপি আবার ভ্রম কি আশ্চর্য্য হায়।

৮১

বিযুক্ত বিক্ষত বপু প্রত্যঙ্গ নিচয়
তথাপি নাহিক জ্ঞান, সক্রোধিত রাগে
পুনরপি শত্রু-ভ্রমে চালে করবাল ;
দিবানিশি শত্রু যেন নেত্রে তার জাগে ;
ছায়ায় আঘাত নাহি বাজে কদাচন
যত অস্ত্র ক্ষেপে তত, শরীরে পতন।

৮২

কহিল রাজন "কহ অয়ি মা সর্ব্বগে !
এ কোন্ ভীষণ স্থান এবা কোন্ জন ?
কি পাপের দণ্ড ইহা, ভুঞ্জে কত দিন ?
কেন হয় নিজ অঙ্গে অস্ত্রের পতন ?"
কহিলা কল্পনা দেবী বৎস সম্ভাষণে
"তামিস্র ইহার নাম বিদিত ভুবনে।

৮৩

"নর-হত্যা-কারী কিম্বা রাজ্য-অপহারী
এস্থানে বসতি করে জন্ম জন্মান্তর ;
লোভ করি পর ধনে নিজ সুখতরে
নিবসে "তামিস্র" চির পাপিষ্ঠ পামর ;
জীবিত-জীবনে নাহি স্মরি পরকাল
অনর্থ সুখের তরে ঘটায় জঞ্জাল।

৮৪

"আশার অত্যুচ্চ স্বর্গে যে চায় উঠিতে
তাহার এ দুর্ঘটন হয় সংঘটিত ;
কে বাঞ্ছে উঠিতে উচ্চে সূর্য্যসম হায়
নক্ষত্র বিহীন রাত্রে হ'তে অস্তমিত ?
যে বাঞ্ছে কৃত্রিম পক্ষে ভেদিতে গগন
নিশ্চয় পতন তার না যায় খণ্ডন।

৮৫

"জেনার সমর-ক্ষেত্রে যার যশজ্যোতি
বিকীর্ণ অর্ণব-পারে প্রকাশিয়া ভুবনে ;
যার বজ্র বাহুবলে বজ্র অষ্ট্রিয়ার
অধঃপতন হইল, অষ্টার্লিজ রণে ;
সেই এ দুর্দ্দম রিপু ফরাসীয় বীর
কর্শিকা ভূমির গর্ব্ব প্রতাপে মিহির।

৮৬

"নির্ব্বাচিত লক্ষ সেনা শিক্ষিত যাহার,
একমাত্র বুদ্ধিবলে সমর কৌশলে
তুলিল যে জন ফ্রান্সে কীর্ত্তির নিশান
যথেচ্ছাচার-রাজ্য স্থাপি ভুজবলে ;
সেই বীর বনাপার্ট শ্বেত-নর-ভয়
পিঞ্জরে শৃঙ্খলবদ্ধ কেশরী দুর্জ্জয়।

৮৭

"অতৃপ্ত শোণিতে আজো প্রচণ্ড আহবে
শত্রু ভ্রমে অস্ত্রক্ষেপ করিছে ছায়ায় ;
সমর-পিপাসা তার মেটে নাই আজো
শোষিতে শোণিত হের পুনঃ পুনঃ ধায় ;
যত অস্ত্র ভিন্ন দেহে করিছে যাতন
তত অস্ত্র স্বশরীরে হতেছে পতন।

৮৮

"সমরের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে এবে
নাহি সে প্রচণ্ড দাপ সে বল দুর্দ্দম,
কোথায় সেনানী-বীর কোথা সৈন্যগণ
পড়িয়াছ একা আজি সঙ্কটে বিষম"
সহসা গম্ভীর স্বরে জলদনিক্বণে
কহিতে লাগিল বীর আত্মগত মনে :—

৮৯

"নীরব ঔর্ব্বাগ্নি আজি নীরব কামান
নিস্পন্দ অগ্নির গোলা নীরব করাসী ;
বাতগ্রস্থ রণবাজী, নির্দ্ধার সে অসি
নাহি নির্ব্বাচিত সেনা অস্ত্রশস্ত্র রাশি ;
ওটার্লু-সমর জেতা, কোথা যোধ সব
কোথা ওয়েলিংটন্ বীর, আজি কি নীরব ?

৯০

"কার তরে রণজয় করেছিনু হায় ?
ভুগিতে কি এ যন্ত্রণা ভীষণ-নিরয় ?
নাহি কি নিকটে কেহ করিবে উদ্ধার ?
নাহি কি একটি আত্মা প্রদানে অভয় ?
দীপ্ত যশ-জ্যোতি কিরে আজি জ্যোতিহীন ?
প্রচণ্ড মার্তণ্ড কিরে মধ্যাহ্নে বিলীন।

৯১

"কিন্তু হায়—
জীবনের যবনিকা হয়েছে পতন,
বৃন্ত-শোভ আশা-কলি আজি বৃন্তহীন ;
মহামন্ত্রে মহোরগ আজি নতশির ;
বায়ুস্পর্শে সন্ধ্যাদীপ অকালে বিলীন ;
হয়েছে উৎসাহানল চির নিরবাণ
আশা-মরীচিকা এবে চির অন্তর্দ্ধান।"

৯২

নীরব হইল পাপী অমনি সহসা
উপনীত হৈল এক দীর্ঘ-শ্বেত নর ;
দীর্ঘ শ্মশ্রু গম্ভীরাস্য প্রশস্ত ললাট
করে অসি দাঁড়াইল ভীম কলেবর ;
হেরিয়া তাহারে বীর অস্ত্র ক্ষেপি দূরে
করে কর স্থাপি তার কহিল গম্ভীরে।

৯১

"ভ্রাতঃ ওয়েলিংটন! ত্যজ অভিমান
না হবার হইয়াছে ক্ষম অপরাধ;
দিয়েছি যন্ত্রণা কত দারুণ সমরে
কিন্তু সে আহবে হায় আর নাহি সাধ;
উড়ালে কীর্ত্তির ধ্বজা জিনিয়া আমায়
কিন্তু বলি কোথা কীর্ত্তি আজি তব হায়।

৯৪

"তুমি জেতা আমি জিত দোঁহে পরস্পর
তব গতি মম গতি একই সমান;
রাজ্য তরে মরিলাম দোঁহে হত্যা করি
আজি যন্ত্রণায় হায় আকুল পরাণ;
একদিন ছিলে বীর ঘোর বৈরী মম
এ জগতে কিন্তু তুমি বন্ধু প্রাণোপম।"

৯৫

উত্তরিল দ্বীপ-বীর কাতর বচনে
"ক্ষম অপরাধ ভাই! সে ভারতে কত
জীবিত জীবনে হায় কতহত্যা করি
করিতেছি এই স্থানে বসতি নিয়ত;
দোঁহার সমান শাস্তি নাহি পরিত্রাণ
অবিশ্রাম কষ্টভোগে আকুল পরাণ।

৯৬

"অসার সংসার হায় অনর্থের মূল
ধন জন পরমায়ু সকলি বৃথায় ;
ভিখারী হইলে বরং সেও ছিল ভাল
বীর হোয়ে কেন মোরা জন্মিলাম হায় ;
ভুঞ্জিতাম স্বর্গ-সুখ পুণ্যাত্মার সনে
এড়াতাম এ যন্ত্রণা এ পাপ-পরাণে।

৯৭

"ভাঙ্গিয়াছে এতদিনে সুখের স্বপন
নিবেছে আশার দীপ না জ্বলিবে আর ;
পাপ-রূপ-কীট পশি হৃদয় কোরকে
করিয়াছে তন্ন তন্ন কাটি ছার খার ;
সে কীট-দংশনে আজি করি হায় হায়
সে বিষের নির্ব্বিষের নাহিক উপায়।

৯৮

"এ অখণ্ড ভুজবলে জিনিনু ধরণী,
নরক এ রাজ্য যদি জানিতাম আগে
জিনিতাম সর্ব্ব অগ্রে এই যমপুরী
তেয়াগি কামান খড়্গ ধর্ম্ম-অনুরাগে ;
কিন্তু হায় মনস্তাপ বৃথায় আমার
সময় চলিয়া গেলে নাহি ফিরে আর।"

৯৯

এতেক কহিয়া বীর দিয়া আলিঙ্গন
চলিলা দক্ষিণ মুখে নিরয় নির্জ্জন;
পুনরপি বনাপার্ট অসি উত্তোলিয়া
আরম্ভিল নিজ অঙ্গে করিতে ক্ষেপণ;
কহিলা কল্পনা দেবী জ্ঞানেরে সম্ভাষি
"নিহার উত্তরে বৎস বৃক্ষমূলে বসি।"

১০০

নিরখিল তরুতলে বসি একজন
ভীম শরাসন ধৃত উরুদেশ' পরে;
সমর-উষ্ণীষ শিরে বদ্ধ পরিকর
সুদীর্ঘ ভয়াল খড়্গ শোভিতেছে করে;
শূন্য দেশে শূন্যহৃদে, চাহি শূন্য পানে
কাতরে কহিছে বীর আত্মগত মনে :—

১০১

"হইতে উত্তর কেন্দ্র দক্ষিণ অবধি
পশ্চিম পূরব সীমা জিনিনু সকল;
নাহিক জিনিতে রাজ্য কিম্বা মহাদেশ
বৃথা এবীরত্ব হায় বৃথা বাহুবল;
কার সহ দিব যুদ্ধ কে হেন বীরেশ?
ভুবনে জিনিতে রাজ্য নাহি অবশেষ।

১০২

"জগদীশ!—
এই কি তোমার প্রভু বিশাল ধরণী?
এই কি অনন্ত সীমা অসীম জগৎ?
স্বল্প আয়তনা করি কিহেতু সৃজিলে?
কেন না করিলে ধরা আরো সুবৃহৎ?
জিনিনু জগৎ তব নিজ বাহু বলে
না পাইনু রাজ্য আর জলে কিম্বা স্থলে।

১০৩

"থাকিত উপায় যদি উঠিতে অম্বরে
জিনিতাম রবি শশী তারকার দলে;
ভূগর্ভীয় রাজ্যে কিম্বা সে সৌর জগতে
জিনিতাম অনায়াসে এই বাহু বলে;
কিন্তু হায় মানবের সাধ্য হেন কার?
সে হেতু রহিল মনে বিষাদ আমার।"

১০৪

নীরব হইল পাপী; কপোলে বহিয়া
ঝরিল নয়ন অশ্রু, বক্ষঃ দুই ধারে;
"কোন্ দেশবাসী-বীর?" জিজ্ঞাসিল জ্ঞান;
কহিলা কল্পনা মাতঃ মধুর সুস্বরে;
"আলেকজাণ্ডার নাম জন্ম মাসিডনে
বীরেন্দ্র-কেশরী বীর বিদিত ভুবনে।"

১০৫

পুনশ্চ কহিলা দেবী দেশিনী নির্দ্দেশি
"অই দেখ ডেরায়স্ দুষ্ট বক্তিয়ার,
চার্‌চিল্ আরঙ্গেব্ মেকেথ্ একিলি,
অই দেখ জারসিস্, নিম্রড্ সিজার,
তৈমুর জেঙ্গিস্ আদি, ঘোরী-মহম্মদ্,
ভুঞ্জিতেছে শাস্তি হেথা কোথায় সম্পদ্।

১০৬

"মোগল পাঠান-রাজ যতেক নৃশংস
পর্টুগিজ আফগান্ রুষ ওলেন্দাজ;
তাতার চীনের বীর হত্যাকারীগণ
হের চির নিরয়েতে করিছে বিরাজ;
বিজাতীয় বিদেশীয় আরো কতশত
রহিয়াছে বীরপুঞ্জ নহে পরিচিত।"

১০৭

তোজিকষ্টে সে প্রদেশ করি নির্গমন
উপনীত হৈল সবে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে;
কোথা আদি অন্ত তার দৃষ্টি নাহি যায়
অসিত দূষিত বায়ু সদা ক্রীড়া করে;
অলৌকিক ভয়ঙ্কর সে স্থান নিমন
কে বাখানে বলে তার ভীষণ দর্শন।

১০৮

সূচিভেদ্য অন্ধকারে দৃষ্টি নাহিচলে
দিবারাত্র সমভাব পূর্ণিত প্রদেশ ;
সূর্য্যেন্দু-সঙ্গমে যথা যৌবন-নিশীথে
হস্তেক অন্তর বস্তু না হয় নির্দ্দেশ ;
অন্ধকারে অন্ধআঁখি গন্ধময় স্থান
নিম্নতল আর্দ্রভূমি কন্দর সমান।

১০৯

তমস্বিনী নিশীথেও নিরখি নয়নে
সহস্র হীরক খণ্ড টিমি টিমি জ্বলে
প্রদানিয়া ক্ষুদ্ররশ্মি আকাশের পথে ;
সে রশ্মিও সুবিরল এভীষণ স্থলে ;
বিহীন তারকা সেথা কিম্বা শশধর
নাহি রশ্মি-পরমাণু প্রদানিতে কর।

১১০

কহিলা দেবীরে জ্ঞান, “সুচারু হাসিনি
এ দুর্গমে কেন মাতঃ আনিলে আমায় ?
তোমার প্রসাদে কত বিভীষণ স্থান
হেরিয়াছি কন্দরাদি, অন্ধকূপ হায় ;
কিন্তু হেন ভীমদৃশ্য কখন নয়নে
করিনাই দরশন জীবিত জীবনে।

১১১

"নাচলে দর্শন মাতঃ স্পর্শময় তমে
কেমনে হেরিব দৃশ্য না পাই ভাবিয়া ?"
উত্তরিলা লীলাময়ী "স্থির করি হিয়া
জ্ঞানের জ্যোতিতে বৎস নিহার চাহিয়া
ঐইগাঢ় তমে বসি পাপী একজন
চাহিয়া চকিতে কেন বিষণ্ণ বদন।"

১১২

ভেদিয়া তমিস্র ক্ষণ নিরখিল সবে
অজমুখ নর এক বসিয়া তথায়
ঘন ঘন চাহিতেছে চারিদিক পানে
অবিলম্বে যেন কারো অপেক্ষা-আশায় ;
অধৈর্য্য হইয়ে কভু দাঁড়ায় সত্বর
কে জানে কি হেরিতেছে পাপিষ্ঠ পামর।

১১৩

অপ্সরা-নিন্দিত রূপে নারী দুইজন
হইল উদিত তার নেত্রে আচম্বিত ;
অদূরে উজলি দিক্ বিনাশিয়া ঘন
দুলিতেছে বেণী পৃষ্ঠে আগুল্ফ লম্বিত ;
সুন্দর সুগোল দেহ শশাঙ্কবরণা
অনুপম রূপরাশি আকর্ণ নয়না।

১১৪

নিরখি সে নারীদ্বয় উন্মত্তের বেশে
দ্রুত পদে ধায় পাপী ধরিতে তাহায় ;
স্পর্শিতে যেমন তায় হয় অগ্রসর
অমনি সে প্রতিকৃতি ঘনেতে মিশায় ;
না পারে বারেকমাত্র স্পর্শিতে সে গায়
আগ্রহ ব্যগ্রতা তার সকলি বৃথায়।

১১৫

নৈরাশ হইয়া পাপী পুনঃ ফিরে আসি
সঙ্কোভে নীরবে বসে প্রান্তর মাঝারে ;
নাসারন্ধ্রে উষ্ণশ্বাস বহে ঘন ঘন
মদন-পীড়নে ধায় রক্তস্রোত শিরে ;
উত্তপ্ত শোণিত বহে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া
কামনেত্রে পুনরপি নিহারে চাহিয়া।

১১৬

প্রস্ফুট কদম্ব সম প্রাবৃটের কালে
সিহরে সর্ব্বাঙ্গ তার, কাঁপে কলেবর ;
আলস্য জৃম্ভন আদি গাত্রভঙ্গ ঘন
পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া করে দেহে নিরন্তর ;
শিরায় শিরায় বহে সবেগে অসৃজ
পদ-পুনর্নব হৈতে কাঁপে শিরসিজ।

১১৭

আবার ক্ষণেক পরে সে মূর্ত্তি উদয় ;
অদূরে নয়ন-পথে, পুনরপি হেরে ;
যায় দ্রুত ধরিবারে, পুনঃ কিন্তু হায়
নৈরাশ-সাগরে ডোবে, স্পর্শিতে না পারে ;
মিশায় সে মূর্ত্তি পুনঃ ঘনেতে অমনি
সক্ষোভে আবার ফিরে পামর তখনি ।

১১৮

এইরূপ বারম্বার করে দুষ্ট নর
অনাহারে অনিদ্রায় বসিয়া বিকলে ;
ভ্রম-প্রতিকৃতি তার সদা নেত্রে জাগে
ভ্রম-অন্ধকার নাহি যায় কোন কালে ;
মায়াজীবী ছায়াবাজী দেখায় ছায়ায়
শূন্যেরে ধরিতে চেষ্টা বিফল বৃথায় ।

১১৯

নেত্র-প্রীতি আদি অষ্ট মদন-দশায়
কাতর করিছে সদা তাহার হৃদয়,
মূর্চ্ছা-মৃত্যু স্মরদশা নবম দশায়
পাপ দেহে কিন্তু হায় না হয় উদয় ;
উন্মাদাদি অষ্টদশা ক্রমশঃ পর্য্যায়
উদিয়া প্রত্যেক বারে হৃদয় জ্বালায় ।

১২০

জিজ্ঞাসিল জ্ঞান "অয়ি মানসগামিনি
কল্পনা জননী, মোরে কহ সত্য করি
এ কোন্ বিষম স্থান ? এবা কোন্ জন ?
কি পাপে এ শাস্তি ভুঞ্জে মদনে জর্জ্জরি ?
কেবা সে রমণীদ্বয় দিয়া দরশন
মুহূর্ত্তেকে ঘনে পুনঃ হয় অদর্শন।"

১২১

কহিলা কল্পনা দেবী "শুন নরবর
'অন্ধ তামিস্র' নরক নাম এস্থানের ;
এ পুরীর শাস্তি রাজা মহা ভয়ঙ্কর
কোন কালে প্রায়শ্চিত্ত নাহি এ পাপের ;
উন্মত্ত সে পাপীদল কাঁদে হাহা রবে
সে ক্রন্দনে কার হৃদে দয়া না সম্ভবে ?

১২২

"পতি বর্ত্তমানে যেবা সধবা নারীর
অক্রূরে সতীত্বরত্ন কররে হরণ ;
পরস্ত্রী হেরিয়া কিম্বা কামেতে অধীর
যে জন তাহার এই নরকে মরণ ;
ক্ষণিক সুখের তরে ভুঞ্জিয়া বিলাস
করিছে নারকী চির নিরয়ে নিবাস।

১২৩

"কৈকেয়ী-কুহক-চক্রে পিতার আজ্ঞায়
সূর্য্যবংশ-অবতংস গেলা যেই কালে,
লক্ষ্মণ মৈথিলী সহ পঞ্চবটী বনে
জটা ভার শিরে ধরি পরিয়া বাকলে ;
বনবাসী বৃক্ষ দ্বারে ঋষির আশ্রমে
ভিক্ষা মাগি দিনপাত কৈল বন ভ্রমে।

১২৪

"মায়া-হেম-মৃগ-শিশু সাজায়ে মারীচে
ছলিল জানকী-চক্ষু, প্রিয়া উপরোধে
রাখিয়া লক্ষ্মণে একা জানকী-রক্ষণে
চলি গেলা রঘুবর যবে মৃগ-বধে ;
হা লক্ষ্মণ ধ্বনি শুনি, ভ্রাতৃস্নেহে হায়
গেলা যবে রামানুজ ফেলিয়া সীতায়।

১২৫

"হায়রে সে দুরদিনে নির্জ্জন কুটীরে
একাকিনী পেয়ে সীতা হরিল যে জন ;
চরিতার্থে কাম-আশা রাখিল বাঁধিয়ে
ভীষণ অশোক বনে, যে পাপী দুর্জ্জন,
যার তরে নিজপ্রাণ দিল বিসর্জ্জন
মজাইয়া লঙ্কা হৈল সবংশে নিধন।

১২৬

"কিম্বা সে যক্ষেশ-বধূ সতী রম্ভাবতী
একাকিনী পেয়ে হায় পার্ব্বত্য প্রান্তরে
স্ববলে করিল তার সতীত্ব হরণ
না বিচারি পুত্রবধূ সম্পর্ক অন্তরে ;
সেই এ কামুক পাপী দুর্দ্দান্ত রাবণ
মহাপাপে ধরিয়াছে অজের বদন।

১২৭

নীরব হইল দেবী অমনি পামব
চাহি দর্শকের পানে ডাকিল ইঙ্গিতে ;
সে আহ্বানে নিকটস্থ হৈল পঞ্চ জন
চাহিয়া সে দেবী পানে লাগিল কহিতে ;—
"কে ইহারা হেরিতেছি জীবিত জীবন
কাহার আদেশে হেথা করিছে ভ্রমণ।"

১২৮

"জীবিত জীবন বটে" কহিলা জননী
"দর্শন মানসে মাত্র, নিরয় ভীষণ
নরকের শাস্তি আর নারকীর দল
আসিয়াছে দেখিবারে এই চারি জন ;
না করিছে প্রদক্ষিণ ইচ্ছায় আপন
যমরাজ-অনুজ্ঞায় ফিরে চারি জন।"

১২৯

"কি কহিলা, যমরাজ ?" উত্তরিল পাপী
"কোথা সে পাপিষ্ঠ এবে ধিক্ সে পামরে ;
অসভ্য লম্পট দুষ্ট পক্ষপাতী শঠে
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ অধম বর্ব্বরে ;
নাহি বিবেচনা তার ঘোর অবিচারী
নির্ম্মম নির্দ্দয় খল মহা অহঙ্কারী।

১৩০

"কি দোষ তাহার দিব ধিক্ বিধাতায়
যে সৃজিল স্বর্গ মর্ত্ত্য আর জীবগণ ;
নাহি কি এমন কেহ ত্রিদিব মাঝারে
যম ভিন্ন এই রাজ্য করিতে শাসন ?
পদচ্যুতি এ অধম পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনে
স্থাপে না বিধাতা কেন বিভিন্ন শমনে ?

১৩১

"কার দোষ দিব ? কিন্তু নিজ কর্ম্ম-ফলে
সহিতেছি শাস্তি এত এ নৃশংস স্থানে ;
কি দোষ সে শমনের কিম্বা বিধাতার
আপনার প্রায়শ্চিত্ত আপন কারণে ;
মুহূর্ত্তেক সুখ তরে করি মহা পাপ
চিরকাল নিরয়েতে পেতেছি সন্তাপ।

১৩২

"জিনিলাম ভুজবলে দৈত্যাদি অসুরে,
দানব মানব যক্ষ রক্ষ নাগ নরে,
পাতালে বাসুকি আর স্বর্গে পুরন্দরে,
দশদিক্ দিগপালে, অমর নিকরে,
কিন্তু আজি এ দুর্দ্দশা কে দেখিবে হায়
মণ্ডুক-চরণাঘাতে আজি প্রাণ যায়।

১৩৩

"এই ভুজবলে সত্তি পারিতাম আমি
স্থাপিতে স্বরগ-পুর পাতালের তলে ;
পারিতাম পাতালেরে রাখিতে স্বরগে
মর্ত্ত্যোপাড়ি ডুবাতাম সাগরের জলে ;
কিছার নরকপুরী তৃণের বিশেষ
সামান্য নহিক আমি রাবণ লঙ্কেশ।

১৩৪

"আগে যদি জানিতাম প্রায়শ্চিত্ত হেন
লিখিল বিধাতা হায় কপালে আমার ;
দেখাতাম বিধাতায় শমন সহিত
করিতাম এ নরক-পুরী ছারখার ;
বাঁচাতাম পাপী দলে নিষ্ঠুর পীড়নে
উড়াতাম যশকীর্ত্তি নিখিল ভুবনে।

১৩৫

"কিন্তু হায় !—
পাইল সে শূন্য আশা শূন্য তলে নয়
মরমের দুঃখ মম কহিব কাহায় ?
স্বর্গের সোপান হেম করিতে বাসনা
আছিল আমার চির, না ঘটিল হায়,
আজি যদি হেম-লঙ্কা ফিরে যেতে পাই
পুরাই মনের সাধ জীবন জুড়াই।"

১৩৬

কহিতে কহিতে কথা সহসা অমনি
অদূরে রমণী দ্বয় পড়িল নয়নে ;
না সরিল বাক্য আর একদৃষ্টে চেয়ে
ধাইল ধরিতে পাপী সেইদিক পানে ;
ত্যেজিয়া এ দৃশ্য সবে এই অবসরে
হেরিতে অপর দৃশ্য ধাইল সত্বরে।

১৩৭

পথিমধ্যে নিরখিল পেরিস কুমারে,
লম্পট চার্লস্ আর এড্ওয়ার্ড রাজনে,
হেনেরী সাম্সন্ আর, দুষ্ট আলাদিনে,
বঙ্গের নবাব সেই সিরাজ দুর্জ্জনে,
পাঞ্চালীর অভিলাষী বীর দুঃশাসন
এক শাস্তি ভুঞ্জিতেছে সবে অনুক্ষণ।

১৩৮

তেয়াগি তামস-দৃশ্য হৈল উপনীত
সবে আসি অন্য এক প্রদেশ অন্তরে ;
ভীষণ দর্শন ইহা বিস্তীর্ণ প্রান্তর
অনুক্ষণ সন্তাপিত দিবাকর-করে ;
নাহি রাত্রি সেই স্থানে চিরালোকময়
গাঢ় ধূমপুঞ্জে কিন্তু শ্বাস রুদ্ধ হয়।

১৩৯

হর্ষিত সবার চিত্ত আলোক নিহারি
সুদীর্ঘ রজনী শেষে অরুণ উদয় ;
নিরখি যেমন হাসে জগজ্জনগণ
তেমতি হর্ষিত এবে সবার হৃদয়
অন্তরে নিরখি সেই দিবাকর-কর ;
সন্নিধানে কিন্তু হায় কাঁপিল অন্তর।

১৪০

অঙ্গার-পূরিত স্থান ভস্মেতে ছাদিত
উষ্ণ ধাতুদ্রব সদা হয় নিঃসরণ ;
সধূম উত্তাপে সদা প্রদেশ পূর্ণিত
বায়ু-নাশে রুদ্ধশ্বাসে ডাকে পাপীগণ ;
তাপ-ঝলসিত অঙ্গ অগ্নির কাণ্ডারে
ভয়ে ভীত পাপী দল চেড়ীর প্রহারে।

১৪১

ঘন নভোলয় পূর্ণ ঊর্দ্ধ অধঃ ভাগে
কুজ্ঝটিকা ঘেরে যথা হিমানী-প্রদোষে
ব্যাপিয়া দিগন্ত দিক বাষ্পরেণু যোগে
স্থাবর জঙ্গম ধরা অনন্ত আকাশে ;
না জ্বলে অনল তথা শুদ্ধ অগ্নিময়
অঙ্গার পূর্ণিত তার স্থানে স্থানে রয়।

১৪২

সেই ধূমপুঞ্জ মাঝে বসি একজন
গলিত স্খলিত মেদ জীর্ণ শীর্ণাকার,
কুষ্ঠাক্রান্ত রোগী সম কাতর ব্যথায়,
কোথা মেদহীন গাত্র অস্থি মাত্র সার,
তথাপি দেহের পানে লক্ষ্য বারম্বার,
করিতেছে যত্ন কত বিবিধ প্রকার।

১৪৩

স্ফুলিঙ্গ নিচয়ে কভু পুষ্পরাশি ভ্রমে
ধরিয়া গলিত স্থানে করিছে স্থাপন ;
দহিছে দ্বিকর তার গলিত প্রদেশ
উত্তাপে করিছে অগ্নি দূরে নিক্ষেপণ ;
দেহরক্ষা অনুরাগ ইচ্ছা অনিবার
এখনও মনোসাধ মেটে নাই তার।

১৪৪

অঞ্জলি ভরিয়া পুনঃ ধরিয়া অনল
ছড়িয়ে নির্মেদ স্থান করে আবরণ ;
উত্তাপে আবার বহ্নি দূরে টানি ফেলে
তথাপিও ভ্রম নাহি যায় কদাচন ;
দহিয়া গলিত মেদ করাঙ্গুলি দ্বয়
দগ্ধ দুর্গন্ধে স্থান করে গন্ধময়।

১৪৫

উষ্ণধাতুদ্রবে কভু চন্দন বিভ্রমে
কঙ্কালাবশিষ্ট স্থানে করিছে লেপন ;
স্পর্শমাত্রে আর্ত্তনাদে করিছে চীৎকার
তথাপিও সুখ-ভ্রম না হয় খণ্ডন ;
এইরূপ অগ্নিতাপে দগ্ধ বারম্বার
তথাপি নাহিক জ্ঞান কি ভ্রম তাহার।

১৪৬

জিজ্ঞাসিল "কেও পাপী ?" চাহি কল্পনায়
ভ্রূকুঞ্চিত করি রাজা হেলায়ে তর্জ্জনী
"জ্বলিত অনল কেন ধরে বারম্বার
অয়ি মা স্বরূপা কহ স্বরূপ কাহিনী ;"
এ প্রশ্নে কল্পনা তুলি সহাস্য আনন
দিলা পরিচয় এই "যযাতি রাজন।"

১৪৭

পুনশ্চ কহিলা দেবী "শুনহে রাজন
রৌরব ইহার নাম স্থান ভয়ঙ্কর ;
স্বার্থপর নর কিম্বা আত্মসুখীজন
ভুঞ্জে এ ভীষণ শাস্তি যুগ যুগান্তর ;
আত্মসুখতরে কিম্বা স্বার্থপরতায়
যে দেয় অপরে দুঃখ সে থাকে হেথায়।

১৪৮

"রমণী-যৌবন সুখ ভুঞ্জিবার তরে
প্রদানিয়ে জরাভার আপন সন্তানে
লভিল যৌবন তার বর্ষ সহস্রেক
তথাপি সন্তুষ্ট নহে আপনার মনে ;
সম্ভোগ-বাসনা তার এখনো সমান
দারুণ বিলাস-সুখ আজো বলবান।"

১৪৯

হঠাৎ উচ্চারি পাপী লাগিল কহিতে :—
"সৌন্দর্য্য যৌবন সুখ সকলি বৃথায় ;
জলের বুদ্‌বুদ্ সম অল্পক্ষণস্থায়ী,
সময় অনন্ত স্রোতে সকলি মিশায় ;
না পারে রোধিতে কেহ না শুনে বারণ
পাত্রাপাত্র নাহি তার কভু বিবেচন।

১৫০

"নাহি আদি অন্ত তার নাহিক বিনাশ
সে অনন্ত স্রোতে ধরা কোটী কল্প হায়
সহস্র জগৎ সৌর হলেও প্রলয়
পূর্ব্বাপর অবিরাম অবিশ্রান্ত ধায় ;
নাহিক স্থিরতা কিম্বা হ্রাসবৃদ্ধি তার
সমভাব সমসূত্র নাহিক বিকার।

১৫১

"নাহি ভেদাভেদ তার নাহি পক্ষপাত
উচ্চ নীচ রাজা প্রজা সকলি সমান ;
মিনতির নহে বাধ্য কিম্বা বিভবের
আয়ত্বে রাখিতে নারে বীর বলীয়ান ;
বারেক বহিয়া গেলে ফিরে নাহি চায়
কার সাধ্য ফিরাবার সে চেষ্টা বৃথায়।

১৫২

"সকল-বিধ্বংসী কাল সর্ব্ববলহারী
কখন শ্রীহীনকারী কখন শ্রীকার ;
কভু সুখ দাতা কভু দুঃখের বিকারী
পাত্রাপাত্র কালাকাল নাহিক বিচার ;
সুখের সপ্তম স্বর্গে কাহারে উঠায়
দুঃখের অতল জলে কাহারে ডুবায়।

১৫৩

কত সুখআশা করি সহস্র বৎসর
লভিনু যৌবন-ভিক্ষা আত্মজের পাশে ;
রতি রঙ্গে নারী সঙ্গে যাপিনু সময়
সুখের সাগরে ভাসি মনের উল্লাসে ;
কোথা সেই সুখ হায় কোথায় যৌবন
হয়েছে সময়-স্রোতে চির নিমজ্জন।

১৫৪

"কোথা প্রিয়ে দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী
উর্ব্বসী রূপসী দল আজিরে কোথায় ?
কোথায় যৌবন আজি সে সুখ বিলাস
কালের কুঠারাঘাতে সবি গেছে হায় ;
সুখ ভোগে অন্ধ হ'য়ে করিনু যতন
চেষ্টায় শরীর রক্ষা না যায় কখন।

১৫৫

"কোথা সেই পৌর্ণমাসী চতুর্দ্দশী চাঁদ ?
কোথা সুবদনী আজ অপ্সরী-নিকর ?
কোথা সেই সুখ-স্বপ্ন সুখদ-কানন ?
কোথা সুবিমল সেই সরসী সুন্দর ?
নির্ব্বাণ অনল হৃদে হৈল উদ্দীপন
ঝঙ্কারিল বীণা বিনা অঙ্গুলী-স্পর্শন।

১৫৬

"পীযূষ-সলিলা সেই তরঙ্গিণী তীরে
ভ্রমিতাম প্রিয়া সহ কত হর্ষ যুতে,
না হইত মুহূর্ত্তেক কখন বিচ্ছেদ
দুটি মুক্তা গাঁথা যেন একখিয়া সুতে ;
কিন্তু সেই সুখদিন আজি কোথা হায়
নিরয়ের নিষ্পীড়নে আজি প্রাণ যায়।"

১৫৭

এতেক কহিয়া পাপী হইল নীরব
পুনরপি দ্রব-ধাতু ধরি দুই করে
লাগিল লেপিতে অঙ্গে ; উত্তাপে অমনি
ধ্বনিল আকাশ-তল ভীষণ চীৎকারে ;
হাসিয়া কহিল দেবী সম্বোধি বাজনে
"এস বৎস যাই সবে অন্য দৃশ্য পানে।"

১৫৮

ত্যেজিয়া রৌরব তবে বিভিন্ন নিরয়ে
উত্তরিল দেবী সহ ক্রমে পঞ্চজন ;
শুনিল কাঁদিছে পাপী ঘোর আর্ত্তরবে
হৃদয়-কম্পন-স্থান ভীষণ দর্শন ;
অঙ্গারে কালিয় বর্ণ তমোময় ঘন
ঘন ঘন করে চেড়ী বেত্রের পীড়ন।

১২৯

উত্তাপ-পূর্ণিত স্থান পূর্ণ তপ্তবায়ু
ভীষণ নরক তাহা অগ্নির কাণ্ডার :
ধূ ধূ করি লক্ষ চুল্লী জ্বলে চারি ভাগে
সতৈল স্বেদনী পূর্ণ চুল্লীর উপর ;
অগ্নিমূর্ত্তি লৌহকন্দু তৈল অগ্নিময়
হেরিলে ত্রাসিত চিত আতঙ্কে হৃদয়।

১৩০

কোথাও জ্বালিছে চুল্লী যত চেড়ীগণ
চিতার অনল সম ধূ ধূ করি জ্বলে ;
প্রকাণ্ড লৌহের কড়া করিয়া স্থাপন
সবলে সর্ষপ তৈল লক্ষ মণ ঢালে ;
অগ্নির প্রাচীরে ঘেরা অগ্নির প্রাকার
অগ্নির মৃত্তিকা তথা অগ্নির আকার।

১৩১

প্রতপ্ত-কটাহ-তৈলে ধরি পাপীদল
ফেলিতেছে একে একে বিষম হুঙ্কারে ;
জ্বলিয়া স্পর্শিছে তৈল আকাশের তল
ভেদিছে অম্বর-পথ পাপী-আর্ত্তস্বরে ;
তৈল সহ নরমাংস হতেছে ভর্জ্জিত
হতেছে অগ্নির শিখা গগন স্পর্শিত।

১৬২

সেই বৈশ্বানর মাঝে বসিয়া চার্ব্বাক
সুদীর্ঘ আকার তার শরীর ভয়াল
সুবৃহৎ কুক্ষি যেন সৃষ্টি গ্রাসিবারে
মেলিয়াছে দীর্ঘদন্ত, বদন করাল ;
সতত কাতর যেন জঠর জ্বালায়
আহারিতে ঘন ঘন চারিদিকে চায়।

১৬৩

ভীম তুন্দ ভেদি তার অস্ত্র পাকস্থলী
হইয়াছে বহির্গত বিকৃতি দর্শন ;
মাংসপেশী শিরারাশি স্পষ্ট দেখা যায়
নিম্ন মুখে ভূমিতলে হতেছে লুণ্ঠন ;
সপূয় শোণিত বহে সহযোগে শিরা
দুর্গন্ধে কে যায় কাছে পূতিগন্ধ ভরা।

১৬৪

"কি পাপের ফল ইহা ?" পুছিল রাজন ;
কহিলা কল্পনা দেবী মধুর সম্ভাষি,
"পশু পক্ষী বধি যেবা করয়ে ভোজন
এ বিষম প্রায়শ্চিত্ত তার প্রতি বিধি ;
রসনার তুষ্টি কিম্বা তুষিতে আত্মায়
যে বধে পরের প্রাণ এ শাস্তি তাহায়।

১৬৫

"উদর-পূর্ত্তির আশে ব্যস্ত যেই জন
নিজ দ্রব্য পর দ্রব্য নাহি বিবেচনা ;
নিজাত্মা তুষ্টির তরে মত্ত অনুক্ষণ
অন্যেরে উপেক্ষা করি খায় যেই জনা ;
সে নর-নিকর হেথা নিয়ত নিবাসে
নির্জ্জন নরক-নিম্নে নিয়ন্তা-নিদেশে।

১৬৬

"ভীষণ নরকপুরী এ মহা রৌরব
অতিরিক্ত খাদ্য লোভে রত যেই জন ;
জঠর অনল যার না হয় নির্ব্বাণ
আশার অতীত খাদ্য যে করে ভোজন ;
এ ভীষণ নিরয়েতে রহে সেই নর
ক্ষুধায় সতত তার কাতর অন্তর।

১৬৭

"পুনশ্চ এ নরকের অপর বিভাগ
পূর্ব্ব দিকে মহারাজ হের দৃষ্টিক্ষেপি ;
লোলুপ এডিফেজিয়া আর এপিসস্
তাহাদের বামে এপিকিউরস পাপী ;
অস্ত্র পাকস্থলী হয় লুণ্ঠিত ভূতলে
সপূঁজ সরক্তস্রাব বহে অনুপলে।

১৬৮

"তথাপি আহার-আশে বিকাশি বদন
দুই হস্তে ধরি অন্ত্র জঠর তাহার ;
অগ্নির-কাণ্ডার মাঝে হের প্রবেশিছে
সতৈল ভর্জ্জিত মাংস করিতে আহার ;
অগ্নি স্পর্শে লোম রোম বিদগ্ধ তাহার
তথাপি আহার আশে ধায় বারম্বার।

১৬৯

"যতই করিছে পাপী সে মাংস ভোজন
অন্ত্র দ্বার দিয়া তত হতেছে বাহির ;
চর্ব্বিত-চর্ব্বন পুনঃ খাইছে তুলিয়া ;
না রহে উদরে খাদ্য মুহূর্ত্তেক স্থির ;
যতই প্রয়াস পাপী বারম্বার পায়
বিফল প্রযত্ন তার সকলি বৃথায়।

১৭০

"তথাপি নাহিক জ্ঞান পুনঃ খাদ্য লোভে
ভর্জ্জিত পাপীর মাংস আহার মানসে
প্রসারিছে দুই কর তপ্ত তৈল মাঝে
স্খলিত হতেছে মেদ অগ্নির পরশে ;
তুলিছে ভীষণ রব বিকট চীৎকার
তবু ধায় বারম্বার কি ভ্রম তাহার।

১৭১

"হের মহারাজ যত কিরাতের দল
মৃগয়া-বিহারী কত নৃপতি দুর্জ্জন ;
নিহার দক্ষিণে তার কসাই সকল
গোকুক্কুট-সংহারক পাপিষ্ঠ যবন ;
হের দেখ মাংসলোভী য়ুরোপীয়গণে
আমেরিকান্ আফ্রিকান্ বসি এক স্থানে।

১৭২

"হের ভারতীয়গণ বসি কয় জন
কাঁদিছে আকুলি বৃথা পাপের পীড়নে ;
ত্যেজিয়া পবিত্র আর্য্যধর্ম্ম সনাতন
রাজ-তোষামোদ হেতু জীবিত জীবনে
নানা প্রাণী বধি মাংস করিয়া ভোজন
এ বিষম দুরবস্থা ঘটেছে এখন।

১৭৩

"ভয়ানক শাস্তি হেরি হৃদকম্প হয়
বারেক যে হেরে ইহা পাপে নাহি মজে ;
কিছার খাদ্যের আশে এ শাস্তি না সয়
সম শাস্তি ভুঞ্জে হেথা দাস আর রাজে ;
এ শাস্তি হেরিয়া রাজা নাহি সরে বাক
বিষম নরক ইহা নাম "কুম্ভীপাক।"

১৭৪

"প্রাণ যায় প্রাণ যায় জঠর জ্বালায়"
কহিল হুঙ্কার ছাড়ি পাপিষ্ঠ চার্ব্বাক্,
"পশুমাংস পক্ষীমাংস দেহ শীঘ্র আনি
জঠর অনলে মম দেহ হৈল খাক্;
দেহ সর্প ভেক-মাংস কি দোষ তাহায়
প্রাণ যায় প্রাণ যায় জঠর জ্বালায়।

১৭৫

"পর প্রাণ হরি কিম্বা চৌর্য্যবৃত্তি করি
চরিতার্থ কর সবে আপন আত্মায়;
নিজাত্মা তুষ্টির তরে নাহি দোষাদোষ
শঠতা চাতুরী ঋণে কিম্বা ছলনায়;
যেরূপে যেমতে পার তোষ নিজাত্মায়
প্রাণ যায় প্রাণ যায় জঠর জ্বালায়।

১৭৬

"শ্বাপদ দ্বিপদ দ্বিজ জলস্থলচর
বসা শ্লেষ্মা-বিষ্ঠা আদি নাহিক বিচার;
সরীসৃপ জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ
রাশীকৃত স্তুপাকার করিব আহার;
লয়ে এস লয়ে এস নিকটে ত্বরায়
প্রাণ যায় প্রাণ যায় জঠর জ্বালায়।"

১৭৭

এতেক কহিয়া পাপী জঠর জ্বালায়
ধাইল অগ্নির মাঝে করিতে আহার ;
খসিল গাত্রের মেদ অগ্নির পরশে
ছাড়িল অমনি পাপী বিকট চীৎকার ;
পশিল ভীষণ রব কর্ণে পুনরায়
"প্রাণ যায় প্রাণ যায় জঠর জ্বালায়।"

১৭৮

সহসা ফিরায়ে মুখ কল্পনা জননী
লীলাময়ী হইলেন ধীরে অগ্রসর ;
ছড়ায়ে লাবণ্য-ছটা স্বভাবের পটে
উজলিয়া দশদিশ ধরণী অম্বর ;
হাসিল নরক ধরা সে রশ্মি-প্রপাতে
চলিল অনুগগণ ধীরে ধীরে সাথে।

১৭৯

তেয়াগি এ দৃশ্য পরে বিভিন্ন স্তবকে
হেরিল তাম্রের ভূমি বিস্তারি যোজন ;
প্রজ্বলিত নিম্ন তলে প্রচণ্ড পাবক
প্রতপ্ত সে তাম্র ভূমি অগ্নির বরণ ;
মধ্যাহ্ন-ময়ূখ-আলা নিয়ত বিমানে
দহিতেছে দিবানিশি পাপীর পরাণে।

১৮০

নাহিক একটী তরু লভিতে আশ্রয়
দিবারাত্র সম ভাব অগ্নিময় পুরে ;
নিবাসে নিরত পাপী যুগ যুগান্তর
উচ্চে সূর্য্য নীচে অগ্নি সদা দগ্ধ করে ;
ঝলসি অগ্নিতে পাপী করে ঘোর রোল
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধুর কল্লোল।

১৮১

প্রকোষ্ঠ অন্তরে সবে করে নিরীক্ষণ
কি সুন্দর স্থান উহা নেত্রতৃপ্তিকর ,
পূর্ণিত বিটপী-পুঞ্জ শীতল প্রদেশ
প্রভাতে পূরবে যেন বাল দিবাকর ;
প্রকাশি কাঞ্চন-ছটা হতেছে উদয়
আলোকি মুকুট-জ্যোতি স্বতঃস্নিগ্ধময়।

১৮২

একই নরক মাঝে দ্বিপ্রকার বায়ু
নিজ নিজ অধিকারে বহে অনুক্ষণ ;
কোথাও প্রতপ্ত ভূমি কোথাও শীতল
কোথাও তাম্রের বর্ণ কোথাও কাঞ্চন ;
স্বচ্ছ সুপ্রাচীর করে মধ্যে আবরণ
অতি স্থূল সুকঠিন বজ্রের গঠন।

১৮৩

সেই পুরী হৈতে এক স্বর্ণ সিংহাসন
অতিক্রমি সে প্রাচীর শূন্য দেশ দিয়া
অদূরস্থ হয় ক্রমে পাপীর নয়নে ;
অমনি ধরিতে পাপী যায় নিরখিয়া ;
যতই প্রয়াসে পাপী তত সিংহাসন
ক্রমশঃ ক্রমশঃ করে পশ্চাৎ গমন।

১৮৪

প্রচণ্ড পাবক মাঝে দহি নিরন্তর
ধরিবারে সিংহাসন শ্রম-শান্তি আশে
ধায় দ্রুতপদে পাপী, কিন্তু সে বৃথায়
স্বচ্ছ-আবরণে রোধি পুনঃ ফিরে আসে ;
পলায় সে সিংহাসন প্রাচীর মাঝার
না পারে পশিতে তথা চেষ্টামাত্র সার।

১৮৫

"প্রচণ্ড অগ্নির দাহে পরিত্রাণ তরে"
কহিলা কল্পনা "হের ধায় একজন
ঊর্দ্ধশ্বাসে স্বর্ণভূমি দূরে লক্ষ্য করি
সিংহাসন আশে কিন্তু বৃথা আকিঞ্চন ;
অল্প পরিসর মাঝে চক্রাকারে ভ্রমে
নারে প্রবেশিতে কিন্তু তথা কোন ক্রমে।

১৮৬

"পাঠাইলা যেই জন পঞ্চপাণ্ডবেরে
অজ্ঞাত-নিবাসে দুষ্ট দ্যূত-ক্রীড়া ছলে ;
না দিল সূচাগ্র ভূমি পুরী হস্তিনায়
লভিল সমগ্র রাজ্য শঠতা কৌশলে ;
সংখ্যাতীত সৈন্য-ক্ষয় হৈল যার তরে
সবংশে মরিল শেষে দারুণ সমরে।

১৮৭

"দ্রোণ দুঃশাসন আদি শকুনি সহায়ে
অবিচার পক্ষপাত কত ছলা করি
পঞ্চখানি গ্রামহেতু জ্ঞাতির সহিত
বাধাইল ঘোর রণ মনে না বিচারি ;
অভিমানী কুরুরাজ সেই দুর্যোধন
এ ঘোর নরকে হের রয়েছে মগন।

১৮৮

"হিংসক-পীড়ন এই বিভীষণ স্থান
"কালসূত্র" নাম এর ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে ;
মরীচিকা-ভ্রমে হায় বিষম আগ্রহে
ধাইতেছে দুর্য্যোধন প্রাচীরের পানে ;
না পারি পশিতে তথা ফিরিছে আবার
প্রাচীরে গমন-ক্রিয়া রোধিছে তাহার।

১৮৯

"কোথায় আশ্রয় তার ? নাহিক আশ্রয়
সেবিতে সে স্নিগ্ধ বায়ু বিটপীর মূলে ;
প্রয়াস আয়াস তার সকলি বৃথায়
মন-ভ্রমে ভাসে পাপী নৈরাশ-অকূলে ;
না দিল জ্ঞাতিরে ভূমি তিল পরিমাণ
ভুবনে নাহিক তার আশ্রয়ের স্থান।

১৯০

"বিস্তীর্ণ রাজ্যের তরে করিল সমর
বিদলিল রাজ দলে নিজ বীর্য্য বলে ;
কোথায় বিশাল রাজ্য ? অল্প পরিসরে
নিবদ্ধ হইয়া আজি দহিছে অনলে ;"
হঠাৎ ঝলসি করে উচ্চারি সঘনে
গম্ভীরে কহিল পাপী চাহি সূর্য্য পানে।

১৯১

"নির্দ্দয় সহস্র-কর নিষ্ঠুর-স্বভাব !
নাহিক মমতা লেশ, নির্ম্মম হৃদয় ;
নাহি কিরে ক্লান্তি তোর নাহিক বিশ্রাম ?
নাহিকি বিরাম হ্রাস কিম্বা অস্তোদয় ?
এক ভাবে প্রদানিস কিরণ সর্ব্বদা,
নাহি প্রাতঃ সন্ধ্যা তোর মধ্যাহ্ন কি সদা ?

১৯২

"হেরেছিনু যেই ভানু জীবিত জীবনে
তুই কিরে সেই সূর্য্য নহে কদাচন ?
কেননা প্রভাত সন্ধ্যা সে সূর্য্যের আছে
প্রভাত সায়াহ্ন তোর না দেখি কখন ;
নিশাকালে সেই রবি করিত বিশ্রাম
তোর তো বিশ্রাম নাই চির অবিশ্রাম।

১৯৩

"কিন্তু হায় !—
মনভ্রম মম জড়পিণ্ডময় তুই
নাহি গতি তব দুষ্ট স্থির এক স্থানে ;
দহিতে পাপীর প্রাণ ঝলসিতে কায়
বিধাতা আদেশে চির লগ্ন সে গগনে ;
নাহি বীর্য্য তেজ তোর নির্জীব প্রস্তর
সাধিছিস প্রভু আজ্ঞা হইয়া কিঙ্কর।

১৯৪

"নাহি কি গগনে মেঘ আবরিতে তোরে ?
ধরা-সূর্য্য আবরিত যেই জলধরে ;
কিম্বা সে কুজ্ঝটী বাষ্প নাহিকি অম্বরে ?
তা হলেও জুড়াতাম প্রাণ ক্ষণ তরে ;
কিন্তু হায় মম ভাগ্যে সকলি নিদয়
নাহিক একটী প্রাণী মোর অসময়।

১৯৫

"স্থাপিল কি বিধি তোরে অনন্ত আকাশে
চির সমভাবে মম জীবন দহিতে ?
সৃজিল কি বিধি কিম্বা ভীষণ নিরয়
একমাত্র হতভাগ্যে কষ্ট প্রদানিতে ?
ছিনু ধরাপতি এবে নিরয় ভিখারী।
শিবা নিপীড়িত আজি দুর্জ্জয় কেশরী।

১৯৬

"কহিব এ দুঃখ কারে কে শুনে হেথায়
কোথা অশ্বত্থামা রথী দ্রোণাচার্য্য বীর ?
কোথা পিতামহ ভীষ্ম কোথা শৈল্যরাজ ?
কোথা বীর দুঃশাসন কোথা কর্ণ ধীর ?"
এতেক কহিয়া পাপী লাগিল কাঁদিতে
বিষাদে ত্যেজিল সবে সে দৃশ্য হেরিতে।

১৯৭

বিশ্রামি কিয়ৎকাল কল্পনার ক্রোড়ে
উত্তরিল পঞ্চ জন প্রশস্ত প্রান্তরে ;
নাহি দুর্ব্বাদল তথা কঠিন মৃত্তিকায়
নিম্ন উপত্যকা-ভূমি বেষ্টিত ভূধরে ;
প্রকাণ্ডশরীর শৈল কোথা নিপতিত
কোথাও বন্ধুর ভূমি বালুকাপূর্ণিত।

১৯৮

সেই উপত্যকা মাঝে বৃদ্ধ একজন
সুদীর্ঘ বিশদ শ্মশ্রু আবক্ষ লম্বিত,
শোভিত উষ্ণীষ শিরে করবাল করে,
যাবনিক পরিচ্ছদে হইয়া ভূষিত,
একাকী বিষণ্ণ মনে করিছে ভ্রমণ
জ্যোতিহীন আঁখি-তারা নির্ব্বাক বদন।

১৯৯

ভ্রমিতে ভ্রমিতে তার নেত্রে আচম্বিত
নরাকৃতি দুই জন হইল উদয়;
অমনি ধাইল হর্ষে পাপিষ্ঠ পামর
লক্ষ্য করি সেই দিক ভেটিতে উভয়;
নাচিল হরষে অতি পাপীর পরাণ
চিরপরিচিত বলি হৈল অনুমান।

২০০

গৌরাঙ্গ মানব দোঁহে বদন উজ্জ্বল
ব্রিটেনীয় পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত;
মস্তকে কিরীট বাসে প্রশস্ত ললাট
চিবুকে অসিত শ্মশ্রু সুচারু শোভিত;
ভীষণ বন্দুক ধৃত দৃঢ় পৃষ্ঠোপরে
কটিতে কিরীচ শোভে করবাল করে।

২০১

ক্রমশঃ নিকটে পাপী হ'য়ে অগ্রসর
প্রসারি দক্ষিণ কর বন্ধু সম্বোধনে,
ডাকিল দোঁহারে, কিন্তু কেবা শুনে কথা ?
না চাহিল ফিরে দোঁহে পামরের পানে ;
না করিল উভে কিম্বা সে পাণি-স্পর্শন
ঘৃণার সহিত দোঁহে ফিরালে বদন।

২০২

সে ঘৃণা না ভাবি মনে পুনরপি পাপী
আপন দক্ষিণ কর কৈল প্রসারণ ;
অপমান গণি তারা না চাহিল ফিরে
না কহিল পাপী সহ একটি বচন ;
বন্ধু বলি পুনরায় ডাকিল পামর—
তথাপি বন্ধুর প্রতি নাহিক উত্তর।

২০৩

অপমান নাহি মানি তথাপি আবার
ঈষৎ কুপিত ভাবে কহিল পামর
"এই ভুজবলে হায় জিনিলি ভারত
আজি কেন সম্ভাষণে না দিল্ উত্তর ?
সে দিন কি নাহি মনে আজি তোর আর
যে দিন উষ্ণীষ পদে স্থাপিলি আমার।

২০৪

"মনে নাই মনে নাই আজি সেই দিন
নাহি কি স্মরণ আর পলাসী প্রান্তর ?
সেই অন্ধকূপ-হত্যা, বঙ্গের নবাব
ব্যাজগ্রাহী উমিচাঁদ সেনানী "জাফর ?"
কার তরে বহি শিরে কলঙ্কের ভার ?
কৃতঘ্ন দুর্নাম বল কি হেতু আমার ?

২০৫

"আগে যদি জানিতাম তোদের চরিত
না দিতাম জন্মভূমি যবনে বধিয়া ;
কৃতঘ্ন হইয়ে কিরে মিলিতাম আমি
বিশ্বাস-ঘাতক-সাজে সসৈন্য লইয়া ?
স্বজাতির সিংহাসন দিতাম কি হায় ?
স্বেচ্ছায় কুঠার আমি আঘাতেছি পায়।

২০৬

"কর-প্রসারণে আজি না প্রদান কর ;
ও করে সহস্রবার এ পদ স্পর্শন
করেছিলি এক দিন নাহি কিরে মনে ?
সে দিন গিয়াছে রাজা হয়েছ এখন ;
সামান্য বণিক আগে ছিলি শ্বেতনর
রাজত্ব লভিয়ে আজি বেড়েছে গুমর।

২০৭

"শুনকে খাইলে হবি শোভা নাহি পায়,
কোটালতনয় রাজা নাহি সয় প্রাণে;
দুর্লভ মুকুতা-মালা বানর গলায়?
সুশ্রাব্য সঙ্গীত বাদ্য বধির কি জানে?
কৃতঘ্ন না বোঝে কভু পর উপকার
বণিকের করে নাহি শোভে রাজ্যভার।

২০৮

"পাষাণে দয়ার আশা অতীব বিরল,
মরুভূমে প্রবাহিনী কভু নাহি বয়;
দগ্ধদারু শত ধোতে হয় কি বিমল?
আদরে উরগ কভু বশীভূত হয়?
দুষিতের কুচরিত্র না হয় সংস্কার
নির্দ্দয়ে দয়ার আশা বৃথায় আমার।"

২০৯

সক্রোধে কহিল চাহি সে গৌরাঙ্গ দ্বয়—
"কি বলিস্ অহঙ্কারী পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন?
বণিক আমরা? কিন্তু বণিক-সহায়ে
লভেছিলি মনে নাই বঙ্গ সিংহাসন;
নচেৎ চিনিত তোরে বল কোন্ জন?
প্রভুহন্তা অবিশ্বাসী ঘোর অভাজন।

২১০

"সামান্য সেনানী তুই ; তব বল বিনা
নারিত জিনিতে কিরে ব্রিটানীয়া দল ?
কিছার যবন-সেনা তৃণ মধ্যে গণি
রাল ব্রিটেনীয় সেনা সমরে অটল ;
তব সম লক্ষ সেনা একত্রে থাকিতে
নারিতিস তবু কভু ভারত রাখিতে"

২১১

কহিতে কহিতে কথা সহসা অমনি
তেজি নর-প্রতিকৃতি নর দুই জন
ভীম অজগর মূর্ত্তি করিয়া ধারণ
উত্তোলি ভীষণ ফণা করিলা দংশন :
পাপী বক্ষে বাহুযুগে, শিরে সর্ব্বকায়
গরলে জর্জ্জরি পাপী পড়িল ধরায়।

২১২

মুহূর্ত্তেক তরে পাপী করি আর্ত্তনাদ
নির্ব্বাক নিস্পন্দ সম হইল মূর্চ্ছিত ;
বাহিরিল ফেণ আস্যে চিবুক বহিয়া
চকিতে সে ফণীদ্বয় হৈল অন্তর্হিত ;
কোথায় সে আত্মাদ্বয় নাহিক সন্ধান
একাকী প্রান্তরে পাপী ভূমে লম্বমান।

২১৩

যুগপৎ জলধর ঘেরিল গগন
ছাইল আকাশ-ভূমি গভীর গর্জ্জনে ;
চমকে বিজলি অট্ট চিতা অগ্নি সম
অসিত জলদ-কোলে বিকট বদন ;
ছাইল সে তীব্র জ্যোতিঃ নরক-গগন
বিকাশি দশন মেঘ করিল গর্জ্জন।

২১৪

শিখরী শিখর ব্রজ সে গম্ভীর নাদে
কাঁপিল আতঙ্কে গিরি আমূল মস্তক ;
নিরয়-রক্ষক সিংহ দিল প্রতিধ্বনি
আন্দোলিল ব্যোমমার্গ সমগ্র নরক ;
স্ফুরিল আনন্দে ফেরু ভয়াল লাঙ্গুল
নিশাচর শিবাদল আনন্দে ব্যাকুল।

২১৫

সে সৌর জগত নিম্নে শুনি মেঘনাদ
সরোষে সাজিয়া বীর আপনি পবন,
নিজ দল বলসহ যুঝিবার আশে
বিমান-সমর-ক্ষেত্রে দিল দরশন ;
অসিত বায়ব-রেণু সমষ্টির সহ
বহিল বিকৃত-বায়ু ব্যোমে অহরহ।

২১৬

ভীষণ সাগরে তোলে তরঙ্গ উত্তাল,
ভাঙ্গে মহীরুহ-শির শাখী-শাখা যত ;
উড়ায় বালুকা রাশি কঙ্কর সহিত,
উড়ায় বিভূতি ধূলা আদি রাশীকৃত ;
উড়ায় নরাস্থি-রেণু ছিন্ন নখ কেশ ;
আচ্ছাদে অঙ্গার-অগ্নি ভস্মে ব্যোম দেশ।

২১৭

ব্রহ্মাণ্ড-বিদগ্ধকর ভীষণ আহবে
জলধর-কলেবর খণ্ডি নখাঘাতে
দক্ষিণ পূরব আর পশ্চিম উত্তরে
পাঠাইল বহ্নি-বায়ু ঈশান নৈঋর্তে ;
ছিন্ন-দেহে অভ্ররাজ ফেলে অশ্রুজল
দেহ-রক্তে শ্রম-স্বেদে ভাসে ধরাতল।

২১৮

মুহুর্মুহুঃ ঝঞ্ঝাবাত গভীর নিনাদ
রুধির বৃষ্টির সহ সপূয় করকা
আর্দ্রিত করিছে ধরা সরক্তিম রাগে ;
নিমেষে নাদিছে বজ্র, পড়িছে উলকা ;
অধীর শ্রবণ শুনি সেনাদ ভীষণ
কাঁপে থর থরি হিয়া আকুল জীবন।

২১৯

ভাসিল পাপীর দেহ আকাশের জলে,
পড়িল অশনি বৃষ্টি শিলা অনিবার ;
বহিল পবন বেগে স্বন্ স্বন্ রবে ,
তথাপি নিসঙ্গ দেহস্পন্দ নাহি তার ;
ক্রমশঃ জলদ চমূ সসৈন্যে পবন
নিজ নিজ বল দোঁহে কৈল সম্বরণ।

২২০

কিন্তু সে কবকা উল্কা অশনি ভীষণ
না হইল বিন্দুমাত্র সে বৃষ্টি পতন ;
না রহিল ঝঞ্ঝা কিম্বা ভ্রমে একবার
দাঁড়ায়ে কল্পনা যথা সহ চারিজন ;
দেবীর অভয়াশ্রয়ে পান্থ চতুষ্টয়
নরক-বিপদ-জালে নিয়ত নির্ভয়।

২২১

সুস্থির হইল ধরা, খর নভোমনি
ভেদি নভোদীপ পুন, উদিল গগনে ;
ভাঙ্গিল পাপীর মূর্চ্ছা, চমকি অমনি
হেরিল সতৃষ্ণে পাপী চতুর্দ্দিক পানে ;
সক্রোধে আক্ষেপি তবে কহিল পামর
"অবিশ্বাসী অকৃতজ্ঞ গৌরাঙ্গ-নিকর"

২২২

"অধিক কৃতঘ্ন তারা নহে তোর চেয়ে"
হইল আকাশ-বাণী অন্তরিক্ষ-পথে
আন্দোলি বিমান-মার্গ সে স্বর-লহরী ;
শূন্যমনে শূন্যে পাপী চাহিল চকিতে ;
প্রতিকৃতি-ছায়া মাত্র বিমানের পথে
নিরখিল নেত্রে কিন্তু নারিল চিনিতে।

২২৩

"অধিক কৃতঘ্ন তারা নহে তোর চেয়ে"
হইল আকাশ-বাণী শূন্যে পুনরায়
কিন্নরী-নিন্দিত স্বরে শূন্য কাঁপাইয়া ;
আবার চকিতে পাপী চতুর্দ্দিকে চায় ;
তীব্র জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিঃ করিল দর্শন
অনন্ত অম্বর পথে, ঝাঁজিল নয়ন।

২২৪

"অধিক কৃতঘ্ন তারা নহে তোর চেয়ে"
পুনশ্চ সে দৈববাণী হৈল আচম্বিত ;
স্তম্ভিত হইল পাপী মর্ম্মে ব্যথা পেয়ে
না হইল কথা আর বদনে স্ফুরিত ;
কাঁদিল নীরবে হায় গুমরি অন্তরে
ছাড়িল সুদীর্ঘশ্বাস কাতরি প্রান্তরে।

২২৫

কহিলা কল্পনা দেবী "শুন মহারাজ
'পূয়োদ' ইহার নাম ভয়ঙ্কর স্থান ;
উপকারী অন্নদাতায় কৃতঘ্ন যে জন
তার প্রতি এনরক যন্ত্রণা-বিধান ;
চল যাই অন্য পুরী করিগে দর্শন"
চলিল দেবীর পেছু পান্থ চারি জন।

২২৬

সহসা কহিল দেবী "দেখ বৎস চাহি
বিভীষণ দৃশ্য এক প্রান্তর অন্তরে ;"
অকস্মাৎ দৃষ্টিক্ষেপি হেরিল রাজন—
ঘন ধূম-পুঞ্জ তার আবৃত অদূরে
ধূমময় গাঢ় তমে স্থান তমোময়
না চলে নয়ন-দৃষ্টি নিশ্বাস না বয়।

২২৭

কহিল নৃপতি "অয়ি কল্পনা জননী
এ দুর্গমে কোথা মাতঃ আনিলে আমায় ?
না চলে নয়নে দৃষ্টি, হেরিব কেমনে ?"
অমনি হাসিল দেবী ; দশন আভায়
নাশিল দুর্ভেদ্যতম আলোকি প্রান্তর,
ঘন ধ্বান্ত নাশে যথা ক্ষপাকর-কর।

২২৮

সুরদ-নিসৃত সেই তীব্র জ্যোতি তেজে
নিরখিল তুলাদণ্ড লৌহ বিগঠিত ;
রহিয়াছে বিলম্বিত দৃঢ় শূন্যতলে
অযুত নিযুত কোটী কিম্বা সাংখ্যাতীত ;
ভীষণ সে তুলাদণ্ড, অশনি-কঠিন
অতি সূক্ষ্ম-পরিমেয় পক্ষপাত-হীন ।

২২৯

সেই তুলা সন্নিকটে নর একজন
দাঁড়াইয়া দণ্ড-পার্শ্বে ধরিয়া শৃঙ্খল ;
রক্ত পরিচ্ছদে তার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত
ত্রিপুণ্ড্র-অঙ্কিত ভাল মুখশ্রী চঞ্চল ;
ন্যায়-পরিমাণ-শিলা স্থাপি একধারে
গুরু লঘু অপরাধ প্রবৃত্ত বিচারে ।

২৩০

কোন্ দিক গুরুভার কোন্ দিক লঘু
জানিতে বাসনা করি ঘন ঘন চায় ;
অতি সূক্ষ্মদর্শী নেত্রে, গাঢ় মনোযোগে
লক্ষ্য রাখি তুলাদণ্ডশীর্ষস্থ কাঁটায় ;
হেলিছে দুলিছে কাঁটা এধার ওধার
যতক্ষণ সমসূত্রে না হয় তাহার।

২৩১

যতই স্থাপিছে ভার যত্নে অন্য ধারে
সমসূত্রপাতে কাঁটা স্থির নাহি হয় ;
না দাঁড়ায় দ্রব্যাধার সমানান্তরালে
গুরু-ভার নিম্নমুখে লঘু উচ্চে রয় ;
সুবিচার-তুলাদণ্ডে ন্যায়-শিলা-ভারে
কর্ম্মফল অপরাধ পরিমাণ করে।

২৩২

সহসা নরাত্মা এক শূন্যদেশ দিয়া
তুলাদণ্ড সন্নিধানে হৈল উপনীত ;
গলে রজ্জু ফাঁস তার বিষণ্ণ বদন
যজ্ঞ-উপবীত-সূত্র বক্ষেঃ বিলম্বিত ;
দীর্ঘ দেহযষ্টি তার রক্ত আঁখি দ্বয়
উদ্বন্ধনে দেহত্যাগী বলি বোধ হয়।

২৩৩

অদূরে হেরিয়া তারে পাপীর পরাণ
উড়িল, সভয়ে মুখ বিবর্ণ হইল ;
কাঁপিল সিহরি অঙ্গ, লোমাঞ্চিল কায়,
হৃদ্‌কম্প ঘন ঘন জন্মে দেখা দিল ;
চিত্র-পুত্তলিকা সম তুলাদণ্ড ধরি
দাঁড়াইল এক ভাবে একদৃষ্টে হেরি।

২৩৪

ধীরে আসি আগন্তুক তুলাদণ্ড পাশে
দাঁড়াইল এক দৃষ্টে নিকটে তাহার ;
তাহারে হেরিয়া পাপী অতি ব্যগ্রভাবে
চেষ্টিল করিতে সম গুরু লঘু ভার ;
আকর্ষিয়া গুরুবলে লঘু প্রান্ত তার
সমসূত্রপাতে চেষ্টা করিল আবার।

২৩৫

প্রয়াস প্রশস্ত তার বৃথা কিন্তু হায়
নারিল করিতে নত কেশাগ্র প্রমাণ ;
আড়ম্বর আকিঞ্চন শুধুমাত্র সার
বিধাতার তুলাদণ্ডে স্বতঃ সুবিধান ;
হেরিয়া তাহার দশা সক্রোধ নয়নে
জিজ্ঞাসিল আগন্তুক পরুষ বচনে ;—

২৩৬

"ধিক্ রে পাশ্চাত্য-নর ঘোর পক্ষপাতী
নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম তোর নাহি কাণ্ডজ্ঞান ;
পাইয়ে শাসন-ভার যদৃচ্ছা আচারে
অবিচারে বিনাশিলি পরের পরাণ ;
পক্ষপাতে নরহত্যা করিলি নির্ম্মম
কোথা তব সেই দিন আজি নরাধম ;

২৩৭

"নারিবি করিতে তুই সমসূত্রপাত
এই দেখ করি আমি সমান ওজন ;"
এত কহি আগন্তুক ধরি ভুজ-বলে
আপন গলস্থ রজ্জু করি উন্মোচন,
সবলে প্রদানি রজ্জু পাপীর গলায়
বাঁধিল আকর্ষি শূন্যে তুলাদণ্ডগায়।

২৩৮

সকাতরে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল পামর—
"প্রাণ যায় ক্ষমা কর ধরি তব পায়,
করিয়াছি মহাপাপ কি আছে উপায় ?
এখনও প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই হায় ?
প্রাণ যায় কৃপা করি ক্ষম অপরাধ
এতেও কি মেটে নাই তব মনোসাধ ?"

২৩৯

কহিলা কল্পনা দেবী "শুন নরবর
বিচার-আসনে বসি যেবা অবিচারে
পক্ষপাত করি বধে পরের জীবন,
সে পাপিষ্ঠ এই স্থানে শাস্তি ভোগ করে ;
'সূচীমুখ' নাম ইহা সূচাগ্র-বিধান
কোন মতে পাপিষ্ঠের নাহি পরিত্রাণ।"

২৪০

তেয়াগি এদৃশ্য তবে অন্য দৃশ্য পানে
কৌতুহল অগ্রে করি ধায় চারিজন ;
ক্রমে উপনীত এক বিভীষণ স্থানে
প্রদেশিনী তুলি দেবী কহিল "রাজন
ভীষণ নরক এক কর দরশন
বিষম এ পুরী, নাম "অসিপত্রবন।"

২৪১

গোধূলীর দৃষ্টিভেদ্য ক্ষীণ অন্ধকারে
পূর্ণিত সে স্থান, কিন্তু উত্তর উত্তর
যত যাও তত বাড়ে ঘোর গাঢ়-তম ;
আদি অন্ত নাহি হয় নয়ন গোচর ;
তীক্ষ্ণ ধার করবাল ন্যস্ত বিশৃঙ্খলে,
প্রোথিত কোথাও কোথা পতিত ভূতলে।

২৪২

বিষাক্ত দ্বিমুখধার ভীম করবাল,
অসংখ্য পতিত সেথা সান্দ্র অন্ধকারে ;
কোথাও কণ্টকাকীর্ণ কোথাও গহ্বর,
কোথাও কর্দ্দম-হ্রদ প্রচ্ছন্ন আঁধারে ;
অতি সুবন্ধুর স্থান পথবর্ত্মহীন
আঁধারে নয়ন দৃষ্টি আঁধারে বিলীন।

২৪৩

ভ্রমাত্মক আলো এক সেই অন্ধকারে
কভু জ্বলে কভু মুদে আলেয়ার মত ;
নহে স্থির এক স্থানে সদা সচঞ্চল,
পথভ্রান্ত করে পান্থে বিভ্রমে সতত ;
না পারে নাশিতে তম, নহে দাহ্যক্ষম
নিস্তেজ নিষ্প্রভ বহ্নি নয়ন-বিভ্রম।

২৪৪

সেই রশ্মি দৃষ্টি করি গোধূলী হইতে
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় পাপী আলোকের পানে ;
না পারে ধরিতে আলো নিকটে যাইতে
নিবিড়ান্ধকারে পশি হারায় পরাণে ;
দ্বিখণ্ড ত্রিখণ্ড হয় সর্ব্বকলেবর
না পায় দেখিতে পথ ভ্রমে নিরন্তর।

২৪৫

হেরি দাবানল-শিখা পতঙ্গ যেমতি
ধায় দ্রুত অগ্নিদেবে দিতে আলিঙ্গন ;
ঝাঁপ দিয়া মনোসুখে রূপের সাগরে
উত্তাপে আপন প্রাণ দেয় বিসর্জ্জন ;
তেমতি এ ভ্রমানলে অগ্নি-শিখা-ভ্রমে
গোধূলী হইতে পাপী ধায় পাতৃভমে।

২৪৬

সেই ঘন ধ্বান্ত মাঝে ভ্রান্ত একজন
অবিশ্রান্ত নিরন্তর করিছে ভ্রমণ ;
তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে তার অঙ্গ বিকর্ত্তিত
বজ্রমুখ কণ্টকেতে বিক্ষত চরণ ;
কখন কর্দ্দম-হ্রদে হইয়া পতন
মুহূর্ত্তে উঠিয়া পুনঃ করিছে ভ্রমণ।

২৪৭

ভীষণ পর্ব্বত-কায বীর-বেশ-ধারী
কৃষ্ণমসী জিনি তার অসিত বরণ ;
আয়ত নয়নদ্বয় বিকট দর্শন
সুবলিষ্ঠ কলেবর দৃষ্টি বিভীষণ ;
পশি ঘন অন্ধকারে আলোকের আশে
ভ্রমিতেছে চক্রাকারে বিহীন উদ্দেশে।

২৪৮

জিজ্ঞাসিল কৌতূহল "অয়ি জনয়িত্রি !
আজ্ঞা কর এ কিঙ্করে যাই ত্বরা করি
হেরিতে তাহারে কিম্বা পুছিতে কারণ ;
কি পাপে নিবদ্ধ পাপী এ ভীষণ পুরী ?
উপজেছে কৌতূহল মানসে আমার
আজ্ঞা কর দাসে ত্বরা ফিরিব আবার।"

২৪৯

কহিলা জননী হাসি "অবাধে এখনি
দিতে পারি আজ্ঞা বৎস, কিন্তু এক কথা
না পার ফিরিতে যদি গাঢ় অন্ধকারে,
এ দুর্গমে আশ্রয়িতে স্থান পাবে কোথা ?
বিশেষ সে অস্ত্রাঘাতে অথবা কাঁটায়
রুধিরাক্ত বিখণ্ডিত হবে তব কায়।

২৫০

"না পাবে দেখিতে পথ গাঢ়-অন্ধকারে ;
একামাত্র চিরকাল ঐ পাপী প্রায়
থাকিবে নিবদ্ধ তথা বন্দীর সমান ;
ঘটাইবে মহাকষ্ট আপন ইচ্ছায় ;
কি হেতু হইলে কহ অধীরহৃদয়
কৌতুহল। কৌতুহল কেনবা উদয়।"

২৫১

উত্তরিল কৌতুহল "স্বর্গীয় জ্যোতিতে
আসিব এখনি মাতঃ ফিরিয়া সত্বরে ;
বারে বারে উদ্ধারেছ বিষম বিপদে
এবারে কি নিরদয় হইবে কিঙ্করে ?"
আদেশিলা মৃদু হাসি কল্পনা জননী
"যাও তবে বৎস কিন্তু ফিরিও এখনি।"

২৫২

আজ্ঞা পেয়ে কৌতূহল চলিল ত্বরায় ;
সান্দ্র-অন্ধকার-পুরে পাপী সন্নিধানে
উত্তরিয়া কিছুক্ষণে পাপীর নিকটে
জিজ্ঞাসিল তারে অতি মৃদু সম্বোধনে—
"কি পাপে ভুঞ্জিছ শাস্তি কিবা তব নাম
কত দিন হেন দশা, কোথা তব ধাম ?"

২৫৩

উত্তরিল সে পাতকী "শুন পান্থ বলি
সনাতন আর্য্যবংশে জনম আমার ;
ত্যেজিলাম যজ্ঞসূত্র আপন ইচ্ছায়
যাইতে আলোক-পথে ত্যেজি অন্ধকার ;
নহে সে আলোক কিন্তু সবি ভ্রমময়
তামসে পশিয়া শেষ জীবন-সংশয়।

২৫৪

"কি জানি কি মতিভ্রম হইল তখন
ভ্রমরূপ-ঘনধ্বান্তে জ্ঞান-দিবাকর
ঘেরিল আচ্ছাদি মম হৃদয় আকাশ ;
না হইল সত্যবর্ত্ম নয়নগোচর ;
নিরখি অনল-শিখা হইনু ধাবিত
ধরিতে সে ভ্রম-জ্যোতি দূরপ্রজ্বলিত।

২৫৫

"না বুঝে করিনু কর্ম্ম মনে না বিচারি
মণি লোভে ফণী-হার ধরিনু গলায় ;
করিলাম পথভ্রমে বিপথে গমন
ভখিনু অমৃত-ভ্রমে হলাহল হায় ;
জর্জ্জরি গরলে আজি ঘোর অন্ধকারে
ডুবিলাম জন্মশোধ কোটী কল্প তরে।

২৫৬

"যবনের ষড়যন্ত্রে ম্লেচ্ছ-মন্ত্রণায়
ত্যজি পূত আর্য্যধর্ম্ম হইনু যবন ;
করিলাম আর্য্যপূজ্য দেবতাবিদ্বেষ
অগ্র পশ্চাৎ বিচার না করি চিন্তন ;
স্বেচ্ছায় দূষিত কৈনু আপন চরিত্র
"কালাপাহাড়্" নাম মম বঙ্গসুবিদিত।

২৫৭

"মৃত্তিকা পাষাণ দারু বিগঠিত দেবে
দলিলাম একদিন ভীম বাহুবলে ;
বিচ্ছেদি প্রত্যঙ্গ অঙ্গ, কৈনু অপমান
কুঠার আঘাতে কিম্বা দলি পদতলে ;
বিকম্পিত মম ভয়ে হিন্দু দেবচয়
সমরের ডঙ্কানাদে ব্যথিত-হৃদয়।

২৫৮

"পুরুষ উত্তমে গিয়া পুরুষ উত্তমে
বিদলি উৎকল-রাজে আর পাণ্ডা দলে
হরি কল্কী-অবতার দেব জগন্নাথে
দহিলাম চিল্কা-তীরে চিতার অনলে ;
চূর্ণিলাম লক্ষ লক্ষ দেব দেবী দলে
কোটী কোটী দেবালয় ভাঙ্গিনু সবলে।

২৫৯

"অনাসে দ্বিজের কত দ্বিজত্ব বিনাশি
প্রবর্ত্তিয়া ছলে বলে করিনু যবন ;
হরিনু ভূষণ কত দেব-অলঙ্কার
করাইনু কতজনে ধর্ম্ম-উল্লঙ্ঘন ;
সেই মহাপাপে আজি এদশা আমার
কোন কালে এ পাপের নাহিক নিস্তার।"

২৬০

এতেক কহিয়া পাপী অতি সকাতরে
জিজ্ঞাসিল কৌতূহলে ভ্রাতৃ সম্বোধনে—
"পরিত্রাণ কর যদি এ ঘোর বিপদে
দেখাইয়া ক্ষীণ-রশ্মি হতভাগ্য জনে,
হয়ে থাকি ক্রীতদাস চরণে তোমার
নারি এ জীবনে কভু শুধিতে এ ধার।"

২৬১

ক্ষোভে কৌতূহল কহে "কি সাধ্য আমার
উদ্ধারিতে পাপী তোরে ঘন অন্ধকারে ?
ভুঞ্জিতেছ শাস্তি তুমি বিধির আজ্ঞায়
বিধির বিধান বল কে লঙ্ঘিতে পারে ?
যমালয়ে তুমি আমি অন্ধ দুইজনে
অন্ধে অন্ধ পারে কভু পথ-প্রদর্শনে ?"

২৬২

এতেক কহিল তবে, নিষ্ঠুর উত্তরে
ফিরিল সে কৌতূহল অমনি তখন ;
কল্পনার-দেহালোকে গাঢ় অন্ধকারে
সত্বর মিলিল আসি সহ চারিজন ;
"কি পাপের ফল ইহা" পুছিল রাজন
উত্তরিল লীলাময়ী শুন বৎসগণ।

২৬৩

"নিজ ধর্ম্ম ত্যজি যেবা পর ধর্ম্মে যায়
পরিত্যাগি বেদ-পথ ধর্ম্ম করে ছেদ ;
ভীষণ ছেদন-দণ্ড সে দণ্ডার্হ পায়
মরণান্তে দেহাত্মার হইলে বিচ্ছেদ ;
ভারত-সন্তান যত ধর্ম্মত্যাগীগণ
হের মহারাজ ওই করিছে ক্রন্দন।

২৬৪

"যে পাষণ্ড ধর্ম্ম-সেতু করয়ে ছেদন
ভিন্ন ধর্ম্ম হেরি যেবা করে উপহাস ;
পর দেবতায় কিম্বা যাহার বিদ্বেষ
এ ঘোর নিরয়ে তার বাস বার মাস"
এতেক কহিয়া দেবী চলিলা সত্বর
নিহারিতে ভিন্ন এক দৃশ্য অতঃপর।

২৬৫

অতিক্রমি সেই পুরী, বিভিন্ন প্রান্তরে
ভীষণ রোদন-ধ্বনি ঘোর আর্ত্তনাদ
পশিল আবার এক শ্রবণ-কুহরে,
কুরুক্ষেত্র-রণে যথা ঘোর বিসম্বাদ ;
মূর্চ্ছিত হইয়া কেহ পড়িয়া ধরায়
কাঁদিতেছে উচ্চরবে করি হায় হায়।

২৬৬

হাসিয়া কহিলা দেবী "শুনহে রাজন
'শূকর-আনন' এই নরকের নাম ;
অতিরিক্ত ব্যাজ-গ্রাহী নর যেইজন
এইস্থানে শাস্তি তার উচিতবিধান ;
আশাতীত ধন-লোভী কিম্বা স্বার্থপর
বাস করে এই স্থানে জন্ম জন্মান্তর।

২৬৭

"নিহার অদূরে বৎস ক্রোশান্তর জুড়ে
"কৃমিভোজন" নামে ঐ হ্রদ ভয়ঙ্কর;
চাকচিক্য শুভ্রবর্ণ মুদ্রায় পূরিত
উজলিছে নয়নাগ্রে নেত্র-তৃপ্তিকর;
নিজায়ত্বে রাখিতে ঐ ধন স্তূপাকার
কার না হৃদয়ে হর্ষ উপজে অপার?"

মধ্যাহ্ন-ময়ূখে কভু আলোকিত পুরী,
আবার মুহূর্ত্ত পরে সান্দ্র তমোময়;
অগ্নিসম তপ্ত বায়ু এইমাত্র বহে
পরক্ষণে বর্ষে পুনঃ তুষার-নিচয়;
ক্ষণেক নিদাঘ পূর্ণ ক্ষণে হিমময়
শীতগ্রীষ্ম সম তথা পর্য্যায় উদয়।

২৬৯

অকূল-সমুদ্রে যথা নাবিক-প্রবর
দূর হৈতে দরশন করি ভ্রমকূল,
ধায় সেই দিক পানে, দ্রুত কিন্তু হায়
সন্নিধানে অন্তর্হিত অকূলে সে কূল;
তেমতি নিরখি মুদ্রা যত লোভীগণ
যায় ধরিবারে, কিন্তু বৃথা আকিঞ্চন।

২৭০

দন্তহীন শুভ্রকেশ বৃদ্ধ একজন
য়িহুদীয় পরিচ্ছদে হইয়া ভূষিত,
ভ্রমিতেছে একামাত্র নরকের মাঝে ;
নিম্নমুখ আঁখি-তারা নয়ন স্তমিত ;
এক চারি কোটী সংখ্যা করি উচ্চারণ
অবিরাম অর্থরাশি করিছে গণন।

২৭১

আগ্রীব-চরণ তার নর প্রতিকৃতি,
বরাহ-বদনখানি ক্রম লম্বমান ;
বরাহ-নাসিকা তার বরাহ-নয়ন,
বরাহ সদৃশ ভূমে করিয়া আঘ্রাণ
ভ্রমিতেছে নিরন্তর সে নরকে একা,
শূকর যেমতি ভমে আঘ্রাণি মৃত্তিকা।

২৭২

ধায় যথা মৃগকুল সতৃষ্ণে নিরখি
ভ্রমমরীচিকা নেত্রে দূর-মরুভূমে ;
অথবা সে শিশু যথা সম্মুখ মুকুরে
নিজ-প্রতিচ্ছায়া হেরি ভিন্ন-শিশু-ভ্রমে,
পুলকে ধরিতে যায় কর-প্রসারণে,
বৃথা আকিঞ্চন কিন্তু না পারে স্পর্শনে।

২৭৩

ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূরে সে “কৃমিভোজন”
হতেছে যেগতি তার নয়ন গোচর ;
ধাইতেছে দ্রুতপদে সেইদিক পানে
সংগ্রহিতে অর্থরাশি সদা তৎপর ,
হইল ক্রমশঃ সেই হ্রদে উপনীত
লভিতে সে অর্থরাশি মহা হরষিত।

২৭৪

সানন্দে কহিছে পাপী আত্মগত মনে
“ধন্য ধনরাশি তব সুধন্য প্রভাব !
পার্থিব ঈশ্বর তুমি সর্ব্বসুখ দাতা,
সর্ব্ব-কাম-সিদ্ধি-কর অমিয় স্বভাব ;
সর্ব্ব-ফল-প্রদ তুমি সর্ব্বত্র পূজিত
সর্ব্বচরাচরসিদ্ধ সর্ব্বের আদৃত !

২৭৫

“নীরসে সাজাও তুমি রসিক রসাল,
গণ্ডমূর্খ জনে কর বিদ্যাবিশারদ,
দুর্ব্বলের বল তুমি বিপদের সখা,
অকূলকাণ্ডারী একা তুমিহে সম্পদ,
মহিমা মাহাত্ম্য তব পূর্ণবসুন্ধরা
তব বলে সুশাসিত ধরা সসাগরা।

২৭৬

"বৃদ্ধের যৌবন তুমি নির্গুণের গুণ,
কুহুকিনী স্বৈরিণীর প্রগাঢ় প্রণয়,
প্রাচীনার রূপ রস, সরস-যৌবন,
কুরূপ-সৌন্দর্য্য তুমি প্রীতির আলয়,
অসাধ্যসাধন ধন তুমি হে ধরার,
মূঢ় আমি কিবা জানি মাহাত্ম্য তোমার।"

২৭৭

এতেক কহিয়া পাপী হস্ত প্রসারিয়া
ধরিল সে অর্থরাশি সংপুটী অঞ্জলি ;
যেমন তুলিল শূন্যে হেরিল অমনি
নহে অর্থরাশি তাহা, কৃমিপুঞ্জাবলী ;
দংশিল সে কৃমি-পুঞ্জ করেতে তাহার
দূরেতে ফেলিল টানি করি হাহাকার।

২৭৮

এবার কাতরে পাপী লাগিল কহিতে
"হে পরিবর্ত্তন! তুমি কত মায়া জান
এইমাত্র অর্থরাশি ছিল সমুজ্জ্বল
স্পর্শমাত্রে কৃমিরূপ করালে ধারণ ;
চাকচিক্য মুদ্রা এই হেরিনু নয়নে
তুলিতে দংশিল কৃমি বদনব্যাদনে।

২৭৯

"সময় স্রোতের তুমি তরঙ্গ উত্তাল,
নহে চিরস্থায়ী কভু সদা চঞ্চলিত ;
কখন উত্থিত হও সমৃদ্ধির শিরে,
কখন কুত্রাপি হও ভূতলে লুণ্ঠিত ;
কোথাও নগর বেশে কোথা বনাকারে
সমুদিত হও তুমি অবনী-মাঝারে।

২৮০

"শৈশবে যৌবনে প্রৌঢ়ে তিন অবস্থায়
হও সমুদিত তুমি মানব-স্বভাবে ;
ভিন্ন-ভাবে ভিন্নরূপে বিভিন্ন শরীরে
অন্তরজগতে ক্রিয়া কর কত ভাবে ;
সমাজ-কলায় কর হ্রাসবৃদ্ধিমান
সমাজে জীবনী-শক্তি কভু কর দান।

২৮১

"হেরিয়াছি প্রতি পুংক্তি জগদিতিহাসে
পরিবর্ত্তন তোমার, হে পরিবর্ত্তন !
ধরণী মাঝারে ; কিন্তু ঘোর নিরয়েও
একাধিপত্য তোমার করি দরশন ;
মহাপাপে ভুঞ্জি শাস্তি আমি অনুক্ষণ
তুমিও নিদয় মোরে হে পরিবর্ত্তন।"

২৮২

এতেক কহিয়া পাপী পুনরপি ভ্রমে
সংগ্রহিতে অর্থ কৈল হস্ত-প্রসারণ ;
ধরিল আবার কৃমি দুই হস্ত দিয়া
সে করে আবার কৃমি করিল দংশন ;
তথাপি বিষম ভ্রম না যায় তাহার
অর্থ লোভে কৃমি-পুঞ্জ ধরে বারম্বার ।

২৮৩

জিজ্ঞাসিল মহারাজ "কহ কৃপা করি
অয়ি মা জননী তুমি অভাজন জনে"
হাসিয়া কহিলা দেবী "ঘোরার্থ-পিশাচ
ভ্যানিস-বণিক অই "সাইলক" নামে ;
কুসীদ গ্রহিতে পাপী বড়ই তৎপর
নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ঘোর স্বার্থপর।"

২৮৪

তেয়াগি এ দৃশ্য পরে মিলিয়া সকলে
ভীষণ নরকে এক হৈল উপনীত ;
নরকের মধ্যে এক স্নিগ্ধ সরোবরে
অসিত-বরণ-স্বচ্ছ-উদক-পূরিত,
শীতল তুষার সম স্নিগ্ধ দিবানিশি
উঠিতেছে বাষ্প-পুঞ্জ শূন্যে অহর্নিশি।

২৮৫

ব্রহ্মাণ্ড-বিদগ্ধকর সহস্রাংশু-কর
বীতিহোত্র শিখাসম সহস্র রসনা
প্রকাশিয়ে দহিতেছে সেই পাপ পুরী ;
সে উত্তাপে নিকটস্থ হয় কোন্ জনা ?
নাহিক একটী বৃক্ষ মরুভূমি প্রায়
অসিত প্রতপ্ত বায়ু সদা তথা ধায়।

২৮৬

নাহিক একটী প্রাণী প্রদানে প্রবোধ,
নাহিক জনেক তথা কথা জিজ্ঞাসার ;
নাহিক একটী পক্ষী অথবা শ্বাপদ
নাহিক পতঙ্গ এক নিকটে তাহার ;
দগ্ধ-দারুসম তার বরণ অসিত
মার্ত্তণ্ড-ময়ূখে তালু কণ্ঠ বিশোষিত।

২৮৭

ঝলসি আদিত্য-করে বিশুষ্ক-কণ্ঠায়
ডাকে পাপী উচ্চৈস্বরে "হা জল হা জল ;"
উত্তাপে উন্মাদ-প্রায় এধার ওধার
ধায় বায়ু ভেদি কিন্তু সকলি বিফল ;
এ বিপদে বন্ধু হেন কে আছে তাহার ?
এ ঘোর নিরয়ে বল করিবে নিস্তার।

২৮৮

সুসময়ে বন্ধু হায় মিলে বহুজন
দুর্দ্দিনের বন্ধু কভু খুঁজে পাওয়া ভার ;
দুরভাগ্যে প্রিয়বন্ধু ঘোর শত্রু হয়,
সৌভাগ্যে আচির-শত্রু বন্ধু আপনার ;
হতভাগ্যে বন্ধু বলি দিতে পরিচয়
অনেকের নীচান্তরে লজ্জা উপজয় ।

২৮৯

পশ্চিম-অচলে অর্ক হলে অন্তর্দ্ধান
নক্ষত্রমালিনী নিশা ধীরি ধীরি আসি
স্থাবর জঙ্গম ধরা নিখিল জগৎ
সুবেষ্টিত করে দিয়া ঘন তম রাশি ;
তেমতি সৌভাগ্য শিখা দুর্ভাগ্য-পবনে
নিবিলে ডুবায় তমে মনুষ্য-জীবনে ।

২৯০

তৃষায় কাতরি পাখী সরোবর মুখে
ধাইল ত্বরিতে বারি পানের আশায় ;
ঝাপ দিল সরোবর নিরখি সম্মুখে
চিবুক অবধি তার নিমজ্জিল হায় ;
নতগ্রীবা কৈল পাখী পানের আশায়
বিফলপ্রযত্ন কিন্তু আয়াস বৃথায় ।

২৯১

নামিল সে জল-রাশি চিবুকের নীচে
না পারিল বিন্দুমাত্র করিবারে পান;
যত নতগ্রীবা হয় তত জল রাশি
চিবুক-নিমন-পথে করয়ে পয়াণ;
চিবুক-নিমনে জল থাকে নিরন্তর
গ্রীবার হেলনে নামে উত্তর উত্তর।

২৯২

গ্রীবা নিম্নে উচ্চে উঠে উচ্চনীচপথে,
কুক্ষিতে না যায় বিন্দু নাহি যায় তৃষা;
না পারে স্পর্শিতে বারি নিজ রসনায়,
উত্তর উত্তর বাড়ে পিপাসার আশা;
বারম্বার এইরূপ করে সেই জন
বিফল প্রয়াস তার বিফল যতন।

২৯৩

দ্রুতপদে উঠি পাপী সরোবর তীরে
বদ্ধাঞ্জলি-পুটে নীর করি উত্তোলন,
প্রয়াসিছে নিজ আস্যে করিতে প্রদান;
তথাপি ও বৃথা আশা বৃথা আকিঞ্চন;
না প্রবেশে বিন্দুমাত্র বদনে তাহার
বহিয়া বিশাল বক্ষঃ বহে বারি-ধার।

২৯৪

নাহি স্পর্শে অধরোষ্ঠে কিম্বা রসনায়
বারি-পরমাণু নাহি হয় কণ্ঠগত ;
অঞ্জলি-পূর্ণিত বারি বক্ষেঃ করে দান
বদনে অঞ্জলি নাহি উঠে কোন মত ;
কে জানে কি ভয়ঙ্কর বিষম কৌশল
বিধির নির্ম্মিত কল না হয় বিফল।

২৯৫

বদন-ব্যাদনে পাপী চাহি শূন্য পানে
বক্ষেঃ ভালে করাঘাত করে অনিবার ;
হাহারব করে ভ্রান্ত বহে দীর্ঘশ্বাস
কপোল বহিয়া ঝরে খর অশ্রু-ধার ;
কখন ভূতলে পাপী হয় বিলুণ্ঠিত
চীৎকারি কখন করে খকার্গ কম্পিত।

২৯৬

"নৈরাশ্য ইহার নাম ভয়ঙ্কর স্থান"
কহিলা কল্পনা দেবী "শুনবৎসগণ।
প্রবঞ্চনা ছলনায় জিনি পরদেশ
রাজ্য-দানে অঙ্গীকার করি যেইজন,
কৃত অঙ্গীকার পরে না করে পালন
বঞ্চনা করিয়ে তার হরে রাজ্যধন।

২৯৭

"উদ্ধারিয়ে স্বাধীনতা করিব প্রদান
হেন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হ'য়ে যেই নর,
আশায় নৈরাশ করি জনমের মত
পরদেশ হস্তগত করে স্বার্থপর ;
কাঁদায় সে দেশবাসী জনমের মত
তাহার নৈরাশ্যে বাস হয় অবিরত।

"হের দেখ অন্য ভাগে লক্ষ লক্ষ কত
তৃষ্ণায় কাতরি পাপী করিছে ক্রন্দন ;
বারি-পানে পুনঃপুনঃ হতেছে নৈরাশ
তথাপি তাহার হায় বৃথা আকিঞ্চন ;
ডুবায়েছে কত জাতি চির দিন তরে
অধীনতা-দুঃখ-রূপ অকূল-পাথারে।

২৯৯

"সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে আজ,
নৈরাশ্যে নৈরাশ-শাস্তি বিধির আজ্ঞায় ;
প্রতি পদে মর্ম্মব্যথা ক্ষোভ মনস্তাপ
কাটিতেছে বক্ষঃ তার ঘোর উদন্যায় :
থাকিতে জীবন পাপী না পায় জীবন
জীবন জীবন করি হারায় জীবন।"

৩১০

তেয়াগি 'নৈরাশ্য' দৃশ্য পান্থ পঞ্চজন
আশুগতি অন্য দৃশ্যে হৈল অগ্রসর ;
জননী কল্পনা সহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ধায় চিন্তা কৌতুহল আশা নরবর ;
নৃমুণ্ডমালিনী পেছু যথা দেব-চয়ে
গিয়াছিলা গিরিপুরে হর-পরিণয়ে।

৩১১

"খোলোদ্বার খোলোদ্বার" উচ্চারি সঘনে
কহিলা কল্পনা দেবী আঘাতি তোরণে ;
শুনি সুধামাখা-স্বর প্রহরী জনেক
উদ্ঘাটিল ভীম-দ্বার ভীষণ-নিকনে ;
আবির্ভূত নয়নাগ্রে অপূর্ব্ব ব্যাপার
বাহিরে আলোক পূর্ণ অন্তরে আঁধার।

৩১২

প্রবেশিয়া ভীম দ্বার নিহারিল সবে
মহীধ্র-বেষ্টিত-পুরী সুন্দর রচিত ;
স্তরে স্তরে শৈলখণ্ড ন্যস্ত স্থানে স্থানে
কোথা অধিত্যকা ভূমি সদূর্ব্বা-আবৃত
বীরুৎ-গুল্মিনী পূর্ণ কোথাও কন্দর
কোথা বনস্পতি-বীথী কোথাও প্রান্তর।

৩০৩

সুবিমল নীল-নভো অন্তর ব্যাপিয়া
শোভিছে আকাশ-পটে চারু দরশন ;
শাখী-শিরে শৈলতলে প্রান্তরে দূর্ব্বায়
ব্রীড়াভরে ক্রীড়া করে মন্দ সমীরণ ;
নাচায় মাধবীলতা রসালের ডালে
মুকুল মুঞ্জরী নাচে কিশলয়-দলে ।

৩০৪

কখন কৌমুদীপূর্ণা কভু ক্ষীণ-তমে
আবৃত পার্ব্বত্য-পুরী ক্রমশঃ পর্য্যায ;
কভু বিহসিত বিধু কখন মুদিত
কখন আছন্ন অভ্রে ইন্দু-অর্দ্ধকায় ;
গোধূলী কখন উদে উষা বা কখন
সিন্দুর-লেপিত ভালে দেয় দরশন ।

৩০৫

আকাশ-কিরীটে শোভে আকাশ-রতন
সখা তারকার সহ হইয়া বেষ্টিত ;
পড়ে ক্ষীণালোক ভূমে নবশষ্পাঙ্কুরে
মহীরুহ-শিরে কভু লতায় শোভিত ;
বনজ-কুসুম-গন্ধে চির আমোদিত
নির্জ্জন নিভৃত পুরী প্রাণী-বিরহিত ।

৩০৬

মোহিনী যুবতী এক ভ্রমিছে তথায়
কভু তরুতলে কভু শৈল-খণ্ড-তলে ;
সেবিয়া সুস্নিগ্ধ মৃদু মন্দ সমীরণ
কভু শূন্য পানে চাহি কভু ভূমিতলে ;
গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ সদা অন্যমনা
পাইয়াছে যেন কোন মরম বেদনা।

৩০৭

সরোজ-নিন্দিত মুখ সুদীর্ঘ নাসিকা,
দিনেমার আভরণে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত,
রুচির রজত-কান্তি জিনিয়া উজ্জ্বল,
সুচারু বদনশ্রী, ভ্রুকুটী কুঞ্চিত,
সুগোল সুঠাম হস্ত পদ সুললিত,
হিরণ্য-কিরীট শিরে সদা উজ্জ্বলিত।

৩০৮

কহিলা রাজন্ "অয়ি বিশ্ব বিমোহিনি
আসিলে কি স্বর্গ ত্যেজি পাপীর আলয় ?
সম্ভবে কি হেন দৃশ্য নিরয়ের মাঝে ?
সম্ভবে কি মরুভূমে বসন্ত উদয় ?"
হাসিয়া কহিল দেবী "শুন বৎসগণ
নহে স্বর্গ-পুরী ইহা নরক ভীষণ।"

৩০৯

এতেক কহিয়া দেবী কররুহ তুলি
দেখাইলা কূপ এক ভূগর্ভ-নিম্নে ;
সান্দ্র অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ খনিত
অতল পরশি, দৃষ্টি না চলে নয়নে ;
নারকী বরটা দংশ ভীম অন্ধকারে
হুল বিস্তারিয়া তথা নিরন্তর ফিরে।

৩১০

উজলি চৌদিক রূপে দাঁড়াইল দেবী
সুড়ঙ্গের প্রান্তভাগে গাঢ় অন্ধকারে ;
দেবী-দেহ বিনিঃসৃত তীব্র জ্যোতি তেজে
নিরখিল নর এক অঙ্কুর ভিতরে ;
বিষাদ-কালিম মাখা বিমল বদনে
হতাশের মত দৃষ্টি চাহি শূন্য পানে।

৩১১

ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই মোহিনী মূরতি
উপনীত হৈল ধীরে ত্রিকা সন্নিহিতে ;
নিরখি সে চারু মূর্ত্তি অন্তরীক্ষ-পথে
প্রেমগর্ব্ব-বাক্যে পাপী লাগিল কহিতে ;
"প্রেয়সি হৃদয়েশ্বরি প্রিয়ে প্রিয়তমে
অপ্রণয়ী হতভাগ্যে নাহি কিরে মনে।

৩১২

"সুখ যায় স্মৃতি হৃদে থাকে জাগরূক,
ক্ষত যায়, দাগ নাহি শরীরে মিলায় ;
দেহ যায় কীর্ত্তি তার থাকে চিরদিন,
শুকায় তটিনী কিন্তু চিহ্ন না মিলায়;
কালেও এসব হায় ক্রমে লোপপায়;
প্রাণ যায় ভালবাসা কিন্তু নাহি যায়।

৩১৩

"মনে নাই সেই দিন,যেইদিন আমি
লিখি প্রেম-লিপি দিনু ও কর-কমলে ;
কত হরষিত মনে চুম্বিয়া সুন্দরী
কতবার শতবার পড়িলে বিরলে ;
এখনো স্মরণ-পথে হতেছে উদয়
সুমধুর প্রেমপূর্ণ সেই পুংক্তি কয়।

৩১৪

'পার সন্দেহিতে তুমি তেজোময় বলি
অন্তরীক্ষ-বাসী যত নক্ষত্র-নিকরে ;
পার বিবেচিতে চিতে নিস্প্রভ বলিয়া
জ্যোতিপূর্ণ অংশুমালী তীব্র দিবাকরে ;
সত্যকে অসত্য বলি পার বিবেচিতে
নারিবে তথাপি মম প্রেমে সন্দেহিতে।'

৩১৫

"কিন্তু হায়!—
সেই দৃঢ় পণ মম হইল বৃথায়,
এবে লজ্জা করে মনে সে পণ-স্মরণে;
জলবিম্ববৎ হায় বাতুলের প্রায়,
কয়েছিনু কত কথা নাহি এবে মনে;
মম প্রেমে পাগলিনী হইলে বালিকা
আমিও হৈনু পাগল নহে তুমি একা।

৩১৬

"স্বেচ্ছায় নিমজ্জি নীরে ত্যজিলে পরাণ
যেই দিন, উঃ সেইদিন ভয়ঙ্করে;
এখনো স্মরণে মম হৃদি কম্পমান,
সেই দিন যেই দিন শায়িনী কবরে;
সেই দিনে আশা-সূর্য্য অস্ত জন্মান্তরে
শুকাইল আশাঙ্কুর তীক্ষ্ণ রশ্মি-করে।

৩১৭

"নিষ্ঠুর কবরে যবে তব কলেবর
হেরিনু নয়নে সখি, যদ্যপি তখন
ত্যজিতাম পাপ-প্রাণ ভীম শূলাঘাতে,
অথবা হইত শীরে অশনি পতন,
নহিতাম তাহাতেও ব্যথিত কাতর
লক্ষাধিক এর চেয়ে মরণ তোমার।

৩১৮

"হেরিলাম যেইক্ষণ নিষ্ঠুর সময়
কবরে কফিনে তব বিগত জীবন ;"
প্রেমের পুতলি মম প্রাণের দোসর
লোমাঞ্চে এখনো দৃশ্য হইলে স্মরণ ;
করিলাম মহাপাপ তব কাছে কত
সেই হেতু অন্ধকূপে শাস্তি ভুঞ্জি এত।

৩১৯

"করিতে যাহারে প্রিয়ে এত সমাদর
যুগ জ্ঞান হৈত যার পল অদর্শনে,
আজি সেই জন হের পড়ি অন্ধকূপে
ডাকিছে কাতরে তোমা বিলাপি সঘনে ;
ক্ষমা করি প্রাণেশ্বরী করহে উদ্ধার
তব দয়া বিনা মম নাহিক নিস্তার।

৩২০

"যার সহ করেছিলে হৃদি বিনিময়
জীবনে জীবন প্রাণে, প্রাণ মন গাঁথা
ছিল ভূজগতে তব সখি একদিন
তারে হতাদরে কেন নাহি কও কথা ;
ডাকিলে উত্তর কেন না দাও ললনা
বিগত দোষের আজো নাহি কি মার্জ্জনা ?

৩২১

হবে কি সে বালা তুমি কহ সুলোচনে
অথবা অপর কেহ করিতে ছলনা
আসিয়াছ মোরে সখি কহ সত্য করি ;
নতুবা হইলে তুমি সে প্রিয় ললনা,
বাঁচাইতে প্রাণপণে অভাগা-জীবন
এত নিরদয়া বালে না হতে কখন।

৩২২

"নির্জ্জীব প্রস্তর-মূর্ত্তি হবে কি ললনে
বায়ব-আকৃতি কিম্বা মায়া-প্রতিছায়া
নতুবা পাষাণ যার দুঃখে দ্রব হয়
তার দুঃখে নারী দেহে না সম্ভবে দয়া ?
কে জানে যে প্রণয়ের এহেন চরিত
কোমল স্বর্গীয় প্রেম লৌহ বিগঠিত।"

৩২৩

না পশিল কথা কিন্তু সুন্দরীর কাণে
ডাকিল বৃথায় পাপী হইয়া কাতর ;
ধ্বনিল সে প্রতিধ্বনি প্রাহি অভ্যন্তর
না চাহিল নিম্নে সতী না দিল উত্তর ;
মিনতি করিল পাপী কত অনুনয়
কেবা শুনে কথা তার কে শুনে বিনয়।

৩২৪

জিজ্ঞাসিল দেহেশ্বর "কহ মা জননী
কি পাপে ভুঞ্জিছে শাস্তি এবা কোন্‌জন?"
কহিল কল্পনা মাতঃ "শুন বৎস বলি
"ওফেলিয়ার" একমাত্র হৃদয়ের ধন;
দেনামার রাজপুত্র "হেমলেট" নাম
পিতৃব্যের ঘোর বৈরী এল্‌সিনোর ধাম।

৩২৫

"পর মনব্যথা যেবা দেয় নিরন্তর
পর মন দুঃখ কিম্বা বুঝিতে না পারে,
কিম্বা পরদুঃখ হেরি না হয় কাতর,
দুঃখ বুঝিয়াও যেবা কার্য্য নাহি করে,
এরূপ পাপীরা রুদ্ধ এই অন্ধকূপে
জন্মান্তরে মুক্তি তার নাহি কোন রূপে।"

৩২৬

অতিক্রমি "অন্ধকূপ" সবে অতঃপর
চলিল পশ্চিম মুখে অন্য দৃশ্য পানে;
ভীষণ নরকে এক হৈল উপনীত
হেরিল ভীষণ-কাণ্ড পুনঃ এই স্থানে;
বিস্তীর্ণ প্রান্তর এক আলোক পূর্ণিত
নব দূর্ব্বাদল পুঞ্জে সে স্থান শোভিত।

৩২৭

দ্রুমরাজি বিরাজিত কোথা স্থানে স্থানে
দুর্গন্ধ-কুসুম কত শোভে তরু শাখে ;
কীটাবলী পূর্ণ পুষ্প কে করে আঘ্রাণ
বসিয়া বায়স শাখে ঘন ঘন ডাকে ;
অশনি-কণ্টক-ধার শাল্মলী কোথায়
রহিয়াছে কত শত প্রোথিত তথায়।

৩২৮

প্রান্তরের প্রান্ত ভাগে লক্ষ নর নারী
তুলিতেছে এক তানে সঙ্গীত লহরী ;
বামাকণ্ঠ বিনির্গত সঙ্গীত সুধায়
মোহিছে জগত কিবা আহা মরি মরি ;
বীণা-বিনিন্দিত-স্বরে হৃদয় বিকল
বিমুগ্ধ বিটপী শৈল স্বর্গ ধরাতল।

৩২৯

বিমুক্ত চিকুর কারো আগুল্‌ফ লম্বিত
নিতম্ব চুম্বিত বেণী কারো পৃষ্ঠে দোলে ;
খঞ্জন-গঞ্জন-কারো অঞ্জন রঞ্জন
চকিত নয়ন মরি মুখশ্রী উজলে ;
মৃগাঙ্ক মণ্ডল জিনি কাহারো বদন
নিবিড়-নিরদ-কান্তি কাহারো বরণ।

৩৩০

সংখ্যাতীত ধাতুমূর্ত্তি পুরুষ-প্রকৃতি
প্রোথিত অপর প্রান্তে সদা দাহ্যমান ;
অনলে উত্তপ্ত সদা অগ্নি কান্তি-রূপ
সুন্দর নাসিকা ভুরু নয়ন বয়ান ;
বিষাক্ত কণ্টক ক্ষুদ্র সর্ব্বাঙ্গে তাহার ;
স্পর্শিলে বারেক অঙ্গে নাহিক নিস্তার।

৩৩১

জিজ্ঞাসিল নৃপবর "কহমা জননী
ধাতুর মূরতি কেন প্রোথিত তথায় ?
প্রান্তর মাঝারে কেন নর নারী দল
তুলিছে অপ্সরি-কণ্ঠ বসিয়া হেথায় ;"
কহিলা কল্পনা "বৎস, কেন উচাটন
এখনি কৌতুক কত হেরিবে রাজন।"

৩৩২

কহিতে কহিতে কথা নর নারী দল
ধাইল সত্বরে লৌহ-প্রতিকৃতি পানে ;
সাদরে সম্ভাষি স্ব স্ব- নায়ক নায়িকা
তুষিল প্রেমের তৃষা আলিঙ্গন দানে ;
বাসনা অনল সহ দিতে রতি দান
কামোন্মত্ত নর নারী নাহি বাহ্য জ্ঞান।

৩৩৩

অনলে পতঙ্গ সম হইয়া পতিত
দগ্ধ কলেবরে ভুঞ্জে যাতনা অপার ;
তেমতি পড়িয়া পাপী দগ্ধ কলেবরে
দগ্ধিয়া আপন আত্মা করে হাহাকার ;
বিষাক্ত-কণ্টক বিদ্ধি পাপী-সর্ব্বকায়
বিষাক্ত অগ্নির দাহে শরীর জ্বালায়।

৩৩৪

যেমনি পাপীনী দল কামোন্মত্ত বেশে
ঝম্প-দানে পড়ে গিয়া প্রতিকৃতি গায় ;
অমনি রসিক মূর্ত্তি নিজ দুই করে
দাহ্য মান বক্ষঃস্থলে ধরে চাপি তায় ;
ছাড়ি দাও বলি দুষ্টা করে হাহাকার
কে শুনে সে কালে কিন্তু বচন তাহার।

৩৩৫

বিদগ্ধিয়া বৈশ্যানরে সুদূর পলায়
পরক্ষণে পুনঃ ভ্রম উপজে তাহার ;
প্রিয়জন বলি তারে করি সম্বোধন
পুনঃ আলিঙ্গন আশে ধায় বারম্বার ;
দগ্ধ কলেবর তার পুনঃ পুনঃ হয়
তথাপি না হয় কভু জ্ঞানের উদয়।

৩৩৬

যম-শাস্তি ভুঞ্জে হেথা নর নারীগণ
যন্ত্রণা কাতর দোঁহে দোহারালিঙ্গনে ;
দোঁহার সমান শাস্তি মরম-পীড়ন
দোঁহে জর্জ্জরিতকায় বিষাগ্নি দহনে ;
পরশনে উভজনে করে হাহাকার
এক শাস্তি নর নারী নাহিক বিচার।

৩৩৭

দোহার শোণিত-স্রাব হয় অনুপলে
ঝলসে দেহের ত্বক বিষে জরজর ;
নখের আঘাতে কিম্বা দশন-দংশনে
বিক্ষত বিযুক্ত হায় সর্ব্ব কলেবর ;
অতি বিভীষণ মূর্ত্তি ধরি দুইজন
গরলে জর্জ্জরি হয় ভূমে অচেতন।

৩৩৮

চেতন পাইয়া পুনঃ উঠিয়া সত্বর
ধায় দ্রুতগতি অতি আলিঙ্গন আশে ;
নিজ প্রিয়জন পানে গতক্লম দেহ
পাসরি বিগত দুঃখ উন্মত্তের বেশে ;
স্পর্শনে সে দশা কিন্তু ঘটে পুনর্ব্বার
ভ্রমে ভ্রান্ত তথাপিও দোঁহে বারম্বার।

৩৩৯

দগ্ধিয়া অনলে কোন অভিমানবতী
চাহি প্রাণনাথ পানে কহিছে তাহায়
কত যে বাসিতে ভাল দাসীরে প্রাণেশ
আজি সেই ভালবাসা কোথা তব হায় ?
কিদোষে হয়েছি দোষী বল ওচরণে ?
দহিছ কি হেতু আজি প্রেমাশ্রিতা জনে ?

৩৪০

কোন নর কহিতেছে প্রিয়া সম্বোধনে
"বল প্রিয়ে কিলাগিয়ে এ অধীন জনে
দহিতেছ বারম্বার বিষাক্ত পাবকে
সেই পূর্ব্ব কথা সখি নাহিকিরে মনে
সেই ভালবাসা পণ অমিয় বচন
ভুলেছ সে সব মনে নাহিকি এখন ?"

৩৪১

কোন নারী কহিতেছে নিজ প্রিয়জনে—
"নির্দ্দয় পুরুষ জাতি নিষ্ঠুর নির্ম্মম ;
মনে নাই ক'য়ে ছিলে কত কথা আগে
আজি কি সে সব নাথ হয়েছে বিভ্রম ?
না বুঝে তোমার সনে কেন মজিলাম
হইল কি প্রণয়ের এই পরিণাম ?"

৩৪২

কোন নর কহিতেছে “ধিক্ সে প্রণয়ে
পলকে প্রলয়-জ্ঞান করিতে সুন্দরী
যার মুখ অদর্শনে ; তারে আজি হায়
দংশিতেছ কি কারণ অহিরূপ ধরি ?
প্রণয়ের এই কিহে উচিত বিধান
কম অপরাধ প্রিয়ে কেন এত মান ?

৩৪৩

এইরূপ অনুতাপ করি ক্ষণকাল
আবার ধরিতে মূর্ত্তি মতি-ভ্রমে ধায় ;
পাসরি সে সব দুঃখ যন্ত্রণা বেদনা
পূর্ব্বস্মৃতি হৃদে তার নাহি উদে হায় ;
পার্থিব প্রেমেতে পাপী হইয়া মগন
ভুঞ্জিতেছে চির কল্প এ শাস্তি ভীষণ ।

৩৪৪

“এ কোন্ ভীষণ ঠাঁই-পুছিলা রাজন”
চাহি কল্পনার পানে করি সম্ভাষণ ;
কহিলা কল্পনা দেবী “শুন মহারাজ
তপ্তশুর্ম্মি নাম এর নরক ভীষণ ;
অই দেখ ভীম দেহ দাহ্য প্রতিকৃতি
সংখ্যাতীত নর কোথা, রমণী মুরতি ।

৩৪৫

স্বেচ্ছায় যে নারী করে, অপতি-গমন,
যে নর অগম্যানারী করয়ে রমণ
নর-প্রতিকৃতি সহ নারী সহবাসে
নারীর সহিত নরে করে আলিঙ্গন ;
লম্পট কামুক বেশ্যা বারাঙ্গনা দল
এ পুরীর মহাশাস্তি ভুঞ্জে অবিরল।

৩৪৬

পতির অজ্ঞাতে রতি ভুঞ্জে যেই নারী
নিজ পতি ত্যজি কিম্বা অন্য পানে মন ;
পর-সহবাস নাথে যে করে গোপন
অথবা কুলটা হোয়ে তেয়াগে ভবন ;
'তপ্তশুর্ম্মি' সম্প্রহার যথা শাস্তি তার
মদন-দহনে চির নাহিক নিস্তার।

৩৪৭

অতিক্রমি সে নরক নিরখিল সবে
কেশাগ্রে নিবদ্ধ এক শূল ভয়ঙ্কর ;
বিষময় তীক্ষ্ণ-ধার লম্বিত বিমানে
তীব্র-দ্যুতি-পূর্ণ লাঞ্ছি ত্বিষাপতি কর ;
অহোরাত্র সমুজ্জল বিকট দর্শন
না রহে নয়ন স্থির, ঝলসে নয়ন।

৩৪৮

সেই শূল নিম্নে বসি নর একজন
অতুলিত ধন রত্ন রাশি স্তূপাকারে
স্থাপিয়া সম্মুখে পাপী কুণ্ঠিত সভয়ে
কভু শূন্য পানে চায় কভু চতুর্দ্ধারে ;
না পারে উঠিতে পাপী দারুণ মায়ায়
কেশাগ্র লম্বিত শূলে ঘন ঘন চায় ।

৩৪৯

নড়িলে একটি পাতা চকিতে চাহিয়া
পদক্ষেপ ভ্রমে পাপী হেরে চতুর্দ্দিকে ;
উড্ডীন বায়স-ছায়া হেরিয়া ভূতলে
সভয়ে মানব ভ্রমে নিহারে চৌদিকে ;
সদা শশঙ্কিত চিত্ত সভয়ে কাতর
চমকি চমকি উঠে ভয়ে নিরন্তর ।

৩৫০

গাঢ় অন্ধকারে ঢাকি দেহ আপনার
সূচীমুখ তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ধরি করে
একমাত্র উপবিষ্ট নিভৃত নির্জ্জনে
সশঙ্কে কুণ্ঠিত সদা আপন অন্তরে ;
ধীরে প্রসারিছে হস্ত কভু অর্থপানে
না স্পর্শিতে ঝুকিতেছে কি ভাবি কি মনে ।

৩৫১

তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ধরি কখন মৃত্তিকা
খনিতে খনিতে পাপী সভয়ে অমনি
চাহিছে চৌদিক পানে গ্রীবানত করি,
আপন শবদে পাপী চমকি আপনি ;
সতর্কিত বিঘূর্ণিত সশঙ্ক সভয়
দুর্ভেদ্য তামস-ভেদ্য আঁখি জ্যোতির্ম্ময়।

৩৫২

হৃদয়-দৌর্ব্বল্যে কভু কাঁপে থর থরি
সাহসে বাঁধিয়া বুক নিহারে কখন ;
কখন চমকি পাপী দাঁড়ায়ে চৌদিকে
কভু বা স্বমনে করে ভূপৃষ্ঠ-খনন ;
কখন আঁধারে ভূমে হস্ত সঞ্চালয়
কখন কি যেন ভ্রমে কক্ষেতে লুকায়।

৩৫৩

সদা অনুমানে পাপী আপনার মনে—
দশ দিক হৈতে যেন আসি দশজন
হরিতেছে অর্থ তার ; অমনি চকিতে
সন্দিহান চিতে ঘন চায় অজ্ঞাজন ;
এইরূপ ভুঞ্জে শাস্তি পাপী নিরন্তর
চিরদিন নরকেতে সভয় অন্তর।

৩৫৪

ক্ষুৎপিপাসায় পাপী কাতর অন্তরে
চাহি শূন্যে শূন্য-দৃষ্টে করে হাহাকার ;
হানে করাঘাত বলে ভালে বক্ষোঃপরে
ললাট কাটিয়া ঝরে রুধিরের ধার ;
কেশাগ্র নিবদ্ধ শূলে চাহি শূন্যপানে
প্রাণভয়ে কলেবর সিহরে সঘনে ।

৩৫৫

জিজ্ঞাসিল দেহরাজ "কহ মাজননী !
কি পাপের শাস্তি ইহা ? এবা কোন্ নর ?"
কহিলা কল্পনা "ইহা শূলপ্রোত" ভূমি ;
ধন-অপহারী যত পাপিষ্ঠ তস্কর
নিবাসে হেথায় সদা রক্ষা করি ধন
প্রলয়েও দুষ্কৃতের নাহিক মোচন ।"

৩৫৬

তেয়াগি এ দৃশ্য সবে বিভিন্ন প্রান্তরে
নবীন নিরয়-মূর্ত্তি হেরিল নয়নে ;
অদূরে অসংখ্য নর জুড়ি দুগ্ধ কর
এক দৃষ্টে চাহি আছে সবে শূন্য পানে ;
ঈশ্বর-ভাবুক যেন ডাকিছে ঈশ্বরে
এক মনে দৃঢ়পণে যুড়ি দুই করে ।

৩৫৭

সমুত্থিত শিরারাশি ললাটে সবার
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর অতি কদাকার ;
স্বেদ-সিক্ত ক্লান্ত অতি ব্যথিত কাতর
গলিত ধবলবর্ণ বদন তাহার ;
অসিত বিষাক্ত কৃমি ভ্রমে সর্ব্বকায়
মহীলতা পূর্ণ যথা ধরাঙ্গ বর্ষায়।

৩৫৮

জিজ্ঞাসিল মহারাজ "মানস সম্ভবে !
কল্পনা জননী অয়ি কহ সমাচার ;
নিরয়ে ঈশ্বর-ধ্যান একি অসম্ভব ?
কি হেতু বা ভক্তদল নিরয় মাঝার ?"
উত্তরিল লীলাময়ী মধুরভাষিণী
"ভকতের পরিচয় পাইবে এখনি।"

৩৫৯

সহাস্যে কহিয়া দেবী হৈলা অগ্রসর
কিছুক্ষণে উত্তরিল সবে সন্নিধানে ;
নিহারিল পাপী দল করিছে ক্রন্দন
পড়িছে কপোলে অশ্রু নিশ্বাস পবনে ;
হৃদয়-আবেগে যেন ঈশ্বরের নাম
উচ্চারণে প্রয়াসিছে মুখে অবিরাম।

৩৬০

বেত্র হস্তে যমচর চৌদিকে তাহার
দাঁড়াইয়া ভীম মূর্ত্তি অসিত বরণ ;
নাহি দয়া মায়া লেশ কাণ্ড জ্ঞান ভয়
সে মূর্ত্তি হেরিলে হয় হৃদয়-কম্পন ;
দগ্ধ-গুল-বর্ণ শূল ধৃত কারো করে
এক দৃশ্যে চাহি সবে পাপী-আস্যোপরে।

৩৬১

সম্মুখে বিষম এক হ্রদ ভয়ঙ্কর
সুগভীর কর্দ্দমাক্ত গোবিষ পূরিত ;
বিকট-বদন কৃমি ফিরে অনিবার
দুর্গন্ধে কাহার সাধ্য হয় সন্নিহিত ?
বিকট-দুর্গন্ধ বায়ু বহে অনিবার
রৌদ্র-করে ঝলসিত শরীর সবার।

৩৬২

যতই প্রয়াসে পাপী অন্তরে আপন
যুগ্ম-করে করিবারে ঈশ-উপাসন ;
ততই কুবাক্য মুখে সদা বাহিরয়
অশ্রাব্য অকথ্য গালি হয় উচ্চারণ ;
অন্তরে সরল ভাব প্রকাশে গরল
মনের আগুনে দহে পাপাত্মার দল।

৩৬৩

ঈশ্বরে কুবাক্য শুনি যত চেড়ীদল
মারিতে মারিতে যেত্রে টানি ভীম বলে ;
পদাঘাতে মুষ্টাঘাতে করিয়া তাড়ন
দুর্গন্ধিত পাপ-পঙ্কে আকর্ষিয়া ফেলে ;
ডুবায়ে বদন পঙ্কে রোধে শ্বাস তার
সকাতরে কাঁদে পাপী করি হাহাকার ।

৩৬৪

পুছিলা রাজন, "মাতঃ কহ সবিশেষ
এ কোন্ ভীষণ পুরী কি পাপের ফল ?
কি হেতু ঈশ্বর নাম নারে উচ্চারিতে ?
কেন বা কুবাক্য মুখে কহে অনর্গল ?"
উত্তরিলা লীলাময়ী "শুন বৎসগণ
কর্দ্দম নিরয় ইহা স্থান বিভীষণ ।

৩৬৫

"রাজদ্বারে সাধারণে বিচারের স্থলে
শপথ করিয়ে মিথ্যা কহে যেই জন ;
পরস্বে আপন বলি অভিযোগ করে
উচ্চারি শপথ করি ঈশ্বরে স্মরণ ;
নিবাসে হেথায় রাজা সেই পাপীগণে
না পারে ঈশ্বর নাম কভু উচ্চারণে ।

৩৬৬

"যতই প্রয়াসে পাপী নাম উচ্চারণে
ততই বদন হ'তে গালি বাহিরয় ;
বিফল প্রযত্ন তার বিফল প্রয়াস
অনিবার্য্য বিধি-লিপি খণ্ডিবার নয় ;
নিজ কর্ম্মে ভুঞ্জে পাপী এ হেন নিরয়
কোটী কল্পে কভু তার উদ্ধার না হয়।"

৩৬৭

আরম্ভিলা গতি-দেবী এতেক কহিয়া
সঙ্গে লয়ে সঙ্গীদল ভিন্ন দৃশ্যপানে ;
কিয়দ্দূর গিয়া সতী দাঁড়ায়ে সহসা
কহিলা সম্ভাষি রাজে মধুর বচনে ;
"বিবিধ নরক বৎস রহিল পশ্চাৎ
কত আর পর্য্যটিবে বল মম সাত।"

৩৬৮

এতেক কহিয়া দেবী অঙ্গুলী নির্দ্দেশি
দেখাইলা পূর্ব্বোত্তরে পশ্চিম দক্ষিণে :—
"অই দেখ নানাভক্ষ্য" "সন্দংশ" নিরয়
নিহার সে "দন্দশুকে" "অপর্য্যাবর্ত্তনে ;"
পশ্চিম বিভাগে হের "অবীচিপাতনে"
দক্ষিণে নিহার অই "সারমেয়াদনে।"

৩৬৯

"ধূ ধূ করিতেছে অই হের পূর্ব্বভাগে
ভীষণ নরক নাম "বটনিরোধন ;"
সে "অঙ্গার-নিরয়" পূর্ব্বে "পূত" আদি আর
বিবিধ বিকট স্থান সংখ্যা অগণন ;
কত দেখাইব বল চল এবে যাই
বিমল স্বরগ-পথে জীবন জুড়াই।"

৩৭০

এতেক কহিয়া দেবী আরম্ভিলা গতি
বিমল ত্রিদিব-পথে স্বর্গ-দ্বার-মুখে ;
চলিল পশ্চাৎ ধীরে পান্থ চারিজন
আনন্দে জননী সহ ভাসি মন সুখে ;
যাইতে যাইতে দেবী ফিরায়ে বদন
কহিলা "নিহার এক দৃশ্য বিভীষণ।"

৩৭১

অমনি ফিরায়ে মুখ সহসা দক্ষিণে
হেরিল সকলে এক ক্ষুদ্রতরঙ্গিনী ;
সংকীর্ণ-শরীরা অতি মন্থর-গমনে
তুলি ক্ষুদ্র কলরব কল নিনাদিনী
ঘনাবর্ত্ত বীচিঊর্ম্মিলহরী ভূষণে
ভূষিয়া সর্ব্বাঙ্গে চলে পতি-দরশনে।

৩৭২

নাহি উচ্চ উপকূল তট সমতল
কোথা পলি পঙ্কপূর্ণ বালুকা কোথায় ;
বায়স-নয়ন-স্বচ্ছ সমতুল্য জল
নীর-নিম্নে জলজন্তু অবিরত ধায় ;
অশ্বত্থ বিটপী এক গ্রীষ্ম-দর্প-ভরে
বিস্তারি বিস্তৃত-শাখা শোভিছে প্রতীরে।

৩৭৩

পাদপের মূলে বসি নর একজন
যজ্ঞ-উপবীত-ধারী প্রশস্ত কপাল,
সুবলিষ্ঠ কলেবর দীর্ঘ আয়তন,
আকর্ণ-পূরিত-ভুরু লোচন ভয়াল,
লৌহ-দ্বার বক্ষঃদেশ শ্যামল-বরণ
বীরেশ-চিহ্নিত মূর্ত্তি উজ্জ্বল বদন।

৩৭৪

ধরি পারশ্বধ-দণ্ড দুই ভীম করে
করিছেন একমনে কর প্রক্ষালন ;
সুপ্রশস্ত করতল আর্দ্রিত রুধিরে
যতবার করিছেন কর উত্তোলন ;
ততবার হেরিছেন পুনঃ রক্তময়
অধৌত্য সে রক্ত-চিহ্ন, সে দাগ অক্ষয়।

৩৭৫

পুনরপি নিমজ্জিয়ে নীরে দুই কর
অতি বিষাদিত-চিতে কিন্তু এক মনে,
ক্ষালন করিছে বীর হইয়া তৎপর;
প্রক্ষালিয়া কিন্তু পুনঃ হস্ত উত্তোলনে;
সেই রক্তময় চিহ্ন হেরিছে আবার
সে রক্ত বিষম রক্ত নহেক যাবার।

৩৭৬

পলি পঙ্ক সংগ্রহিয়ে মাখি দুই করে
করিছেন প্রক্ষালন অতি সযতনে;
তথাপিও রক্ত-চিহ্নে ঘনস্পষ্টাক্ষরে
চিহ্নিত সে করতল, পড়িছে নয়নে;
কিম্বা সেই কোদণ্ডের ভীমদণ্ড তার
করোম্মুক্ত করিবার আছে সাধ্য কার?

৩৭৭

বারম্বার পুনরপি হস্ত প্রক্ষালনে
নদীর নীরদ-জল রক্তে রক্তময়
সাজিল আবর্ত্ত ঊর্ম্মি রকত বরণে;
সরক্তিম উপকূল ফেণপুঞ্জচয়
প্রক্ষালনে বারম্বার কত চেষ্টা পায়
করাঙ্কিত রক্ত-চিহ্ন তবু দেখা যায়।

৩৭৮

এ দৃশ্যে সাশ্চর্য্য নেত্রে পুছিলা রাজন্
"অয়ি মা কল্পনা দেবী ! কহ পরিচয়
কি পাপের শাস্তি ইহা ? এবা কোন্‌জন ?
কি কারণ করতল রক্তে রক্তময় ?"
হাসিয়া কল্পনা দেবী প্রদানি অভয়
উত্তর করিলা "বৎস শুন পরিচয়।

৩৭৯

"'এই যে সম্মুখে হের ক্ষুদ্র প্রবাহিনী
অইযে বসিয়া তথা কূলে অবিরাম ;
মন্দাগতি নদী উহা নাম 'বৈতরণী'
কূলে বসি হের অই বীর ভৃগুরাম ;
যামদগ্নি-পুত্র দুষ্ট মাতৃ-হত্যা করি
এসেছে নিরয়-মাঝে ঘোর অহঙ্কারী।

৩৮০

"মাতৃ শিরশ্ছেদে হস্ত রক্তে রক্তময়
সে হেতু রক্তের দাগ না হয় বিলীন ;
সে কোদণ্ড করচ্যুত কভু নাহি হয়
যে দণ্ডে করিল তাঁর জীবন বিহীন ;
অহর্নিশি এই শাস্তি ভুঞ্জে বারম্বার
কোনকালে এ পাপের নাহিক নিস্তার।"

৩৮১

নীরব হইল দেবী, অমনি স্বগতঃ
কাঁদিয়া কহিল পাপী "হায় রে জীবন !
এখনও কার তরে না হ'স নির্গত ?
এযন্ত্রণা আর প্রাণে না যায় সহন ;
কত কল্প চলিগেল কত যুগ যায়
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত না ফুরালো হায়" ।

৩৮২

কহিলা কল্পনা দেবী রাজায় সম্ভাষি
"ক্ষণেক নীরব হ'য়ে শুন দিয়া মন ;
কি কারণ ভৃগুবীর আঁখি-জলে ভাসি
আত্মগত মনে ভাবি কি কহে কথন ;"
নীরবে শুনিল সবে দিয়া এক মন
কহিতে লাগিল বীর মনের বেদন।

৩৮৩

"স্বরগের পথে দ্বারী রোধিয়া আমায়
আদেশিল রক্ত-চিহ্ন নীরে প্রক্ষালিয়া
যাইতে অমরাপুরী আবাধে সেথায় ;
বিনা পরিষ্কৃতকর না দিল ছাড়িয়া ;
যাইনু করিতে নীরে কর প্রক্ষালিত
প্রক্ষালনে কিন্তু হায় না উঠে শোণিত।"

৩৮৪

পুনরপি উচ্চৈস্বরে লাগিল কহিতে
হস্তের শোণিত পানে চাহি প্রতিক্ষণ ;
"কেনরে, রুধির ! লিপ্ত এ পাপ করেতে ?
প্রক্ষালনে নাহি উঠ কিসের কারণ ?
কি দোষ আমার বল ? পিতার আজ্ঞায়
বধিয়াছি ক্রোধভরে নির্দ্দোষিনী মায় ।

৩৮৫

"পিতা গুরু শ্রেষ্ট বলি ব্যাপ্ত চরাচর
জনক-অনুজ্ঞা কভু না যায় লঙ্ঘন ;
পিতৃবীর্য্যে জন্মি জীব ধরে কলেবর
পিতাই পার্থিব ঈশ শাস্ত্রের লিখন ;
তবে কেন মোর প্রতি এ শাস্তি বিধান ?
জানিলাম শাস্ত্র মিথ্যা সকলই ভান ।

৩৮৬

"বারেকের তরে যদি যেতে পারি ফিরে
দেখাই সে শাস্ত্রকার সে শাস্ত্র কেমন ;
খণ্ড খণ্ড করি শাস্ত্র বৈতরণী-নীরে
ফেলি, আর শাস্ত্রকারে করি নির্য্যাতন ;
কোদণ্ড আমার হাতে সদাই প্রস্তুত
এখন (ও) হয় নাই দণ্ড, দণ্ডচ্যুত ।

৩৮৭

"কিন্তু হায় !—
এ জীবনে কেন আর বৃথা অহঙ্কার
ফিরিবার কোন মতে নাহিক উপায় ;
পেতাম সন্ধান যদি কোথাও মাতার
চাহিতাম ক্ষমা কাঁদি ধরিতাম পায় ;
কিন্তু হায় মম ভাগ্যে মাতা নিরুদ্দেশ
স্বর্গে কি নিরয়ে তার নাহিক উদ্দেশ।

৩৮৮

"কিম্বা ক্ষত্র-বংশ বধি একবিংশ বার
সে শোণিতে করিলাম পিতার তর্পণ ;
সেই হেতু ঘটিয়াছে এদশা আমার
নতুবা অপর কোন না দেখি কারণ ;
তবে কি হত্যার তরে এ শাস্তি আমার ?
কোন কালে হবে নাকি পাপের উদ্ধার ?

৩৮৯

"বসুন্ধরা প্রসূ বলি বিদিত ভুবনে
বারম্বার করিয়াছি তাঁহারে উদ্ধার
ভয়ঙ্কর দুষ্টমতি ক্ষত্রিয়-পীড়নে ;
সে পুণ্যের পুরস্কার কোথায় আমার ?
মাতৃহত্যা প্রায়শ্চিত্তে নাহিক নিস্তার
পৃথ্ব্যুদ্ধার-পুরস্কার কোথায় আমার।"

৩৯০

নীরব হইল কাঁদি ; অমনি তখনি
অঙ্গুলি সঙ্কেতি দেবী তর্জ্জনী নির্দ্দেশি
দেখাইলা আছে তথা আরো বহুজন
ভুঞ্জিতেছে সেই শাস্তি উপকূলে বসি ;
বলী হরিশ্চন্দ্র আছে দাম্ভিক দুজন
স্বর্গবাস-প্রতীক্ষায় বিষণ্ণ-বদন।

৩৯১

আসিতে আসিতে পুনঃ হেরিল তথায়—
বসি একজন সেই নদী প্রান্তভাগে
একমনে অভিধান করিছে দর্শন ;
সংখ্যাতীত অভিধান বিস্তৃত চৌদিকে ;
উল্টাইছে প্রতিপাত গাঢ়-অনুরাগে
পড়িছে প্রত্যেক পুংক্তি মনের সংযোগে।

৩৯২

এক অভিধান ছাড়ি অন্য অভিধান
ধরিয়া যতনে করে সংখ্যা পরে পরে ;
প্রতিপাত, পুংক্তি, পদ, করিছে দর্শন
অনিমিষ দৃষ্টি স্থাপি পুস্তক উপরে ;
যত দৃষ্টি ক্ষেপে তত গম্ভীর বদন
বিষণ্ণ চিন্তিত ক্ষুণ্ণ হয় ক্ষণে ক্ষণ।

৩৯৩

তেয়াগি সংস্কৃত বঙ্গ অভিধান কভু।
হিবরু পারস্য গ্রীক আরব্য লাটীন
বিদেশীয় অভিধান ধরি কুতুহলে
নিরখিছে মন দিয়া মূঢ় অর্ব্বাচীন ;
জাগতিক যাবতীয় ভিন্ন অভিধান
একে একে প্রতি গ্রন্থ করিছে সন্ধান।

৩৯৪

পুস্তক হেরিতে কভু না হয় কাতর
কোন গুরু শব্দ যেন করে অন্বেষণ ;
কখন কূটার্থ তার ভাবে নিজ মনে
কভু চাহে শূন্য পানে, কভু অন্য মন ;
সহসা গদ্গদ-কণ্ঠে কাতর-বচনে
কহিতে লাগিল দুঃখে আত্মগত মনে।—

৩৯৫

"শব্দ রত্নাকর তুমি অহো অভিধান!
কি হেতু করিছ বল আমারে বঞ্চিত ?
দিতেছ নয়নে ধূলা করিছ ছলনা
"অশ্বথানা" ভিন্ন-অর্থ নাহিকি লিখিত ?
সূচী হৈতে পরিশিষ্ট প্রতি পত্রিকায়
খুঁজিলাম প্রতি পুংক্তি না মিলিল হায়।

৩৯৬

"দ্রোণাচার্য্য-পুত্র ভিন্ন অশ্বত্থামা নাম
নাহিকি জগতে কারো ? একি চমৎকার ;
নাহিকি জন্তুর (ও) কোন এনাম ধরায় ?
কুক্ষণে কে এ কুনাম রাখিল তাহার ?
ছিল করীবর এক অশ্বত্থামা নামে
নাহি কি উল্লেখ তার পাপ অভিধানে ?

৩৯৭

"দুরূহ দুষ্প্রাপ্য সেই পদ অশ্বত্থামা
না পাই সমাসে খুঁজি না পাই অন্বয়ে ;
তদ্ধিতে যৌগিক-শব্দে কিম্বা যোগরূঢ়ে;
অশ্বে বাজী স্থায়ে থাকা মন্ সংপ্রত্যয়ে
অশ্বত্থামা পদসিদ্ধ লিখে অভিধানে
দ্রোণি ভিন্ন,ভিন্ন-অর্থ কেহ না বাখানে।"

৩৯৮

নীরব হইল কণ্ঠ উচ্চারি এতেক,
পড়িল কপোল-যুগে অশ্রু গড়াইয়া ;
আর্দ্রিল পুস্তক-পত্র সে অশ্রু পতনে ;
কহিলা কল্পনা সতী রাজে সম্ভাষিয়া
"হের মহারাজ অই রাজেন্দ্র সুধীর
পাণ্ডুরাজ-জ্যেষ্ঠপুত্র নাম যুধিষ্ঠির।"

৩৯৯

হর্ষবিস্ফারিত নেত্রে কল্পনা জননী
কহিলা সাদরে পুনঃ নৃপতির পানে—
“প্রদর্শিনু একে একে নরক ভীষণ
লভিতে বিদায় রাজা মানস এক্ষণে ;
যাও স্বর্গ-পুরে এবে কর পর্য্যটন
নাহি অন্ধকার তথা বিমল-কিরণ।

৪০০

“সেই মহালোকে রাজা পারিবে যাইতে
বিনা প্রদর্শক কিম্বা পথ-প্রদর্শন ;
একান্ত যদ্যপি হও অক্ষম গমনে
অসময়ে আসি দিব পুনঃ দরশন”
না দিতে উত্তর রাজা এতেক কহিয়া
শূন্যতলে সুবদনী গেল মিশাইয়া।

৪০১

কেবল পড়িল নেত্রে সূক্ষ্মরেখাকারে—
স্বর্ণাক্ত আলক্ত-রূপে বিজলী খেলিয়ে
শশাঙ্ক রঞ্জিনী ধনী বরাঙ্গ-ধারিণী
অম্বর-তরঙ্গে গেলা অম্বরে মিশায়ে ;
মিশায় তারকা যথা তপন-কিরণে
অথবা সে মরীচিকা মৃগের নয়নে।

ইতি অদৃশ্য-দর্শন-কাব্যে
নিরয়দর্শন নাম
তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

১

"হেরিনু শ্মশান সম এ ঘোর নিরয়"
উত্তরিল কৌতূহল "এবে যাই চল
হেরিতে বারেক রাজা ত্রিদিব-নিলয়;
কেমন সে স্বর্গ-ভূমি ত্রিদশের দল?
অনন্ত সুখের রাজ্য শুনেছি সে স্থান,
বাসনা, বারেক হেরি জুড়াইতে প্রাণ।

২

"শোক দুঃখ জরা জীর্ণ নাহি সেই স্থানে,
শুনেছি আনন্দ চির বিরাজে তথায়;
নাহি দরিদ্রতা দৈন্য অভাব সেখানে
নাহি উচ্চ-নীচ-ভেদ কিঙ্কর রাজায়;
নাহি মৃত্যু পাপ তাপ শাস্তি মনস্তাপ,
দ্বেষ হিংসা ক্রোধ লোভ বিহীন সন্তাপ।"

৩

"নাহিক বিষাদ জ্বালা কিম্বা অবসাদ,
অনৈক্য বিরহ আশা ভগন হৃদয় ;
নাহি পাপ তাপ ব্যথা ক্রুরতা হুতাস,
নাহিক পীড়ন সেথা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ;
স্নেহ ভক্তি সুখ হর্ষ পবিত্র প্রণয়,
সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে বিরাজিত রয়।

৪

"বিষয়-বাসনা নাই অন্তর-বিকার,
কামনা ভাবনা নাই বিরোধ বিচ্ছেদ ;
চির-রশ্মি বিরাজিত নাহি অন্ধকার,
নাহি কুটিলতা কষ্ট নাহি মনোখেদ ;
অজরা অমরা হ'য়ে রহে পুণ্যবান,
পুণ্যের আশ্রম তথা পুণ্যাত্মার স্থান।"

৫

"সত্যবটে কৌতূহল ! এ প্রসঙ্গ তব"
চিন্তিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিল উত্তর
"সর্ব্ব-সুখপ্রদ বটে ত্রিদিব-বিভব;
গমন তথায় কিন্তু মহা কষ্টকর ;
নারিবে পথের শ্রম সে ক্লান্তি সহিতে
পাইবে বিবিধ কষ্ট সে বত্মে যাইতে।"

৬

মৃদুস্বরে দেহেশ্বর কহিল চিন্তায়—
"বিচ্ছেদ-বিহনে প্রেমে কে করে যতন ?
আঁধার বিহনে নাহি আলো শোভা পায় ;
বিনা কষ্টে নাহি হয় সুখ উপার্জ্জন ;
চল চিত্তে নিরখিগে সে দেশ ত্বরিত,
কেমন আলয় সেই অমর-শোভিত।"

৭

অনুমোদি নৃপ-যুক্তি চলিল ত্বরায়,
দেব-জনপদ মুখে মিলি চারিজন ;
স্বর্গের বন্ধুর-বর্ত্ম কহা নাহি যায়,
প্রতিপদক্ষেপে হয় স্খলিত চরণ ;
প্রতি পদে হৃদি কম্প ভয় ভয়ঙ্কর,
প্রতিস্থান পরিপূর্ণ অরাতি-নিকর।

৮

ক্রোধ সিংহ আসি কভু দেয় দরশন,
বদন-ব্যাদনে ধায় দেহ গ্রাসিবারে ;
ভীষণ আকৃতি তার বিষম-দর্শন,
সে ভয়াল মূর্ত্তি হেরি তিষ্ঠিতে কে পারে ?"
স্ফুলিঙ্গ সমান আঁখি সদা ক্রোধে ঘুরে
উত্থিত কেশর-পুঞ্জ শূন্যে ক্রোধ-ভরে।

৯

কোথাও নিবিড় বন ঘন তমোময়,
প্রখর মিহির-কর প্রবেশিতে নারে ;
দিবা কিম্বা নিশীথিনী নাহি জ্ঞান হয়,
বিশৃঙ্খল বৃক্ষরাজী গতি রোধ করে ;
না যায় দর্শন পথ, নাহি দিখিদিক্,
জ্ঞানের আলোকে চলে সুজন পথিক।

১০

কোথাও বালুকা-পূর্ণ ভীষণ প্রান্তর,
দিনেশ-দীধিতি তাপে অগ্নিকণা প্রায়
পদক্ষেপে দগ্ধ পদ হৃদয় কাতর,
কোমল পথিক-কণ্ঠ শুষ্ক পিপাসায় ;
নাহিক একটী বৃক্ষ করে ছায়া-দান,
করে ঝলসিত দেহ আকুল পরাণ।

১১

কোথাও বজ্রকণ্টক পরিপূর্ণ পথে,
বজ্রভেদী তীক্ষ্ণধার বিষমুখ তার ;
কি সাধ্য যে পদক্ষেপে পান্থ কোনমতে ?
ভেদিলে বারেক পদে ক্ষত দুর্নিবার ;
যোজন জুড়িয়া কাঁটা ব্যাপ্ত পথময়,
ফিরালে বারেক আঁখি জীবন সংশয়।

১২

কোথাও আলক্তজিহ্ব প্রলোভ-শার্দ্দূল
বসিয়া বর্ত্মের মাঝে শোষিতে রুধির,
চাহি শীকারের পানে আছাড়ে লাঙ্গুল,
ভক্ষিতে নরের মাংস সদাই অধীর ;
বিষম হুঙ্কার তুলি আন্দোলি কন্দর
লম্ফদানে পড়ে আসি লক্ষ্যের উপর ।

১৩

কোথাও যৌবন-নদী স্রোত-খরতরা
দ্বিখণ্ড করিছে তৃণ প্রবাহের মুখে ;
পিচ্ছল নিম্নন-তল পলি পঙ্কে ভরা
কে স্থির রাখিবে পদ প্রবাহের বুকে ?
করে ধরিবার তথা নাহিক আশ্রয়
পদভ্রংশে উত্তরিতে পতন নিশ্চয় ।

১৪

উত্তাল-তরঙ্গা নদী সফেণ-পূরিত,
প্রবল প্রবাহ বাহে তরণী না চলে ;
সুনিপুণ কর্ণধার সে স্রোতে বিজিত,
সে প্রখর স্রোতে হাল পাল নাহি চলে ;
ক্বচিৎ জনেক পান্থ দর্শন না যায়,
পারাবার জিজ্ঞাসায় নাহিক উপায় ।

১৫

শম্পা প্রভঞ্জন সহ ভীম ধারাধরে
আচম্বিত আসি কোথা ঘেরিল গগন ;
আচ্ছাদিয়া অন্তরীক্ষ বালুকা কঙ্করে
বিষম জীমুত-নাদে বধির শ্রবণ ;
না চলে নয়নে দৃষ্টি না চলে চরণ
প্রখর তড়িতালোকে ক্ষরিত নয়ন।

১৬

উল্কাপাত শিলা বজ্র করকা-পতন
শিরোদেশে অবিশ্রান্ত মুহুর্মুহু হয় ;
নাহি সৌধ হর্ম্ম্য তথা নাহিক ভবন,
একটীও তরু নাই লভিতে আশ্রয় ;
প্রান্তর-পতিত-পান্থ (নাহি তার কূল)
প্রাণ-ভয়ে এ সঙ্কটে ভাবিয়া ব্যাকুল।

১৭

বিমুক্ত-কঞ্চুক-কায় ফণা বিস্তারিয়া
রহিয়াছে পথে কোথা মেলিয়া রসনা ;
বিষাগ্নি জ্বলিছে যেন তীক্ষ্ন জিহ্বা দিয়া
গর্জ্জনে তাহার কাছে যায় কোন্ জনা ?
স্পর্শিলে রুধিরে বিষ নাহি প্রাণে আশ
দংশন দূরের কথা নিশ্বাসে বিনাশ।

১৮

কোথাও শোকাগ্নি-কুণ্ড ধূ ধূ করি জ্বলে
প্রচণ্ড-কৃশানু-শিখা পরশে গগন ;
ক্রোশান্তর দিয়া তাঁর কার সাধ্য চলে ?
উত্তাপ পরশে নাশে পান্থের জীবন ;
যোজন জুড়িয়া আলো জ্বলে চারিধার
দাব-দাহে জ্বলে যথা বিস্তীর্ণ কাণ্তার।

১৯

ঊর্ব্বী-গর্ভে ন্যস্ত কোথা মাৎসর্য্য-গহ্বর
তীক্ষ্ণ-কাচ-চূর্ণ-পূর্ণ, কণ্টক গোময় ;
মায়া-ফাঁদ-পাশ কোথা বর্ত্মের উপর,
পড়িলে বারেক তাহে উঠে সাধ্য কার ?
মোহ-জাল বিলম্বিত কোন স্থানে রয় ;
নাহিপান্থ সে দুর্গমে, কে করে উদ্ধার ?

২০

উচ্চাশা-ভূধর কোথা রোধ করি পথ,
সোম-সুস্পর্শিত-শীর্ষে আছে দাঁড়াইয়া ;
সুকঠিন শৈল তার পদ করে ক্ষত,
উঠিলে সে উচ্চ-শিরে ভয়ে কাঁপে হিয়া ;
তথাপি উন্মত্ত-চিত্তে ছাড়ি-স্বর্গ-পথ,
অবিলম্বে ধরে পান্থ পাপের বিপথ।

২১

দুর্গন্ধ-দূষিত বায়ু বহে অনুক্ষণ,
সন্তপ্ত মারুত কোথা দগ্ধ করে কায় ;
কোথাও অগ্নির বৃষ্টি হয় বরিষণ,
ক্রব্যাদ পিচাশ পথে অবিরত ধায় ;
করাল বদন তার করিয়া ব্যাদন
আসে দ্রুত গ্রাসিবারে অধ্বগ-জীবন।

২২

মায়াবিনী পিচাশিনী কোথা দাঁড়াইয়া
প্রেম আশে ডাকে পাছে অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে ;
কার সাধ্য আছে হেন স্থির করে হিয়া
অমোঘ কটাক্ষ শরে সে ভুরূ-ভঙ্গিতে ;
স্তূপাকার ধনরাশি কোথা সুসজ্জিত
মতি মুক্তা পান্না কোথা পথে নিপতিত।

২৩

মহামূল্য অলঙ্কার হীরক জড়িত,
অপার্থিব পরিধেয় মসৃণ উজ্জ্বল ;
ঘট-পূর্ণ গন্ধদ্রব্য বিলাসী-বাঞ্ছিত,
আবৃত কাচের পাত্রে মদিরা গরল ;
মনুজ-জীবন-রূপ পরিষ্কার স্থলে
ঐশ্বরিক ইন্দ্রজালে ন্যস্ত ধরাতলে।

১

কোথাও সুখাদ্য পূর্ণ আপণ সুন্দর
সুসজ্জিত উভপার্শ্বে কিন্তু জনহীন ;
সুন্দর সুঘ্রাণ যুত জিহ্বা তৃপ্তিকর
মিষ্টান্ন বিবিধ মাংস সুরন্ধিত মীন,
সুপক্ক মধুর ফল কত বৃক্ষে শোভে
এদৃশ্য হেরিলে বল কে না মজে লোভে ?

২৫

ক্রমে অতিক্রমি বর্ত্ম প্রাসাদ সঙ্কুল,
তুচ্ছি অগ্নি উল্কাপাতে কুলিশ-বর্ষণে,
দলি মায়া প্রলোভনে পূত পদতলে,
বুঝিয়া পার্থিব-রণে অরাতির সনে,
উপনীত হৈল আসি পান্থ চারিজন
সুপবিত্র স্বর্গবর্ত্মে মানস-মোহন।

২৬

সহসা স্পর্শিল মৃদু মন্দ সমীরণ
স্বনিয়া অলক্ষ্য পথে ললাটের তলে ;
তীব্র দৃষ্টি ফেলি সবে হেরিল অদূরে
বৃহৎ কাঞ্চন-দ্বার নয়নাগ্রে জ্বলে ;
প্রভাত-অরুণ জিনি বরণ উজ্জ্বল
বিমণ্ডিত কারুকার্য্য করে ঝলমল ।

২৭

মণ্ডিত প্রশস্ত পথ কোমল কাঞ্চনে
পার্থিব কঠিন হেম নাহিক তথায় ;
সুকুমার হেম-রেণু যোগে বিগঠিত
পর্য্যটিতে পুণ্যবান পাছে লাগে পায় ;
স্বতঃ পরিষ্কৃত মার্গ সুন্দর সরল
অবন্ধুর অভঙ্গিত অক্ষয় অমল ।

২৮

দুইপার্শ্বে দ্রুম বীথী সৌগন্ধ-পূরিত,
ফলফুল শাখা মূল পাতা কিশলয় ;
চন্দন-নিন্দিত-ঘ্রাণে স্বতঃ সুঘ্রাণিত,
অহরহ গন্ধবহ সে সৌগন্ধ বয় ;
না হয় বিশুষ্ক পর্ণ জীর্ণ রবি-করে
সরস যৌবনে চির শোভে শাখী'পরে ।

২৯

স্বর্ণ-রেণু পঙ্কযোগে বৃক্ষ আলবাল
বিগঠিত বিখচিত মরি কি সুন্দর ;
স্বর্ণতরুস্কন্ধ কাণ্ড সুবর্ণ কোরক
সুবর্ণ মুকুল শাখা, কুসুম নিকর ;
সুবর্ণ পরাগ মাখি সুবর্ণ ভ্রমর
সুবর্ণ পতঙ্গ খেলি উড়ে নিরন্তর ।

৩০

নানা জাতি দ্বিজ ব্রজ বসি শাখী'পরে,
গম্ভীরে ঈশ্বর নাম করি উচ্চারণ,
করিতেছে স্তুতিবাদ কাঁপায়ে অম্বর,
নাচাইয়া স্বর্গপুরী পুণ্যাত্মার মন;
ব্রহ্ম-সঙ্গীত কোথাও বিদারি গগন
গাইতেছে একমনে নিমীলি নয়ন।

৩১

তুলিছে লহরী কোথা প্রতি গ্রামে গ্রামে;
নহে তিন গ্রাম তথা চতুর্ব্বিংশ গ্রাম,
নহে সপ্তস্বরে কিম্বা চতুঃষষ্টি সুরে,
গাইছে বেহাগে পাখী জগদীশ নাম;
পার্থিব বেহাগ নহে স্বর্গীয় বেহাগে
কানাড়া ইমন সিন্ধু স্বর্গীয় শ্রীরাগে।

৩২

নাহি দ্বেষাদ্বেষ তথা নাহিক শত্রুতা,
খাদ্য খাদকেতে তথা বসে একস্থানে,
আচির সঙ্গাৎ সেথা নাহিক বিকার,
ঘোর শত্রু সহ মিত্র বসে একাসনে,
আনন্দিত মনে সুখে গাইছে সঙ্গীত,
শুনিলে সে রব মোহে পুণ্যাত্মার চিত।

৩৩

প্রভাশালী তেজোহীন উষ্ণতা বিহীন,
আতপে সে স্বর্গ-মার্গ স্বতঃ আলোকিত ;
পার্থিব ভানুর রেণু নাহি সে কিরণে,
ভিন্ন উপাদানে সেই ময়ূখ সৃজিত ;
নহে তীক্ষ্ণ নহে তীব্র উগ্র কিম্বা খর,
স্নিগ্ধজ্যোতি প্রভাশালী উষ্ট-কষ্ট-হর।

৩৪

পরিমল রেণু-বাহী মৃদু মন্দানিল
বহে অহরহ স্কন্ধে সৌগন্ধের ভার ;
দূষিত দুর্গন্ধ বায়ু নাহি সেই স্থানে,
প্রহরে প্রহরে পুষ্প বৃষ্টি অনিবার ;
পান্না মরকত হীরা মণিদ্যুতি-হর,
সুরভি প্রসূন-পুঞ্জ পড়ে নিরন্তর।

৩৫

দেখিতে দেখিতে দৃশ্য ক্রমে চারিজন
তোরণ সন্নিধি গিয়া হৈল উপনীত ;
সহস্র সহস্র কর জিনিয়া উজ্জ্বল
কান্তি-ভাতি হেরি হয় নেত্র ঝলসিত ;
পলমাত্রে দৃষ্টি তায় স্থির রাখা দায়
অমর বিজিত তথা মানব কোথায়।

৩৬

কাঞ্চন-সোপান শোভে উপরি উপরি,
মহার্ঘ হীরক মণি পান্না বিখচিত ;
চারু কারু-কার্য্য তাহে মরি কি সুন্দর,
কোটী কোটী কোহিনুর সোপানে গ্রথিত ;
পার্থিব দুর্লভ-রত্ন নৃপতি-বাঞ্ছিত,
পুণ্যাত্মার পদে তথা নিয়ত দলিত।

৩৭

সোপানের দুইপার্শ্বে ভৃঙ্গার আবলী
সুসজ্জিত সমসূত্রে বারি পূর্ণ তায় ;
স্বর্ণধ্বজ-দণ্ডে উড়ে কৌশেয় পতাকা,
স্বর্ণাক্ষরে ঈশ নাম লিখিত তাহায় ;
দ্বিজকণ্ঠ সহ তরু কণ্ঠ মিশাইয়া
সম্ভাষিছে পুণ্যবানে কর সঞ্চালিয়া।

৩৮

আচম্বিত দৃষ্টিক্ষেপি পবিত্র তোরণে
ঝাঁজিল নয়ন তেজে বিদ্যুৎ কিরণ ;
ছিঁড়িল আশার বৃন্ত পড়িল ভূতলে,
ছিন্নমূল লতা মরি অরণ্যে যেমন ;
সম্ভাষি চিন্তায় তবে পুছিলা রাজন
শুভদর্শনে কর চিত্তে পথ প্রদর্শন।

৩৯

"ভূত ভবিষ্যত তব সকলি বিদিত,
সুগম দুর্গম পথ নাহি অগোচর;
অন্তরীক্ষ-তলে কিম্বা ধরিত্রী-গরভে
সর্ব্বস্থানে গতি তব ব্যাপ্ত চরাচর;
এ বিপদে কর সতি আজিহে উদ্ধার
তব দয়া বিনা আছে উপায় কি আর ?"

৪০

উত্তরিল চিন্তা সতী "শুনহে নরেশ
বসুধা-প্রদেশ মম সর্ব্বত্র বিদিত;
প্রদর্শিনু মহী-মার্গ যেখানে যেমন
দুস্তর ত্রিদিব মম চিন্তার অতীত;
কি সাধ্য আমার যাই পথ প্রদর্শিয়া
চিন্তার চিন্তায় পথ না মিলে খুঁজিয়া।"

৪১

সকাতরে দেহরাজ পড়িয়া ধরায়
ডাকিল গম্ভীরে উচ্চে সকরুণ স্বরে—
"মৃণাল-নিন্দিতা ভুজে! কোথা মা জননী ?
কল্পনা সুন্দরী! দেখা দাও এ কিঙ্করে;
হেরেছি নিরয় ঘোর সহায়ে তোমার
এবিপদে কর মাতঃ উদ্ধার এবার।

৪২

"কটাক্ষ প্রদানি মাগো কত অভাজনে
তারিলে বিপদে তুমি কৃপা-কণা-পাতে ;
দুর্দ্দম হর্য্যক্ষ-গ্রাসে মহীধ্র-গহ্বরে,
শৈবলিনী পারাবারে অশনি-আঘাতে,
শ্বাপদ-আকীর্ণ বনে ঝঞ্ঝার প্রহারে,
প্রচণ্ড নিদাঘে কিম্বা প্রাবৃট্ তুষারে।

৪৩

"চিতার অনলে কভু মরুভূমি মাঝে,
সে মহা রৌরব তমে কবরে শ্মশানে,
তামিস্রে শূকর-মুখে প্রাণ নিরোধনে
অন্ধমুখে শূলপ্রোতে অসিপত্রবনে ;
আজি কেন নিরদয়া হইলে এমন
স্বরগের পথে মাতঃ দেহ দরশন।

৪৪

"হেরেছি মধ্যাহ্ন অর্ক তীব্র খরতর,
হেরেছি আগ্নেয় গিরি অগ্নি উদ্গিরণ,
নেত্র ঝলসিত কাচ হেরেছি অনেক,
হেন দৃশ্য কভু কিন্তু করিনে দর্শন ;
নহে ইহা সেই দ্যুতি মৃন্ময়ী ধরার,
নর-চক্ষু-দুরভেদ্য ঔজ্জ্বল্য ইহার।

৪৫

"বিষম দুরাশা মোর, নতুবা কিহেতু
সামান্য দ্রোণীর যোগে মহা পারাবার
উত্তরিতে অভিলাষ করেছি মানসে ?
কিম্বা পক্ষ-সহযোগে অনন্ত অপার
অম্বরে উঠিতে সাধে করেছি মনন
বুঝিবা বিফল মম হয় আকিঞ্চন।

৪৬

"পাপী হ'য়ে কেন আশা যাইতে স্বরগে ?
নহে পুণ্য-বলে বলী আমি অভাজন ;
ত্রিদিব-দর্শন-যোগ্য নাহি মম তেজ,
কি পুণ্য যে সুরলোক হেরিবে নয়ন ?
দুরাশায় আবাহিত আমি অল্প মতি
বাঞ্ছিয়াছি সেই হেতু ত্রিদশ-বসতি।

৪৭

"কিন্তু মাতঃ ! একমাত্র তোমারি প্রসাদে,
তোমারি অভয়ছায়ে তোমারি ইচ্ছায়,
তোমারি আদেশ মত, তোমারি সহায়ে,
উত্তরি বিপদজাল, এসেছি হেথায় ;
আজি এ বিপদে মাতঃ ফেলিয়া আমায়
মায়া করি অন্তর্হিত হইলে কোথায় ?

৪৮

"প্রাণ যায় দেখা দাও এ দুর্জ্জন দাসে
তোমার করুণা বিনা নাহিক উপায় ;
করে থাকি অপরাধ করো মা মার্জ্জনা।
দুরদিনে অসময়ে ত্যেজনা আমায় ;
শুনেছি করুণাময়ী ভক্তের জীবন
তবে কেন ভক্তজনে করিছ পীড়ন ?"

৪৯

সহসা সোপান-মার্গে কল্পনা সুন্দরী
হাসি মুখে আসি তথা হইয়া উদয়,
আলোকিয়া দশ দিশ রম্য স্বর্গতল,
সম্ভাষি করুণ স্বরে দিলেন অভয় ;
"কি ভয় কি ভয় বৎস কর গাত্রোত্থান
কি দুঃখে হইয়া দুঃখী ধূলায় শয়ান ?"

৫০

নিরখি সম্মুখে সবে কল্পনা জননী
উঠিল চকিতে ত্যেজি ধরণী-শয়ন ;
দাঁড়াইল যুগ্মকরে মহা সসম্ভ্রমে
লোটায়ে ধরণী কৈল চরণ চুম্বন ;
জুড়াইল শ্রুতি শুনি মধুর বচন
মরুভূমে নদী জল মধুর যেমন।

৫১

নিষ্প্রভ দ্বারের জ্যোতিঃ সে দিব্য জ্যোতিতে,
নিষ্প্রভ খচিত হীরা পান্না মরকত,
কর্ব্বুর হিরণ্য মণি নিষ্প্রভ বিদ্রুম,
সে রূপে লাঞ্ছিত জিত সে দ্বিরদ-রদ ;
মিশ্রিত দ্বারের দীপ্তি দেহের প্রভায়
অর্কাতপে দীপ-জ্যোতি যেমতি মিশায়।

৫২

কহিলা কল্পনা দেবী "এস বৎসগণ !
দেখাইগে একে একে ত্রিদিব আলয়ে,
স্বর্গ সুখ-সম্ভোগীর পবিত্র কুটীর ;
এস সবে মম সাথে নির্ভয় হৃদয়ে ;
পূত-শান্তি-স্রোত সেথা বহে অবিরাম,
নির্ব্বাণ মুক্তির দেশ পূর্ণ মোক্ষধাম।"

৫৩

এতেক কহিয়া দেবী অনন্তরূপিনী
হইলেন পদক্ষেপি ধীরে অগ্রসর ;
চলিল দেবীর পাছে পান্থ চতুষ্টয়
হেরিতে ত্রিদিব সবে হর্ষিত অন্তর ;
অতিক্রমি মহাদ্বার করিল দর্শন
সুন্দর সুরম্য এক পবিত্র ভুবন।

৫৪

অমৃতের নদী এক বহিছে তথায়
মন্দস্রোতা কলকলে রজত-বরণে ;
পরিষ্কৃত স্বচ্ছ যেন হীরকের দ্যুতি
আনিম্ন উপর দৃষ্টি পড়িছে নয়নে ;
দীপ্ত-রবি-কর-লেখা গভীর নিমন
কোথা ঋজু বক্রভাবে করেছে স্পর্শন।

৫৫

প্রবাল মাণিক্য মুক্তা শুক্তি স্তূপাকারে
হইতেছে দৃশ্যমান গভীর অতলে ;
হতেছে ফলিত ভাত রবি-কর-পাতে
উজলি সামান্য রশ্মি নীর-নিম্নতলে ;
হেরিছে দর্পণে মুখ সুরবালা দলে
উদিত তারকা যেন তটিনীর তলে।

৫৬

কহিলা কল্পনা দেবী চাহি নদী পানে
"এই যে হেরিছ রাজা ধীরা প্রবাহিনী,
কবিকুল উপকূলে নিবাসে ইহার,
পীযূষ পূরিত ইহা "কাব্যতরঙ্গিনী ;"
মনানন্দে কবিকুল করি সুধাপান
উল্লাসে বিভোর হ'য়ে সদা করে গান।

৫৭

"ঐই দেখ নরবর 'কবিকুঞ্জধাম'
অমর কবির দল নিবাসে সেথায় ;
এস বৎস মম সাথে দেখিবে কৌতুক ;"
এতেক কহিয়া দেবী চলিলা ত্বরায় ;
চলিল দেবীর পেছু অনুগ নিকর
কিয়দ্দূরে নিরখিল দৃশ্য মনোহর।

৫৮

ধীরে ধীরে বহিতেছে মৃদু সমীরণ
কাঁপাইয়া নদীবক্ষঃ কাঁপাইয়া নীর ;
খেলিছে ফুলের বক্ষেঃ পুষ্প-বৃন্তোপরে
কলিকাকুমারী ভয়ে পরশে অস্থির ;
নববধূ পরশিয়া যথা নরপতি
সিহরে সভয়ে প্রেমে লজ্জায় যেমতি।

৫৯

নিকুঞ্জ-বিহারী পিক ললিত তরঙ্গে
সুধা-মাখা কুহুস্বর আন্দোলি গগন,
তুলিতেছে এক মনে বসি বৃক্ষশাখে ;
নাচিছে সে রবে তরু পাতা লতা গণ ;
চুম্বিয়া সোহাগে অলি পুষ্প বিম্বাধরে
ফিরিতেছে গুন্ গুনি প্রসুন-অন্তরে।

৬০

স্বর্গীয় কুসুম কত শোভে উপবনে
স্বেচ্ছায় করিয়া বৃদ্ধি নিজ আয়তন ;
স্বেচ্ছায় স্ববর্ণ ত্যেজি অন্য বর্ণ ধরে
না হয় বিশুষ্ক কিম্বা জীর্ণ কদাচন ;
সমান যৌবন চির, চির গন্ধময়
বিকাশি নিয়ত মোহে কবির হৃদয়।

৬১

গায় তরু রাজি তথা সঙ্গীত সুস্বর
মিলাইয়া কণ্ঠস্বর কবিদল সাথে ;
বনপ্রিয় সহ কভু অনিলের সনে
নব রসে তুলি স্বর প্রদোষ প্রভাতে ;
সুশ্রাব্য মধুর স্বর শ্রুতিমুগ্ধকর
সে স্বরে দ্রবিত হয় পাষাণ অন্তর।

৬২

কহিলা কল্পনা দেবী হেলায়ে দেশিনী
"অই দেখ বিরাজিত উৎস মনোহর
উঠিছে অমৃত-ধারা ভেদিয়া পাষাণ ;
বেষ্টিত চৌদিকে তার যত কবিবর ;
পড়িছে পীযূষ-ধারা বহিয়া বদনে
করি পান উল্লাসিত যত কবিগণে।

৬৩

"কোরক স্তবক দল প্রসূন পল্লব
কুট্মল মঞ্জরী পুঞ্জ অঙ্গ আভরণে,
বীরুধ ব্রততী বালে সুখে করি কোলে,
গায় প্রেম-গাথা শাখী মিলি প্রিয়াসনে ;
মোহে কবিদল যত সে স্বর শ্রবণে
রবি শশী তারা দল শুনে একমনে।

৬৪

"সহাস্য আননে হের বিপুল পুলকে
করিতেছে বাক্যালাপ যত কবিচয় ;
নাহি ক্ষুধা নিদ্রা কিম্বা নাহিক পিপাসা
নিরন্তর কাব্য-রসে পূর্ণিত হৃদয় ;
জ্যোতিপূর্ণ কলেবর বদন অমল
বাল বিভাকর জিনি বরণ উজ্জ্বল।

৬৫

"নিহার দক্ষিণে রাজা কবি জয়দেব,
বিদ্যাপতি ভারতচন্দ্র শ্রীমধুসূদন,
ঘনরাম শ্রীমুকুন্দ কবি কালিদাস,
বায়রণ সেক্সপীর ভট্টনারায়ণ,
ফরদাসী এনসারী ফিজি কবিরাজ,
বসি খসরুর সহ করিতে বিরাজ।"

৬৬

অতিক্রমি সেই স্থান কিঞ্চিৎ অদূরে
নিহারিল উপত্যকা সুচারু-দর্শন ;
শুভ্র শৈলে সুবেষ্টিত কিবা স্তরে স্তরে
সুকোমল শৈলদল মসৃণ চিক্কণ ;
শত শতদল তাহে সদা সুশোভন
কুসুম কেন্দুক শোভে নয়ন-রঞ্জন।

৬৭

বল্লরী-মুকুলে ফুলে নবীনা ব্রততী
নাতিয়া যৌবনে লাজে অবনত শিরে,
অবগুণ্ঠবতী সতী দাঁড়ায়ে কোথায়,
সাজায় প্রকৃতি সতী যেমতি স্বকরে ;
ফুলসাজে ঋতুরাজে সুখ মধুকালে
চির প্রস্ফুটিত পুষ্প বায়ুভরে দোলে।

৬৮

ফিরিতেছে অহরহ পুণ্যাত্মার কাছে
মনোদাস হয়ে তথা মৃদু সমীরণ ;
কাব্য-কল্লোলিনী সরি সুমধুর স্বরে
করতালি দিয়া করে কবিসঙ্কীর্ত্তন ;
উপত্যকা মধ্য হৈতে মধুর সুস্বর
স্তবকে স্তবকে উঠে কাঁপায়ে অম্বর।

৬৯

প্রবেশিয়া উপত্যকা হেরিল সকলে
অষ্টাদশ হৈমবেদী স্থাপিত তথায় ;
সুপ্রশস্ত স্বর্ণছত্র শোভে বেদী'পরে
চিকণ প্রসূন-মালা শীর্ষে শোভা পায় ;
পদ্মরাগ লোহিতক বিদ্রুম রতনে
খচিত হিরণ্য বেদী সুঠাম গঠনে।

৭০

বেদীর উপরি বসি বালার্ক প্রভায়
আলোকি ত্রিদশালয় কবিবরগণ,
মুরজ মন্দিরা বীণা সপ্ততন্ত্রী সহ.
করিছেন একতানে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন ;
শিঞ্জিতে মর্ম্মরে কলে মিলি সে নিক্কণ
ভেদিছে নিষাদে সুরে ত্রিদিব-গগন।

৭১

কহিলা কল্পনা দেবী "হের মহারাজ
ভারত-গৌরব অই কবি বেদব্যাস,
মিল্টনের বামপার্শ্বে মৃদঙ্গ লইয়া,
সঙ্কীর্ত্তনে রত সহ শিষ্য কাশিদাস ;
কীর্ত্তিবাসে লয়ে পাশে বাল্মীকি প্রধান,
ভার্জ্জিল টেসোর সহ করিতেছে গান।

৭২

"অই দেখ বসি ডাণ্টী ভারবী সমীপে
শ্রীহর্ষ ডেভিড্ সহ মন্দিরা বাজায় ;
গম্ভীরে বসিয়া একা গায় সোমদেব
সে স্বর-তরঙ্গ মরি ভুবন ভুলায় ;
বিভোর হইরা কবি করে ব্রহ্ম-গান
সঙ্গীত-পীযুষ-সুধা সুখে করি পান।

৭৩

"অই দেখ গ্রীসবাসী প্রসিদ্ধ হোমর
ভবভূতি করে কর করিয়া স্থাপন,
মাঘ সুবন্ধের সহ করিছে আলাপ,
কৃষ্ণমিশ্র বাণভট্ট করিছে দর্শন ;
উল্লাসিত পুলকিত সদা কবিগণ
ত্রিদিব বিমল সুখে রত অনুক্ষণ।"

৭৪

নিথর নভের হৃদি ভেদি পাখীদল
তুলিছে সুস্বর-কণ্ঠ স্বর্গীয় সুতান ;
তরুকণ্ঠ সহকারে কণ্ঠ মিশাইয়া
এক স্বরে বসি কেহ করিতেছে গান ;
দিতেছে ঝঙ্কার পিক পাপিয়া পঞ্চমে
উঠিছে লহরী কিবা প্রতি গ্রামে গ্রামে।

৭৫

অদৃষ্ট অজ্ঞাত আরো কত কবিগণ
ভ্রমিতেছে উপকূলে উল্লাসিত মনে ;
সেই কবিদল মাঝে বৃদ্ধ "কাউপার"
উপবিষ্ট বেলাতটে সহাস্য বদনে ;
সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন বসি একধারে
আলাপি মধুর রাগ মোহিছে অমরে।

৭৬

সহাস্যে কল্পনা দেবী কহিল রাজায়—
"হেরিলে নৃমণি তুমি কবিকুঞ্জধাম,
বিভিন্ন স্তবক মাঝে এবে যাই চল,
পূরিবে দেখিয়া দৃশ্য তব মনস্কাম"
এতেক কহিয়া দেবী পান্থগণ সনে
চলিলা মন্থরে অন্য দৃশ্য-দরশনে।

৭৭

সমুদিত দিনমণি বিমোহন সাজে,
মধুরে বহিছে বায়ু সুধা ছড়াইয়া ;
নীল পীত সুলোহিত পাটল পতাকা
শোভিছে আকাশে দূর অম্বর ভেদিয়া ;
স্বর্ণ কিরীটিনী সৌধ শ্রেণী সুশোভন
ঝলিছে অদূরে কত ধাঁধিয়া নয়ন।

৭৮

স্বর্ণবাঙ্ক কক্ষাবলী হেম সিংহদ্বার,
শোভে বিশৃঙ্খল ভাবে সৌধ-বাতায়ন
নয়ন-রঞ্জন-ছবি মরি কি সুন্দর
ভুবনে এরূপ রূপ না হেরি কখন ;
জ্যোতির্ম্ময় অট্টালিকা দেব-নিকেতন
অম্বরে প্রোথিত দৈব শিল্পীর গঠন।

৭৯

অনাঘ্রাত অশুষ্কিত কুসুমের মালা
অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সৌধ প্রাচীরের শিরে
বিলম্বিত অহরহ দোদুল্য পবনে ;
সমৃণাল সরোরুহ স্ফুটিত অম্বরে ;
ছাড়িয়া গগন-অঙ্ক শশাঙ্ক সুন্দর
শোভিতেছে সমভাবে সৌধ-চূড়া'পর।

৮০

শশধর শতদল বিকম্পিত সদা,
কুসুম সৌরভ ভরা মৃদুল বাতাসে ;
মুরলী কাকলী কোথা মিলিছে অনিলে
সুললিত গীত কভু ভেদিছে আকাশে ;
মরণ-বিজয়ী সুধা সুখে করি পান
গাইছে অমর দল উজলি বিমান।

৮১

হাসির তরঙ্গ কোথা উঠিছে বিমানে
ঝলিছে বিদ্যুৎ যেন রতন আভায় ;
"স্বাধীনতা" "স্বাধীনতা" হীরক অক্ষরে
লিখিত প্রাচীর-শিরে দ্বারে স্তম্ভগায় ;
বিজয়-চিহ্নিত ধ্বজা বীর দম্ভভরে
সগর্ব্বে উন্নত-শিরে উড়ে নীলাম্বরে।

৮২

ফুল-কুল-দল-যোগে রচি ফুলাক্ষরে
"স্বাধীনতা মহাধন অমর বাঞ্ছিত ;"
স্বর্গীয় অক্ষরে এই পদ চতুষ্টয়
স্বর্ণ বৈজয়ন্তী গায় আছে সুলিখিত ;
দীপ্ত দিনকর-রূপে বিবুধ-নিকর
পুষ্পমালা হস্তে যায় মণ্ডপ ভিতর।

৮৩

অতিক্রমি দেব-পথ মন্দির সমীপে
ক্রমে হৈল উপনীত পান্থ চতুষ্টয় ;
কহিলা কল্পনাদেবী সম্ভাষি রাজায়
"বীরেন্দ্রমণ্ডপ ইহা বীরের আলয় ;
উৎসর্গিল যেই বীর আপন জীবন
স্বদেশের স্বাধীনতা করিতে রক্ষণ।

৮৪

"পরাক্রান্ত যশঃশালী স্বাধীনতা-প্রিয়
নিবাসে নিয়ত হেথা সেই বীরগণ ;
বাঁচাইল যেই বীর বিপক্ষের হাতে
স্বদেশের রীতি কীর্ত্তি প্রজার জীবন ;
পুণ্যাত্মা সুকৃতী সেই পূজ্যপাদগণে
অমর হইয়ে বাস করে এই স্থানে।"

৮৫

সহসা ক্ষেপিয়া দৃষ্টি মণ্ডপ ভিতর
নিরখিল চমৎকার দৃশ্য মনোহর ;
নীলকান্ত অয়স্কান্ত সূর্য্যকান্ত মণি
যোগে বিগঠিত সেই প্রাসাদ সুন্দর ;
বিরাজিত স্তম্ভ-শ্রেণী বীরদম্ভভরে
ধরি মরকত-ছাদ শিখর অম্বরে।

৮৬

হীরক মাণিক্য ঝলে বৈদুর্য্য বিদ্রুম
ইন্দ্রনীল মহানীল, গোমেদ-মণ্ডিত,
রোহিত অব্যক্ত শোণ, শ্বেতরক্তশ্যাব,
ধূমল পলাশ-রাগে সদা সুরঞ্জিত ;
দেব তক্ষকের করে যত্নে বিখচিত
অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য নর-সাধ্যাতীত।

৮৭

রতন-মণ্ডপে বসি বীরেন্দ্র নিকর
উজ্জ্বল কিরীট শিরে দীপ্ত ভানুকরে,
প্রদীপ্ত বিশাল বক্ষেঃ রতন-কবচ,
তেজঃপুঞ্জ ভুজবন্ধ শোভে বাহু'পরে ;
দুর্ব্বার বীরতা-বহ্নি হৃদয়ে জ্বলিত
অকুতো সাহস-চিহ্ন বক্ষেঃতে অঙ্কিত।

৮৮

দীপ্ত বিভাবসু-দীপ্তি ভাতিছে নয়নে,
ত্রিলোক-বিজয়-চিহ্ন ললাটে অঙ্কিত ;
ত্রিলোক-আতঙ্ক অস্ত্র বদ্ধ কটিতটে,
বজ্রপাণি কালান্তক মুখ প্রফুল্লিত ;
জ্বলন্ত মূরতি দেহ তীব্র জ্যোতির্ম্ময়
আদিত্য-মণ্ডল বলি নেত্রে ভ্রম হয়।

৮৯

স্বদেশ হিতৈষীবর স্বাধীনতা প্রিয়
স্বদেশ-উন্নতি-চিন্তা করিছে চিন্তন ;
বসিয়া গম্ভীরে তথা প্রফুল্ল আননে
বিভোর চিন্তায় মগ্ন ধ্যানে অনুক্ষণ ;
সুধাপানে ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি নিদ্রাহার
আশা অবসাদ দুঃখ নাহিক তাঁহার।

৯০

গাথে পুষ্পমালা চারু পুণ্যাত্মা নিকর,
স্বদেশ-রক্ষক-গলে কেহবা দোলায়;
অঞ্জলি অঞ্জলি পুষ্প কেহ ধরি করে
পূজিতেছে এক মনে বীরেন্দ্রের পায়;
সর্ব্বধূ-তাণ্ডবে রত নিয়ত সম্মুখে
নিহারিছে বীর দল সবে স্মিতমুখে।

৯১

"স্বাধীনতা মহাধন স্বর্গ সুখনিভ"
খগোল-বিহারী খগ গাইছে খগোলে;
স্বদেশ-রক্ষক-কীর্ত্তি মাহাত্ম্য গৌরব
দেশ হিতৈষীর গাথা গায় এক বোলে;
দেয় জয়ধ্বনি দ্বিজ পুলকে বিপুল
শুনি জয় স্বর বীর আনন্দে ব্যাকুল।

৯২

ফুটে পুণ্ডরীক ব্রজ প্রাচীরের শিরে,
গায় মহীরুহ দল কাঁপায়ে অম্বর;
মিশাইয়ে কণ্ঠস্বর খেচরের সাথে,
বর্ষে সুধা সুধাকর সৌধ শির'পর;
বীরের হৃদয় গরি বিভোর সে স্বরে
প্রদানে পীযূষ যেন শ্রবণ-কুহরে।

৯৩

কহিলা কল্পনাদেবী "হের মহারাজ
ক্ষত্রিয়-তিলক রাজা প্রতাপ প্রবর;
ভীমসিংহ পৃথ্বীরাজ শিবজী ব্রুটস্,
ওয়ালেশ্ সমর সিংহ সমরে অমর,
রনজিৎ ম্যাট্‌সনি ওয়াশিঙ্গটন;
দুর্দ্দান্ত বলাজী রাও অভাগা হেম্‌ডন।

৯৪

"বঙ্গদেশবাসী বীর হের মোহনলাল,
রাণী ভবানী আর অহল্যা সুন্দরী,
গারাদেশ বীরেন্দ্রাণী হের দুর্গাবতী,
বসিয়াছে রূপে যেন সভা আলো করি;
অপরিচিত বিবিধ বীর, আর বীর নারী
বসিয়াছে রম্য সভা রূপে আলো করি।

৯৫

"ভারত-মিহির সেই বাপ্পা রাও সনে
স্মিতমুখে কহে কথা বীর হানিবল;
লিওনিডস্ করে কর করিয়া স্থাপন
দাঁড়ায়ে ক্ষত্রিয় বীর পোরস্ প্রবল;
থার্ম্মাপলি-যুদ্ধবার্ত্তা করিছে শ্রবণ
বীর-গর্ব্বে হাসি দোঁহে উল্লাসিত মন।"

১৬

জিজ্ঞাসিল নরবর "অয়ি মা কল্পনে !
নিরখি অই যে দূরে শূন্য মঞ্চচয়,
নয়ন ঝলসে যার দীপ্তিমান তেজে
কেতন-শোভিত কারু কার্য্য রত্নময়
স্থাপিত কাহার লাগি ? কিসের কারণ ?
কহ মাতঃ কৃপা করি শুনি বিবরণ।"

১৭

কহিলা কল্পনা সতী "শুন নরবর !
স্বদেশ-হিতৈষী এক ইটালী-ভূষণ,
(নব অভ্যাগত হেথা) তাঁহারি কারণ
নির্ম্মিত হয়েছে এই রত্ন সিংহাসন ;
অদ্যাপিও শূন্যমঞ্চ আছে বিরাজিত,
হইবে অচিরে কিন্তু চির অধিকৃত।

১৮

"পরাধীন জন্মভূমি যে যে মহাবীর
করিবেক সমুদ্ধার নিজ বাহু-বলে ;
ছেদি অধীনতা-পাশ কঠিন নিগড়ে
উড়াবে বিজয়-ধ্বজা এমহীমণ্ডলে ;
জন্ম তরে যে স্বদেশ চির পরাধীনা
জেতা করি যেবা তাঁরে করিবে স্বাধীনা।

৯৯

"লক্ষ কোটী জনে যেবা দিবে প্রাণ দান,
স্থাপিবে স্বদেশ-ভার স্বদেশীয় করে,
মনকষ্ট অর্থকষ্ট করিবেক দূর,
দূর করি অত্যাচারে দেশ-সীমা-পারে ;
সেই বীরবৃন্দ এই সিংহাসন চয়
করিবেক অধিকার জানিও নিশ্চয়।"

১০০

এতেক কহিয়া দেবী কহিল রাজায়—
"এস বৎস মম সনে অন্য দৃশ্য পানে
হেরিগে বিভিন্ন এক দৃশ্য মনোহর" ;
তেয়াগি এ দৃশ্য তবে মন্থর-গমনে,
চলিল মন্দগা অগ্রে সতী দয়াবতী
পশ্চাৎ চলিল সবে হরষিত মতি।

১০১

বিধৌত করিয়া সুখে বৃক্ষপাদমূল
তরঙ্গিনী মন্দাকিনী মৃদুমন্দা ধায় ;
মুকুলিত চূত-শাখা, আবরি তপন
স্বর্গবাসী জনে রাখে শীতল ছায়ায় ;
বিহঙ্গ কূজিত কোথা চকিত নয়ন
মৃগবধূ উপকূলে করে বিচরণ।

১০২

অটবী-কুসুম-গন্ধ সহ পরিমল
আনিছে বহিয়া ধীরে পবন বিভোল ;
বিতরিছে কুঞ্জে কুঞ্জে অমরের দ্বারে,
লতাপাশ ভেদি কোথা সুরভি হিল্লোল ;
সাজিয়ে জলজ পুষ্পে তটিনী সুন্দরী
দিতেছে অমরে যেন ডালি সাজি ভরি।

১০৩

স্রোতস্বতী-স্বচ্ছনীরে বিকচ কমল
চির বসন্তের মৃদু মন্দ সমীরণে
করিতেছে শান্তি-রসে সদা ঢল ঢল,
না ভুঞ্জে যাতনা কভু দ্বিরেফ-পীড়নে ;
সাধ্য কি যে মধুব্রত করে অত্যাচার ?
নিয়তি-শাসন-আজ্ঞা দেব দুর্নিবার।

১০৪

না পশে একটী কীট কোরকের মাঝে,
না ভাঙ্গে পাবড়ি এক মৃদুল পবনে,
না শুকায় কভু কিম্বা তপনের তাপে,
নাহি পায় কষ্ট কিম্বা হিমানী-পীড়নে,
আনন্দ-সলিলে ভাসে আনন্দে নলিনী,
জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে আলো করি কুমুদিনী।

১০৫

নির্গন্ধ পলাশ জবা কিংশুক শাল্মলী
বাসক দুর্গন্ধ পুষ্প অশোক কাঞ্চন,
সৌরভ পূর্ণিত তথা দেব মনোহর,
ফল ভরে অবনত বিটপী চন্দন ;
কণ্টকিত পুষ্প তথা বিহীন-কণ্টক;
নাহিক দুর্গন্ধ কিম্বা পাদপে কণ্টক।

১০৬

ফলহীন ইক্ষু-বৃক্ষে ইক্ষু-ফল ধরে,
নাহি কটু ফল তথা কটু আস্বাদন,
অকাল-সম্ভূত ফল, নাহি ঋতু-ভেদ,
নাহি কালাকাল কিম্বা বৃক্ষ বিবেচন,
এক বৃক্ষে ভিন্ন ফল ধরে অনায়াসে
মুহূর্ত্তে ফলিত হয় যা উঠে মানসে।

১০৭

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ঋতু শরত হেমন্ত
নাহি সে ত্রিদিবে, চির বসন্ত বিরাজে ;
ইচ্ছায় কৌমুদী উদি সুনীল অম্বরে
সাজায় ত্রিদিবে মরি মনোহর সাজে ;
মানসে আবরে অভ্র নির্ম্মল গগন,
চিন্তা মাত্রে প্রাতঃ উষা সন্ধ্যা আগমন।

১০৮

যে চিত্র দেখিতে হয় মানসে উদয়
ইচ্ছা মাত্র বিরাজিত নয়নের আগে ;
যে দ্রব্য লভিতে আশা, সে দ্রব্য তখনি
বিনা ক্লেশে সংরক্ষিত কর-অগ্রভাগে ;
সকলি সংপ্রাপ্য তথা নাহিক অভাব
এক মাত্র অমরের মানসই অভাব।

১০৯

নাহি সম্বন্ধীয় জ্ঞান, সবি ধ্রুবজ্ঞান
অহরহ অমরের হৃদে বিরাজিত ;
তারতম্য অনুমানে তর্ক সপ্রমাণে
না হয় সে ধ্রুব-জ্ঞান কভু সম্পাদিত ;
প্রকৃতি বিকৃতি কিম্বা নিত্যানিত্য জ্ঞান
নাহি বুদ্ধি তত্ত্ব আদি সত্ত্বাদি সে স্থান।

১১০

সত্ত্ব রজঃ তম গুণ বর্জ্জিত সে দেশ
পঞ্চবিংশ তত্ত্ব আদি নাহিক তথায়,
নাহিক প্রমাদ মান শোক প্রত্যভাব,
চিত্তের বিকল্প নিদ্রা স্মৃতি-বিপর্য্যয়,
তিন বিধ প্রাণায়াম নাহি প্রয়োজন,
পরমৈশ্বর্য্য-মুকতি ভুঞ্জে জনগণ।

১১১

নব-দূর্ব্বাদল-ক্ষেত্রে শৈবলিনী তটে,
হেম-হর্ম্ম্য-তলে বসি যত বুধ দল
করিছেন শাস্ত্র-চিন্তা সংযমিয়ে চিত ;
তপ্ত জ্যোতির্ম্ময় কান্তি জিনিয়া অনল ;
শান্তির অমৃত রসে বিভোর হইয়া
করিছেন সুধা-পান নয়ন মুদিয়া।

১১২

অনিমা ঐশ্বর্য্যে কেহ শক্ত শিলা মাঝে
প্রবেশিছে অনায়াসে পরমাণু ভেদি ;
জানিতে নিগূঢ় তত্ত্ব রেণু সমষ্টির
ভ্রমিছেন শৈল মধ্যে অধঃ ঊর্দ্ধাবধি ;
মানব অসাধ্য যাহা বিজ্ঞান-বিজিত
অমর অনাসে করে সে কার্য্য সাধিত।

১১৩

নিথর নভের হৃদি ভেদি অনায়াসে,
দিবাকর-কর-রেখা করিয়া ধারণ,
লঘিমা-ঐশ্বর্য্যে কেহ আদিত্য-মণ্ডলে,
উঠি যায় অবহেলে ইচ্ছায় আপন ;
মহিমা-ঐশ্বর্য্য-বলে কোন ক্ষীণ জন
প্রকাণ্ড আকার ক্রমে করিছে ধারণ।

১১৪

প্রাপ্তি ঐশ্বর্য্যে কেহ দেব নিশাকরে
অনায়াসে অবহেলে স্পর্শিছেন করে ;
প্রকাম্য ঐশ্বর্য্যে কেহ আপন ইচ্ছায়
প্রবেশিছে নীরে সুখে কিম্বা বৈশ্বানরে ;
ইচ্ছার অনভিঘাতে দৃঢ় মৃত্তিকায়
উন্মজ্জন নিমজ্জন করিছে ইচ্ছায়।

১১৫

বশিত্ব ঐশ্বর্য্যে কারো সর্ব্ব বশীভূত
ভূতাদি ভৌতিক যত পদার্থ নিচয় ;
ঈশিত্ব ঐশ্বর্য্যে কেহ ভূত ভৌতিকাদি
পারে করিবারে সৃষ্টি স্থিতি বিপর্য্যয় ;
কামাবসায়িত্বে হয় সংকল্প সফল
যে কার্য্য মানসে উঠে নাহয় নিষ্ফল।

১১৬

বিনা দূরবীক্ষে কেহ নয়নের আগে
হেরিছেন একমনে জ্যোতিষ্কমণ্ডল ;
কেহবা মানস-ক্ষেত্রে গণিছেন সুখে
গগনের গ্রহ রাশি তারকার দল ;
প্রফুল্ল বদন কারো ,কেহবা গম্ভীরে
নিমগ্ন নিয়ত, ভ্রমে নাহি চায় ফিরে।

১১৭

শতশত গ্রন্থাগার বিনা গ্রন্থাবলী
মানসে পূর্ণিত তথা যন্ত্র যন্ত্রাগারে ;
উপকরণ নানা বিধ স্থূল সূক্ষ্ম আদি
ঋজু বক্র তন্ত্রী কত সুসজ্জিত স্তরে ;
বিবিধ ভৈষজ্য পূর্ণ মানস আগারে
সুলভ মানসে যাহা দুর্লভ সংসারে।

১১৮

প্রদর্শিলা লীলাময়ী "হের মহারাজ
শঙ্কর আচার্য্য অই লক, প্লাতঞ্জল,
যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর, নিউটন, মনু,
গেলিলিও, আর্য্যভট্ট আদি বুধদল,
ভাস্কর আচার্য্য অই লীলাবতী সনে,
হেরিছে নক্ষত্র-পুঞ্জ চাহি শূন্য পানে!

১১৯

"অই দেখ ধন্বন্তরি অমর-ভিষক্
ভৈষজ্য লইয়া করে কৌতুকে নিহারে ;
গণিছেন শুভঙ্কর মানসাঙ্ক-পটে,
দণ্ডায়িত লোক্‌মান্ বায়ু-যন্ত্র করে ;
আরো কত বুধ দল বসিয়া তথায়
পুলকে পূর্ণিত সবে শান্তির ছায়ায়।

১২০

"শিষ্যসহ সক্রেটীশ গৌতমের বামে
কপিলা জৈমিনী সহ ধ্যানেতে মগন ;
এরিষ্টট্‌ল ইউক্লিড্‌ টলেমি বশিষ্ঠ
কণদ প্লেটোর সহ করিছে শ্রবণ ;
ক্ষত্র-বুধ বিশ্বামিত্র নিমীলি নয়ন
ডিমস্থিনী সহ বসি কহিছে কথন।

১২১

"হের মহারাজ পুনঃ জগন্নাথ সহ
করিছেন সদালাপ শ্রীযদুনন্দন ;
বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে পিথাগোরস
করিছেন জেনোফনে মৃদু সম্ভাষণ ;
আর্কিমিডি, জয়সিংহ, মিহির অদূরে
খনাদেবী সহ কথা কহিছে সাদরে।"

১২২

"দাও করতালি সবে হৃদয় উচ্ছ্বাসে,
ভাসুক ত্রিদিব-পুরী সুধার ধারায় ;
সতীর সতীত্ব-গাথা গাউক পবন
গাউক বসিয়া দ্বিজ সৌধের চূড়ায়।

১২৩

"জ্বালি ধূপ ধুনা আর হিরণ্য প্রদীপ,
আরতি করুক সবে সতী দেবী দলে;
বাজাগ্ সে স্বর্ণ-ডঙ্কা জীমুত নিকর;
গাউক্ মঙ্গল-গীত অপ্সরা সকলে।

১২৪

"পূরুগ্ সে মহারোল ত্রিদশ-মন্দিরে
দেখুক্ জগৎ সৌর সুধাংশু তপন;
বিকাশিয়ে ঋক্ষদল বিমানের পথে
হাসুগ্ প্রকৃতি সতী ভরিয়া বদন।

১২৫

"রচুক্ কবিতা কবি কবি-কুঞ্জ বনে
বহুক্ সে মন্দাকিনী সতী নারী পায়;
ঝলুগ্ সে বিদ্যুল্লতা নীলাম্বর কোলে
পবিত্র করিয়া নভো সাধ্বী গরিমায়।

১২৬

"প্রণাম করুক্ আসি দেব দিবাকর
দশ দিক পাল দেব সপ্তর্ষিমণ্ডল;
কবি দল বুধ দল বীর দল আদি
নমুগ্ সে পূত পদে চন্দ্র তারা দল।

১২৭

"দেখুক বঙ্গের বালা ভারত রমণী
গাক্ পাতিব্রত্য-গান পতিপ্রাণা দল ;
হাসুক্ সে সাধ্বী নারী মনের উল্লাসে
দেখুক্ জীবিতাঙ্গনা সতীত্বের ফল।"

১২৮

উচ্চারি গভীরে দেবী সতী কুঞ্জ মুখে
ধীরে ধীরে হইলেন ক্রমে অগ্রসর ;
হাসিল প্রকৃতি সতী হাসিল ত্রিদিব
স্বর্ণ-বিজলিতে মরি নীল নীলাম্বর ;
গগন-গবাক্ষ পথে পূর্ণ ক্ষপাকর
ঢালিতেছে শুভ্রকলা সতী কুঞ্জোপর।

১২৯

লতা-কুঞ্জে সুবেষ্টিত সুন্দর উদ্যান,
হেম মণিময় দ্বারে বসন্ত প্রহরী ;
কুসুম-কুণ্ডল দোলে দুই শ্রুতিমূলে
কুসুম মুকুট চারু শোভে শিরোপরি ;
পত্র কিশলয় জাল বেষ্টিত তাহায়
কুসুমের মালা দোলে মরাল গ্রীবায়।

১৩০

নিকুঞ্জ-নায়ক পিক গায় পঞ্চস্বরে
কুহু কুহু কুহু করি বিদারি গগন,
হিল্লোল তরঙ্গে মরি সে স্বর-তরঙ্গ
বিমান নিক্কন সম করে আন্দোলন ;
সে স্বরে পাসরে লোক শোক তাপ জ্বালা
আছে কে পাষণ্ড হেন না হয় বিভোলা।

১৩১

ছানিয়া সুধারে শশী বরষিছে সুধা
রজত-নিন্দিত-কান্তি সতীকুঞ্জোপরে,
মাখাইছে এক মনে সরস রসালে
কুসুমে কুট্মলে কভু শ্যাম পত্রোপরে ;
পদ্মপর্ণে কিশলয়ে নেত্র বিনোদন
সুষীম দর্পণে শশী হেরিছে বদন।

১৩২

সরসি সরিৎ শৈল উদ্যান সুন্দর
পুষ্প কিরীটিনী বৃক্ষ নব দুর্ব্বাদল,
সুচারু নিকুঞ্জবন মানস মোহন
জ্যোৎস্নার জলে মগ্ন শূন্য জল স্থল ;
স্বর্ণাক্ত আলক্ত কান্তি শান্ত স্নিগ্ধময়
স্পর্শিলে নিবারে জ্বালা শোক তাপ ভয়।

১৩৩

চৌদিকে কুসুম-রাজী দিব্য প্রভাময়
চম্পাক পাটল গুচ্ছ শুভ্রজাতি যূথি,
কামিনী কমল আর শেফালি বকুল
কদম্ব প্রফুল্লতনু মল্লিকা মালতি;
ফুল্ল মুকুলিত কত কিরণে ললিত
নিকুঞ্জ সুন্দরী যেন মেখলা বেষ্টিত।

১৩৪

কভু উষাদেবী আসি সহাস্য আননে
গৈরিক লেপিত ভালে দেয় দরশন,
প্রভাত প্রদোষ নিশা কভু দিনমান
কিঙ্কর স্বরূপ কার্য্য সাধে অনুক্ষণ;
বিনাযন্ত্রে বিনাতন্ত্রে মৃদু সমীরণ
উঠায় সুস্বর মরি ভুবন মোহন।

১৩৫

সেই নিকুঞ্জের মাঝে বিশদ বরণে
আলোকিয়া চতুর্দ্দিক ত্রিদিব আলয়,
নলিনী-নিন্দিত শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে
স্মিত মুখী সতীদল বসিয়ে তথায়;
রয়েছে কুসুম-চয় কুঞ্জে যেন মরি
স্বভাব কুসুম সনে উজলিয়া পুরী।

১৩৬

কণ্ঠে এলায়িত কিবা কুসুমের ভার
লজ্জিত সুধাংশু মরি সে বর বরণে,
অর্দ্ধ-নিমীলিত আঁখি ত্র্যম্বক-নিন্দিত
স্বর্ণালক্ত সুচিত্রিত রাতুল চরণে,
এলায়িত কেশপাশ সুকান্তি আননী
কাদম্বিনী কোলে যেন খেলে সৌদামিনী।

১৩৭

বিরহিণী-মর্ম্ম-পীড়া নাহিক তথায়
অমল প্রণয় তথা চির-সংমিলন,
নাহিক কোরকে কীট, মৃণালে কণ্টক
নাহিক প্রেমের ভয় কলঙ্ক গঞ্জন;
পরিবাদ অপবাদ প্রেমের পীড়ন
নাহি প্রণয়ের শত্রু বিচ্ছেদ কখন।

১৩৮

পূর্ণ ইন্দু ইন্দীবর কুসুম সৌরভ
মূরলী নিক্কন আর সুধা উপাদানে,
নিরমিল বিধি সতী স্বর্ণ প্রতিমায়
মোহিতে অমর ব্রজ ত্রিদিব ভুবনে;
স্বর্গ বিমোহিনী রূপে ব্রীড়া সঙ্কুচিতা
পাণি পরশনে যথা লজ্জাবতী লতা।

১৩৯

চন্দন অলকা ভালে আয়তির রেখা
সীমন্তে পুষ্পের সিঁথি, কুসুমের দল,
নিটোল নিতম্বে শোভে কুসুম-মেখলা
প্রসূন-নলোক নাকে পিঙ্কিত দুকুল ;
কুসুম মঞ্জীর শোভে যুগল চরণে
ভূষিত সর্ব্বাঙ্গ মরি কুসুম ভূষণে।

১৪০

পার্থিব প্রপঞ্চ তঞ্চ ভূতপঞ্চ যোগে
সাধ্বী পতিব্রতা-সতী নহে বিগঠিত,
অস্থায়ী ভৌতিক অংশ নাহিক তাহাতে
অমৃতের উপাদানে সে দেহ সৃজিত ;
প্রদোষ তপন ভাতি লেপনে ফলিত
স্নিগ্ধ শান্তময়ী রূপে শান্তি পরাজিত।

১৪১

নাচিছে অপ্সরী ব্রজ গাইছে কিন্নরী
উঠিছে সুস্বর কণ্ঠ ভেদিয়া বিমান,
সে স্বর স্তবকে মুগ্ধ সতীর হৃদয়
বিকসিত নিরন্তর সুধা করি পান ;
চির শান্তি রসে মগ্ন শান্তি-নিকেতনে
প্রফুল্ল আনন্দে হর্ষে সবে প্রতিক্ষণে।

১৪০

প্রদর্শিলা লীলাময়ী "হের হে রাজন !
অশ্বপতি প্রাণসম, প্রাণের নন্দিনী,
সাবিত্রী সুন্দরী বসি জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে
দাঁড়ায়ে চরণে স্মর পুটী যুগ্মপাণি ;
প্রদানিছে পুষ্পাঞ্জলি পূত শ্রীচরণে
হাসিছে লাবণ্যময়ী সস্মিত বদনে।

১৪০

"অই দেখ অরুন্ধতী গার্গী-সতী পাশে
দাঁড়াইয়ে করপুটে দেবী পদ্মযোনী,
ঐ দেখ দময়ন্তী মৈথিলী আত্রেয়ী
পুলকে হাসিছে সহ রোহিণী পদ্মিনী ;
রজপুত, বঙ্গবালা, ক্ষত্রিয় যুবতী
রহিয়াছে আরো কত গুণবতী সতী।

১৪১

"দক্ষিণ বিভাগে হের শৈব্যা, জয়াবতী
মুক্ত কেশে দণ্ডাইত সহ শকুন্তলা,
ক্রোড়ে করি ভানুমতী চিন্তাসতী পাশে
পতি-প্রাণদাত্রী সতী সুন্দরী বেহুলা ;
বিদেশিনী সাধ্বী সতী যবনী বিস্তর
বিরাজিছে কত শত হের নরবর।

১৪৫

"মেঘনাদ-বাঞ্ছা-সতী প্রমীলা সুন্দরী
রক্ষবধূ সরমার পার্শ্বদেশে বসি,
বিরাটতনয়া সহ মগ্ন পতি ধ্যানে
দেশদিমনা জুলিত্রট পর্শিয়া রূপসী ;
পাশ্চাত্য কুসুমত্রয় দূরে বিকশিতা
যোগিনী যামিনী-গন্ধা যেন প্রস্ফুটিতা।"

১৪৬

আরণ্য মুকুতা-পুঞ্জ চামেলীর কলি
স্মিতমুখী পারিজাত সরোজ পাটলে,
দিতেছে অঞ্জলি ভরি পদে পুষ্পাঞ্জলি
পুলকিত মনে যত বিবুধের দলে ;
পরশে হতেছে সতী মৃদু চঞ্চলিত
প্রভাত সরোজ যেন বাতবিকম্পিত।

১৪৭

সহসা পড়িল নেত্রে নারী একজন
স্বর্গীয়া প্রভায় আলো করি পুণ্যস্থল,
বসিয়া নিকুঞ্জ মাঝে জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে
সহাস্য বদন তাঁর মুখশ্রী অমল ;
অমৃতে গঠিত দেহ প্রতিভা পূরিত
স্নেহময়ী স্মিতমুখী নেত্র বিকশিত।

১৪৮

স্তম্ভিত হইল জ্ঞান সে মূর্ত্তি নিরখি,
দৃষ্টি মাত্রে আঁখি যুগ পলক রহিত,
আনথ কৈশিকী পথ কাঁপিল সঘনে,
নিস্তব্ধ হৃদয় তন্ত্রী হইল ধ্বনিত,
স্মরি পূর্ব্বস্মৃতি হৈল হৃদয় বিকল
দেখা দিল নেত্র অগ্রে ভক্তি-অশ্রুজল।

১৪৯

কহিল গদ্গদ কণ্ঠে জ্ঞান মহামতি
"যেন কোথা হেরিয়াছি এ সতী রতন ;
চির পরিচিতা বলি হয় অনুমান,
পূর্ব্বস্মৃতি কিন্তু এবে নাহিক স্মরণ ;
দৃষ্টি মাত্রে কেন মাতঃ! অস্থির অন্তর ?''
অলক্ষে হাসিয়া দেবী করিল উত্তর।

১৫০

"চেননা কি বৎস তাঁরে ? সে জন তোমার
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠারাধ্যা পবিত্রা জননী ;
মহাপুণ্যভূমি সেই রামরেখা ঘাটে,
পূজি পতি-পদ সুখে পতিপরায়ণী,
বন্দি রামেশ্বর দেবে জাহ্নবী জীবনে,
ত্যেজিলা জীবন সাধ্বী পতি বর্ত্তমানে।

১৫১

"আয়তি সিন্দুর-বিন্দু উজলিছে ভালে
নানা রত্ন অলঙ্কারে হের বিভূষিত ;
স্বর্ণ সৌদামিনী জিনি মুখশ্রী উজ্জ্বল,
মধুমাখা কথাগুলি সস্নেহ পূরিত ;
সতীত্ব প্রভাবে আজি শমনবিজয়ী,
স্বর্গীয়া জননী তব নাম দিনময়ী।

১৫২

"ক্ষুদ্র পল্লী সাদিপুর দামোদর তটে,
বসুবংশ বধূ সতী বংশ সুগৌরবে,
আঁটপুর মিত্র বংশে লভিয়া জনম,
আমোদিল পরলোক সতীত্ব-সৌরভে ;
সেই দিনময়ী বৎস ! জননী তোমার,
পেয়েছ দর্শন যম আশিষে যাঁহার।"

১৫৩

পড়িল জ্ঞানের নেত্রে দর দর ধারা
শুকাইল কণ্ঠ তালু স্মৃতির স্মরণে ;
একে একে 'বক্সর' 'রামরেখা ঘাট'
সেই শৈলশিবমূর্ত্তি জাহ্নবী জীবনে,
সেই ভীম বটবৃক্ষ শাখামৃগগণে,
তাড়কা বধের চিহ্ন উপজিল মনে।

১৫৪

শুকাইল গণ্ড অশ্রু গণ্ড তলে হায়,
নীরবে পড়িল উষ্ণ সুদীর্ঘ নিশ্বাস,
কাতরে কহিল ডাকি "অয়ি মা কল্পনে !
দেহ অনুমতি দাসে, যাই মাতাপাশ ;
কহিব দু এক কথা প্রসূতী সদন,
হৃদয় উথলা মম বন্দিতে চরণ।

১৫৫

"না সহে বিলম্ব আর দেহ অনুমতি
বহুদিন পূজি নাই সে পূত চরণ ;
হেরি নাই জননীর মুরতি মধুর
শুনি নাই বহুদিন বৎস সম্বোধন ?
জুড়াই মনের জ্বালা ডাকি মা মা বোলে
হেরিলে সস্নেহে তিনি লইবেন কোলে।

১৫৬

"অন্তর যামিনী তিনি বিদিতা সকল ;
তবুও দু এক কথা জননীর কাণে
কহিব পিতার বার্ত্তা, চরিত্র কুশল।
পেয়েছি বিয়োগে তাঁর কষ্ট কত প্রাণে ;
হৃদয়-কপাট খুলি যা আছে হৃদয়ে
কহিব মনের দুঃখ মায়েরে নির্ভয়ে।

১৫৫

"হৃদয়ে অনেক কথা আছে মা নিহিত,
করিনাই মর্ম্ম-পীড়া কাহারে প্রকাশ ;
আশা ছিল মৃত্যু অন্তে সে মর্ম্মবেদন
ফুটিব কাঁদিয়া গিয়া জননীর পাশ ;
দৈব ক্রমে আজি যদি পাইনু দরশন
দেখাই হৃদয় চিরি হৃদয় বেদন।

১৫৮

"করিয়াছে তন্ন তন্ন কাটি খান খান
অকালে সে কালকীট হৃদয়-কোরকে ;
শোক কাল-কূটে মম ঘেরিয়াছে দেহ
ধমনী কৈশিকী পথ স্তবকে স্তবকে ;
পড়েছে কালিমা দাগ রেখা নীলিময়
দেখাবো সে দাগ আজি কাড়িয়া হৃদয়।

১৫৯

"বহুদিন অন্তর্হিত জননীর স্নেহ
বিস্মৃতি-অতল-জলে ছিলাম ডুবায়ে ;
আজি সেই স্নেহময় আনন নিরখি
নিস্তেজ শোকাগ্নি পুনঃ জ্বলিল হৃদয়ে ;
খেলিল নির্ব্বাত-সরে তরঙ্গের সার
নির্ব্বাপিত আশাদীপ হাসিল আবার"

১৬০

নীরবে কাঁদিল রাজা "কহিলা কল্পনা
বৃথায় আয়াস তব বৃথায় ক্রন্দন ;
নাহি সে স্বর্গীয় তেজ দেহেতে তোমার
নিকটে যাইতে আশা বৃথা আকিঞ্চন ;
নারিবে যাইতে তীব্র জ্যোতির সদন
স্পর্শমাত্রে হবে তুমি বিগতচেতন।

১৬১

"ত্যজ এ দুরাশা তব এস মম সাথে
চল যাই মিশ্র ভাগে হেরিগে নৃমণি"
এতেক কহিয়া দেবী বিবেকাস্ত্র লয়ে,
কাটিয়া জ্ঞানের মায়া অলক্ষ্যে অমনি,
চলিলা ত্বরিত পদে অন্য দৃশ্য পানে ;
পশ্চাৎ চলিল ধীরে পান্থ চারিজনে।

১৬২

ভুলিল মায়ের মায়া জ্ঞান নরপতি,
না কহিল ফিরে আর একটি বচন,
না চাহিল ফিরে পুনঃ সতীকুঞ্জ পানে,
অঙ্কুশ আঘাতে যথা প্রমত্ত বারণ ;
মন্ত্রমুগ্ধ মহোরগ নিস্তেজ যেমতি,
তেমতি মোহিয়া মন্ত্রে চলিলা নৃপতি।

১৬৩

ব্যাপিয়া যোজন শত ভীষণ বিটপী
সগর্ব্বে উন্নত শিরে দাঁড়ায়ে তথায় ;
শাখা ও প্রশাখা তার অনন্ত অম্বর
ভেদিয়াছে স্বর্গ-মার্গ দৃষ্টি নাহি যায় ;
দূরভূমি পরিব্যাপ্ত বিটপীর মূল
ভেদিয়াছে স্বর্গ-স্বর্গ শিখর আমূল ।

১৬৪

হেম হীরা সুমাণিক্য পরমাণু যোগে
বিগঠিত আলবাল কারু কার্য্য ময় ;
নানা রত্ন সুশোভিত শাখা প্রশাখায়
স্বর্ণকলি বৃন্ত তার, স্বর্ণপত্র চয় ;
রতন-প্রসূন শোভে প্রবাল মুকুল,
আঘ্রাণি সৌগন্ধ তার হৃদয় আকুল ।

১৬৫

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গফল
বিকচ প্রসূনে পূর্ণ পাদপ সুন্দর,
ধরে সেই মহাশাখে, অমূল্য রতন,
অহরহ ভুঞ্জে তাহা ধার্ম্মিক সরল ;
পুণ্যাত্মা প্রবরে তরু করি ছায়াদান
সুস্নিগ্ধ শীতল বায়ে জুড়ায় পরাণ ।

১৬৬

যে ফল মাগিবে ভিক্ষা তখনি সুকেশ
মুক্ত হস্তে অযাচিতে করিবেক দান ;
নাহি কাতরতা কিম্বা নাহি কৃপণতা
ধর্ম্ম ভীরু ধার্ম্মিকের রাখিতে সম্মান;
সুপক্ব অপক্ব ফল কলিকা মুকুল
সুশোভিত বপু তার সদা সুপ্রফুল্ল ।

কাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা বল্কল
আমূল শিরসি তার স্পষ্ট স্বচ্ছময় ;
সেই দৃষ্টি ভেদ্য স্বচ্ছে স্পষ্ট দেখা যায়
আবাহ প্রবাহ আদি ক্রিয়া সমুদয় ;
শোষণাদি সঞ্চালন কার্য্যাদি পর্য্যায়
দৃষ্টি হয় প্রতি রন্ধ্রে শিরায় শিরায় ।

১৬৮

সে পাদপ-পাদ হৈতে লভিয়া জনম
চারি তরঙ্গিণী রঙ্গে বহে চারি ধারে ;
রজতের স্রব যেন অতি কি সুন্দর
উত্তোলি মনোর্ম্মি মালা মৃদু কল স্বরে ;
পরশি হরিতাবলী তটিনী হৃদয়
মাতায় আনন্দে, অতি পুণ্যাত্মা হৃদয় ।

১৬৯

উত্তরে "অমৃত নদী" চির বহমান,
বিন্দু যাহে একবারে স্পর্শি মাত্র সুধা
মাতোয়ারা দেব বৃন্দ চির হর্ষ ময়,
অমর অজর বল হীন তৃষা ক্ষুধা
সুধার আধার সেই স্রোতস্বিনী
নেত্র তৃপ্তিকর দৃশ্য তীর-সুশোভিনী।

১৭০

শোভিয়া সাগর-হৃদি সে ক্ষীরোদ নদী
দক্ষিণে যাইছে ধীরে মৃদুল গমনে,
নির্ম্মল কান্তি জল স্নান-তৃপ্তি কর
বিন্দু পানে উল্লাসিত স্বর্গবাসীগণে
দেবতা দুর্ল্লভ বারি-নাশিতে কারায়
সেবে নিরন্তর-সেবে বিধির আজ্ঞায়।

১৭১

প্রফুল্ল প্রবাহে মৃদু মধুর কল্লোলে,
ধায় মন্দ তরঙ্গিনী মধুরে নাচিয়া;
বিধৌত করিয়া পূর্ব পশ্চিম বিভাগে
উথলিয়া দূরদেশ বিস্তৃত ব্যাপিয়া;
সর্ব্বদা বিরাজে দিব্য দেবতা নিচয়
মকরন্দ পান করি উল্লাস অন্তর।

১৭২

অপার পুলকে ধায় পূরব বিভাগে
সুন্দর সুরভি নদী গন্ধে আমোদিত
সৌরভ উচ্ছ্বাস পূর্ণ সৌরভ ধারায়
নিখিল ত্রিদিব পুরী করে সৌরভিত ;
গন্ধর্ব্ব গীর্ব্বাণ ব্রজ সুরবালা দলে
অবগাহে প্রতি দিন অমল সলিলে ।

১৭৩

স্বচ্ছ শৈবলিনী মাঝে শশী দিবাকর
হেরে মুখশশী যেন মোহন মুকুরে ;
নিমজ্জি, অথবা নীরে নিমগ্ন অতলে
সৌগন্ধে উন্মত্ত হয়ে চিরবাস করে
সৌরভের আকর্ষণে না উঠে বিমানে
চিরবাস অভিলাষ করে সেই স্থানে ।

১৭৪

তটিনী হৃদয়ে শোভে যৌবন গরবে
কমলিনী কুমুদিনী কত অগণিত ;
সুরম্য নিম্নগা তটে লহর হিল্লোলে
সৌরভিত পুষ্প কত হয় প্রস্ফুটিত ;
বর্ষিয়া সুগন্ধানিল বহে অনুক্ষণ
মোহিয়া শান্তির রসে পুণ্যাত্মার মন ।

১৭৫

উর্ব্বশী অপ্সরী ব্রজ সুরবালা দলে
তুলিয়া সুকণ্ঠ কণ্ঠ অনন্ত বিমানে,
অবগাহে দেহ যেন মদনের সেনা
আমোদিত কোথা মধু তুর্য্যের নিক্কণে ;
অপ্সরী সুতান সহ বিহঙ্গম কুল
তুলিছে লহর কোথা মোহিনীর কুল।

১৭৬

গাইছে পতঙ্গ কোথা জয় জগদীশ
হৃদয় কম্পক নাম প্রফুল্ল অন্তরে ;
পুষ্প বৃষ্টি অনিবার হতেছে পতন
হতেছে মাণিক্য বৃষ্টি প্রহরে প্রহরে ;
স্নানি নির্ঝরার নীরে, বৃক্ষের সদন
যে মাগে যেমন ভিক্ষা সে পায় তেমন।

১৭৭

মহার্ঘ মাণিক্য তথা কেহ না পরশে
কিছার হীরক মুক্তা প্রবাল সুন্দর ?
হেম রৌপ্য স্তূপাকারে যায় গড়াগড়ি
ধরায় যেরূপ হয় [illegible] আদর ;
পার্থিব ধনের আশা বাহি সেই স্থান
শান্তির ভিখারী তারা শান্তিগত প্রাণ।

১৭৮

লোমাঞ্চিত সপুলকে বিবুধ নিকর
করিছে প্রফুল্ল মনে ঈশ্বর কীর্ত্তন ;
চিদানন্দ ঈশ প্রেমে হইয়া অবাক্
কেহ বা ধ্যানেতে মগ্ন নিমিলি নয়ন ;
উন্মাদ হইয়া কেহ জগদীশ নামে
নাচিছে দুবাহু তুলি তেয়াগি সরমে।

১৭৯

শোভিয়া শ্রীঅঙ্গ কেহ প্রীতির কুসুমে,
চিদানন্দ ভাতি সেই চিন্ময় মুরতি,
প্রেমে ঢল ঢল হ'য়ে চিন্ময় নয়নে,
হেরিছে চিদরূপধারী অন্তরে নিয়তি ;
উচ্চারি চিন্ময় নাম মুখে অনিবার
তুলিছে বিমান মার্গে তরঙ্গ সুধার।

১৮০

কহিলা কল্পনা দেবী "হের মহারাজ !
ন্যায়বান্ দয়াবান্ ধীর দাতা গণে,
ধর্ম্ম ভীরু জিতেন্দ্রিয় অকপট দল,
ভুঞ্জে সুধ চিরকাল সুখে এই স্থানে
আনন্দে বিভোর হোয়ে বিপুল পুলকে
কাঁপায় বিজয়োল্লাসে বৈজয়ন্ত লোকে।"

১৮১

কহিলা কল্পনা দেবী "হের মহারাজ !
প্রকৃতি-পুঞ্জেরে যে বা দিল প্রাণ দান,
দুর্দ্দম দুর্ভিক্ষে কিম্বা মহা মারি ভয়ে,
বাঁচাইল লক্ষ লক্ষ নিরাশ্রয় প্রাণ,
রোগে, দুঃখে, কষ্টে যেবা ক্ষুধায় তৃষ্ণায়,
সেই দয়াবান্ দাতা নিবাসে হেথায়।

১৮২

"পরহিতে রত যে বা অকপট চিতে
কৃষ্ণ শুক্ল ভেদাভেদ নাহি কভু জ্ঞান,
নিজ কিম্বা পর জনে নাহি পক্ষপাত ;
সেই পক্ষপাত হীন ধীর ন্যায়বান্।
অমৃত পয়োধি ধারা সুখে করি পান
অজরা অমরা হোয়ে ভুঞ্জে এই স্থান।

১৮৩

"অই যে হেরিছ রাজা বিটপী বিশাল
মহা দান-শীল তরু নাম সিদ্ধক্রম
উহার প্রত্যেক বৃন্তে মুকুলে শাখায়
প্রবাল মাণিক্য পূর্ণ হীরক বিদ্রুম ;
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল
তরুবর সর্ব্ব অঙ্গে ধৃত অবিরল।"

১৮৪

পরিহরি দৃশ্য দেবী এতেক কহিয়া
চলিলা সত্বর পদে অগ্রে অগ্রসরি ;
পশ্চাৎ ধাইল ত্বরা পান্থ চারিজন
কিছুক্ষণে নিহারিল মনোহর পুরী ;
সুন্দর সুরম্য দৃশ্য নয়ন রঞ্জন
নাম "ধর্ম্মধাম" কিম্বা "ভকত ভবন।"

১৮৫

অর্ব্বাচীন অক্রবান রে লেখনি তুই
কেমনে বর্ণিবি ক্ষুদ্র, সে লাবণ্য ছটা ;
না চলে দর্শন যথা নাহি যায় জ্ঞান,
কল্পনা না পায় খুঁজি সেই ঘন ঘটা,
তুই কোন ছার মূঢ় কল্পনার দাস
কল্পনা বিজিত তথা জ্ঞান হতাশ্বাস।

১৮৬

এ নহে পার্থিব চিত্র কিম্বা নরকের
তুলিবি তুলিতে তুই সামান্য আয়াসে ;
প্রকৃতি পদার্থ কিম্বা স্বভাব সুজাত
সাগর ভূধর মরু নাহি সেই দেশে ;
নাহিক আলোক তথা সেই দিব্যালোকে
কেমনে পশিবি, কিম্বা নিরখিবি চোকে ?

১৮৭

পঞ্চভূতময় দেহ পার্থিব গঠনে
বিগঠিত তব অঙ্গ যাইবি কেমনে ?
কোন প্রাণে কি প্রয়াসে কিবা প্রয়োজনে
কি সাহসে বল সেই পঞ্চাতীত স্থানে ?
নারিবি পশিতে তুই সহ পঞ্চভূত
সে তেজ পরশ মাত্র হবি ভস্মীভূত।

১৮৮

দম্পতি প্রণয় চিত্র এ নহে নির্ব্বোধ
বীরত্ব গৌরব কিম্বা মানব চরিত ;
সুন্দরী সুঠাম ছবি নেত্রে তৃপ্তি কর
এ নহে ভূধর চিত্র আকর্ণ বিস্তৃত ;
যে তেজ সমীপে যেতে করেছ মনন
নিশ্চয় পতঙ্গ সম অনলে মরণ।

১৮৯

এ নহে সে গীরীশীয় ট্রয় রাজ ধানী
হেলেনা হরণ কিম্বা হেক্টের নিধন,
একিলি বীরত্ব গর্ব্ব জুপিটর বলে,
এ নহে সে এগুমেকি বিরহ বর্ণন,
নহে টেলিমেকসের বিদেশ ভ্রমণ
নিরুদ্দেশিত পিতার উদ্দেশ গ্রহণ।

১৯০

এ নহে সে পিতৃব্যের বৈর নির্যাতন,
জুলিয়ট রোমিওর প্রণয় চিত্রন,
এ নহে সে লিয়রের দুর্দ্দশা বর্ণন;
অথবা সে সাইলকের ত্বক্ উন্মোচন
এ নহে নিশীথ স্বপ্ন নিদাঘ শিশির,
মোহিল যে চিত্রে ধরা কবি সেক্ষপীর ।

১৯১

এ নহে সে বাল্মিকের শ্রীরাম চরিত,
শ্রীহর্ষের নলমুখ চিত্র সুবর্ণন,
তর্ক প্রমাণিত ন্যায় নহে গৌতমের,
কালিদাস আদিরস কবিতা কানন,
এ নহে সে দান্তের নরক দর্শন,
অথবা সে গোলেস্তার অন্যায় বর্ণন ।

১৯২

সে চিত্র তুলিতে তুলি বড় সুচতুর
দেখা যাবে আজি কিন্তু গুণপনা তোর ;
বাসনা যাহাতে বৃথা করেছ মনন
সে নহে সামান্য স্থান, ঐ দুরাশা তোর
কেমনে জলধি হায়, দ্রোণি সহকারে
বাহিয়াছ তরিতে ভীম পারাবারে ।

১৯৩

চিত্ত চক্ষু ঝলসেন্য সে জ্যোতির তেজ
না করিতে দৃষ্টি ক্ষেপ তীব্র রেণু করে
বিন্দুমাত্র আভা যার স্পর্শে মাত্র হায়
নিষ্ঠীন হইল অন্ধ জনমের তরে ;
সে দৃশ্য হেরিতে কেন করিস্ মনন
হারাবি কি আঁখি দুটী জন্মের মতন ।

১৯৪

সে দৃশ্য স্মরণ মাত্র বিনা দৃষ্টি পাতে
প্রীতি ভক্তি রসে মম উন্মাদিত চিত্ত ;
কাঁপিছে হৃদয় গুরু যামেত্তরপাখি
আদ্যন্ত ধমনী পথে ধাইছে শোণিত ;
ভ্রমোন্মাদে কি শিখিস্ বাতুলের প্রায়
করিবি কি হাস্যাস্পদ সমাজে আমার ।

১৯৫

ফিরে চল হেরিয়াছ যাহা সুপ্রচুর
সে দৃশ্য হেরিয়া তব কোন প্রয়োজন
সে তীব্র জ্যোতির কণা স্পর্শমাত্র দেহে
অনলে পতঙ্গ সম হবি প্রাণহীন ;
জ্ঞান হবে লুপ্ত বুদ্ধি চলৎশক্তি
রহিবে অসাড় দেহ প্রস্তর মুরতি ।

১৯৬

নির্দ্দেশিলা লীলাময়ী কল্পনা জননী
সহসা ফিরায়ে মুখ তীব্র জ্যোতি পানে
"হের মহারাজ ঐই ভকত ভবন"
আজ্ঞা মাত্রে নিক্ষেপিল দৃষ্টি চারি জনে ;
নিরখিল তেজঃপুঞ্জ প্রতিভা অনল
অযুত মধ্যাহ্ন রবি জিনিয়া উজ্জ্বল।

১৯৭

দৃষ্টি মাত্রে কৌতুহল কাঁপিল আতঙ্কে
সিহরিল বপু যেন কদম্বের ফুল ;
কহিল সম্বোধি নৃপে-"কেন মহারাজ
এ দৃশ্য হেরিয়া হৃদি শঙ্কায় ব্যাকুল ?
না পারি বুঝিতে কিছু নিগুঢ় কারণ
প্রখর জ্যোতির তেজে না চলে দর্শন।"

১৯৮

উত্তরিল জ্ঞান রাজা "শুন কৌতূহল
এ নহে সামান্য স্থান ধর্ম্মের প্রভায় !"
শুনিতে শুনিতে কথা সহসা অমনি
মিশাইল কৌতূহলে শূন্যতলে হায় ;
অমনি চাহিল শূন্যে সবে সচকিত
না হেরিল চিহ্ন সেই মুর্ত্তি অন্তর্হিত

১৯৯

কৌতূহল দুরদশা করি দরশন
নির্ব্বাক হইল সবে মানিয়া বিস্ময় ;
অলক্ষে ফেলিল আশা প্রীতি অশ্রুজল
সে দৃশ্যে চিন্তার হৃদি হইল সভয় ;
কহিল চিন্তারে আশা ফিরায়ে বয়ান
"সাধু কৌতূহল সাধু মহাপুণ্যবান ।

২০০

সুপ্রসন্ন ভাগ্য বলি মানিতাম আমি
আজি যদি হেন দশা ঘটিত আমার
কত পুণ্যবলে সেই সাধু কৌতূহল
রাখিল গীর্ব্বাণ-পুরে জীবন তাহার ;
পাইল নির্ব্বাণ মুক্তি জন্ম জন্মান্তর"
এতেক কহিয়া সবে হৈল অগ্রসর ।

২০১

পরিমল ভারাক্রান্ত স্নিগ্ধ উষানীল
বহিতে লাগিল ধীরে পরশিল গায় ;
শিহরিল সর্ব্ব অঙ্গ, ঝরি অশ্রুজল
দূরে গেল পথ-শ্রান্তি স্পর্শনে সে বায় ;
প্লাবিল ভকতিতে মন প্রেমানন্দে অতি
কহিল সহাস্য মুখে ধীরে আশা সতী ।

২০২

কেন মহারাজ হৈনু হৃদয় বিহীন ?
না পারি তিষ্ঠিতে হেথা না চলে চরণ ;
বিশিথিল দেহ গ্রন্থি অধৈর্য্য অন্তর
স্তমিত কি হেতু তেজে যুগল নয়ন ;
কহিতে কহিতে আশা হৈল সংজ্ঞাহীন
অলক্ষ্যে বিমানে দেহ হইল বিলীন।

২০৩

অমনি অলক্ষ্যে দেবী হাসিলা ঈষৎ ;
স্তম্ভিত হেরিয়া দৃশ্য জ্ঞান মহামতি
ফেলিল সুদীর্ঘ শ্বাস কম্পিত অন্তরে ;
সক্রন্দনে সকাতরে কৈল চিন্তা সতী
"বিশ্বাস দুহিতা আশা জগতে বিদিত
কেনরে করিলি হেন কার্য্য বিপরীত।"

২০৪

"হইল সুহৃদ দ্বয় চির অন্তর্ধ্যান"
কাতরে কহিল নৃপ ডাকি কল্পনায়
উত্তরিল নৃপে দেবী ঈষৎ হাসিয়া
"দুঃসহ এ ব্রহ্ম-তেজ সহা মহা দায় ;"
না ফুরাতে দেবী বাক্য উত্তরিল জ্ঞান
"নাহি মোর আশা আর হেরিতে এ স্থান।

২০৫

"আশা কৌতুহল সনে গিয়াছে বাসনা
নাহি আর আশা হৃদে নাহি কৌতুহল ;
ত্রিদিব হেরিতে আর নাহি মনোসাধ
বিনা আশা কৌতুহল চরণ অচল ;"
"চিত্তের বিকার রাজ্য করি পরিহার"
কহিলা কল্পনা "হের সম্মুখে তোমার।

২ ৬

"ভুবন মোহন দৃশ্য হৃদয় মোহন
কি আছে তুলনা দিব পার্থিব ধরায় ?
না পারি ভাবিতে কিম্বা বর্ণিতে বচনে
অতীত বিষয় সেই কবি-কল্পনায় ;
না পারি হেরিতে নেত্রে কিম্বা পরশিতে
না পারি নিমেষ মাত্র সঙ্কল্পিতে চিতে।

২০৭

লক্ষ ক্ষণ-প্রভা যেন একত্রে উদয়,
কোটী ইরম্মদ শিখা বেগে বিজলিত ;
কোটী উল্কা ধূমকেতু চমকে আকাশে,
কোটী ইন্দ্রায়ুধ যেন একত্রে উদিত ;
রজত মঙ্গল চন্দ্র সুপ্রখর রবি,
উদিত সহস্র-সৌর জগতের ছবি।

২০৮

"মহান অনন্ত শক্তি প্রচণ্ড প্রতাপ,
জাগ্রত জলন্ত রূপ অখণ্ড অব্যয়,
তেজোময় দীপ্তিমান পাষণ্ড-আতঙ্ক
অগম্য দুর্জ্জেয় তেজ অনাদি অক্ষয়,
অসীম অপার নিত্য সত্য অবিনাশ,
অতুল অব্যক্ত ব্রহ্ম তেজের উচ্ছ্বাস।

২০৯

স্বয়ম্ভু অখিল নাথ স্বতঃ স্বপ্রকাশ,
সর্ব্ব শক্তি মূলাধার মঙ্গল আকর,
কৃপা সিন্ধু দীনবন্ধু পূর্ণ শান্তি ধাম
কলুষবিনাশকারী পাপ ত্রয় হর;
প্রজাপতি মোক্ষ দাতা বিপদ ভঞ্জন,
সুর নর বন্দনীয় বিশ্ব বিমোহন।

২১০

"সর্ব্ব কাম সিদ্ধি দাতা ত্রিগুণ অতীত,
নির্ম্মল নির্গুণ নিত্য রূপ নিরাকার,
যুগ ধর্ম্ম প্রের যিতা ধীর ধর্ম্মরাজ,
ধর্ম্ম ন্যায় দণ্ডধারী ধার্ম্মিক আধার,
প্রেমময় প্রেমসিন্ধু চিরানন্দ ধাম,
অখণ্ড সচ্চিতানন্দ চিন্ময়-নিষ্কাম।

২১১

সৌম্য মূর্ত্তি সুখ সিন্ধু ভকত বৎসল,
রসচ্ছবি জ্যোতিচ্ছটা চৈতন্য স্বরূপ,
পুত পুন্য পয়োধর অমিয় অর্ণব,
নির্ব্বাণ মুকতি সেতু অমৃতের কুপ,
নির্ম্মল প্রতিভাশালী সর্ব্ব গুণময়,
সর্ব্বাধারে সম ভাব অমর অভয়।

২১২

হইল জ্ঞানের জ্ঞান সে দৃশ্যে চঞ্চল
অনিল আঘাতে যথা দোলে কুবলয়,
কাঁপিল হৃদয় তন্ত্রী মস্তক আপাদ
বিকম্পিণ ব্রহ্ম রন্ধ্র ব্রহ্ম তেজোময়;
সে বিকীর্ণ দ্যুতি ছটা করি দরশন
স্তম্ভিত হইল প্রাণ স্তম্ভিত নয়ন।

২১৩

অহর্মুখে, অহর্পতি দীধিতি যেমতি
তা হতেও লক্ষ গুণচ্ছটা তেজোময়
উর্দ্ধে নিম্নে ধরা গর্ভে স্বর্গ চতুর্দ্দিকে
অসীম অনন্ত পথ করে আলোময়;
সে কর স্পর্শনে জরা জীর্ণ শোক তাপ
হিংসা মৃত্যু দুঃখ ঘোচে বিষাদ সন্তাপ।

২১৪

সে করে হৃদয় ব্যথা ঘোচে মহা পাপ,
সংসারের মায়ানল হয় নির্ব্বাপিত ;
ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সুখ পার্থিব বাসনা
রিপুর প্রচণ্ড তম হয় বিদমিত ;
শঠতা ছলনা ঘোচে ভ্রান্তি সম্মোহন
আলোকে অন্তরাকাশ হৃদয় গগন।

২১৫

সে ব্রহ্ম জ্যোতির তেজে বিবেকের পথে
আসে জীব অনায়াশে বৈরাগ্য আগারে ;
কাল হর গ্রন্থি সুখ করিয়া চ্ছেদন
নির্লিপ্ত হয় চিরশান্তির আধারে ;
দর্শন সমাধি যোগে বৈরাগ্যের বলে
সাযুজ্য-জীবন্মুক্তি লভে এককালে।

২১৬

শান্ত দাস্য সখ্য মধুর আদি পঞ্চরস
সে কর পরশ মাত্র হয় সমন্বয় ;
ভক্তির বিকারে জন্মে প্রকৃতি বিশ্বাস
উপজে অদ্বৈত ভাব ব্যাপিয়া হৃদয় ;
নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মে ধায় মন
অব্ধি মুখে ধায় যথা শৈবলিনী গণ

২১৭

কহিলা আলোক মন্ত্রী-"হের মহারাজ
ভয় নাই দেখ চাহি দৃশ্য অসম্ভব
অভয় প্রদাতা কাছে কি ভয় তোমার ?
পাপীর আতঙ্ক তিনি পুণ্যাত্মা বান্ধব ;
হৃদয় ভিকারী তব হেরিতে যে ধনে
সে ধন সম্মুখে অই নিহার নয়নে।

২১৮

হীরক সরোজাসন মধ্যে বিরাজিত
উছলিছে জ্যোতিঃছটা ত্রিদিব ভরিয়া ;
অদূর দক্ষিণে বসি ক্রাইষ্ট ধীমান
বামেতে চৈতন্য প্রভু-ছায়া প্রকাশিয়া
অন্য পার্শ্বে শাক্য সিংহ ভকত নানক
মহাজ্ঞানী মহম্মদ ধর্ম্ম প্রচারক।

২১৯

"তারা-রাজী মাঝে যেন শোভে তারানাথ
মরি কি সুন্দর রূপ ত্রিদিব মোহন ;
লেখনী লিখিতে নারে, জ্ঞান জ্ঞান-হারা,
কিসে শোভা কিসে রূপ কে জানে কেমন
সাকার কি নিরাকার খুজিয়া না পাই
জ্যোতিঃ জ্যোতিঃ জ্যোতি-ছটা যে দিকে তাকা

২২০

"ব্রহ্মাসনে সন্নিবিষ্ট তীব্র ব্রহ্ম তেজ
কেন্দ্র রূপে হৈমপীট গোলাকার মাঝে
পরিধির প্রান্তে বেদী স্থিত চারি ভাগে,
তদুপরি ভক্তবৃন্দ বসিয়া সতেজে
বিকাশে শ্রীঅঙ্গ জ্যোতি তীব্র খরতর,
জ্যোতিতে জ্যোতির খেলা মরি কি সুন্দর।

২২১

"ভক্ত স্বচ্ছ দেহমাঝে সে ব্রহ্ম কিরণ
সতেজে সরলে পড়ি হতেছে ফলিত,
ভেদিয়া ভক্তের হৃদি ভক্ত জ্যোতি সহ
ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাজ্য হয় প্রধাবিত;
ভক্ত জ্যোতিচ্ছটা পুনঃ ভাতে ব্রহ্মগায়
ব্রহ্ম জ্যোতি ভক্তজ্যোতি একত্রে মিশায়।

২২৩

অচঞ্চল ক্ষণ প্রভা আভা শ্রীবদনে
ঝলিছে আমরি কিবা উজলি দ্যুলোক;
মেঘ মুক্ত রবি সম উজ্জ্বল বরণে
নিঃসরিছে তীব্র ভাতি চ্ছটার আলোক;
কি সাধ্য পার্থিব নেত্র প্রবেশে তাহায়
অমরের দিব্য দৃষ্টি বিজিত যথায়।

২২৪

"ধাইছে বিরল পথে ব্রহ্মের কিরণ
ঋজুভাবে বহু দূর ভুবন ব্যাপিয়া ;
ত্রিলোক ত্রিদিব মাঝে ভূগর্ভে আকাশে
আসিছে পুণ্যাত্মাদল সে কর ধরিয়া ;
সতী কুঞ্জ বুধ কুঞ্জ বীর কুঞ্জ বর
সে আলোকে আলোকিত হয় নিরন্তর।

২২৫

ক্রাইষ্টের দেহ জ্যোতি তীব্র খর রূপ
নিখিল অর্ণব পারে হয় বিকিরণ ;
নানক সম্ভূত করে পূর্ণিত পঞ্জাব
চৈতন্যের করে বঙ্গ উৎকল ভুবন ;
চায়না সিংহল জাভা তির্ব্বত ভারত
শাক্য করে আলোকিত হয় অবিরত।

২২৬

"মহম্মদ নিঃসরিত করে আলোকিত
আরব পারস্য তুর্ক আফ্‌গানি স্থান ;
ভিন্ন ভিন্ন ভকতের ভিন্ন ভিন্ন দেশ
প্রদানিছে ভকতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ ;
ভিন্ন ভিন্ন ভকতের ভিন্ন শিষ্যগণ
ভিন্ন করে এক ব্রহ্মে করে উপাসন।

২২৭

"সে আকারে যে প্রকারে যে রীতি প্রথায়
যেদিকে যে ভাব চিন্তা যে করে তাঁহায়
গৃহে বনে গিরি মাঝে চর্চ্চে মসজিদে,
সেই এক মূলাধারে লক্ষ্য সবাকার;
হিন্দু শিখ জৈন বৌদ্ধ আদি খৃষ্টিয়ান
নাহি ভেদাভেদ কোন হিন্দু মুসলমান।

২২৮

"সে আলোকে রবি শশী সে সৌরজগৎ,
গ্রহ উপগ্রহ আদি তারকা নিকর,
স্থাবর জঙ্গম ধরা ত্রিদিব প্রকৃতি,
গিরি নদী সিন্ধু আদি কানন কন্দর
নন্দন কানন হাসে ফুল উপবন,
তরু মরু হাসে ধরা আর জগজ্জন।

২২৯

"হিংস্র শ্বাপদ হাসে গহন বিজন,
হাসি বিহঙ্গম-কুল করে সঙ্কীর্ত্তন
[illegible] মহাবেগে প্রেম ভাবুক হৃদয়ে;
প্রেমে ডগমগ চিত যোগী ঋষিগণ:
সদ্য প্রসূত শিশু হাসে মাতৃ কোলে,
উল্লাসে ভকত নাচে বাহুদ্বয় তুলে।

২৩০

"সে আলোক পরশনে অচল বিটপী,
সেই ওঁম ব্রহ্ম নামে নিৰ্জ্জীব পাষাণ,
জলে যাদঃ স্থলে জীব ব্যোমে ব্যোমচর
সমস্বরে সবে মেলি করে ব্রহ্মগান,
অতি পাষণ্ডের হিয়া পাপী অন্তস্থল
সে গানে প্রেমের রসে করে টল মল।

২৩১

পায় মূক বাক্য শক্তি সে ওঁকার নামে
জন্মান্ধ মানব পায় দুর্লভ দর্শন,
হস্তহীন হস্ত পায় খঞ্জ পায় পদ,
আজন্ম বধির করে স্বর আকর্ণন,
বিশুষ্ক পাদপ মুঞ্জে শিলা ভাসে জলে,
বসন্ত বাতাস বহে মরুভূমি তলে।

২৩২

"সে নামে উথলে সিন্ধু, গিরি নমে শির,
নমে বিধু উডু দল দীপ্ত বিভাকর,
নিস্তেজ বাড়বাবহ্নি বনে দাবানল,
নিস্তেজ আগ্নেয় গিরি ভীম বৈশ্বানর,
উথলিয়া প্রস্রবণ গায় প্রেম-গাথা,
নিৰ্জ্জীব অসাড় জড় কহে ব্রহ্ম কথা।

২৩১

"দামিনী চমকে ঘনে, জীমূত গম্ভীরে
প্রচারে ঈশ্বর নামে অনন্ত মহিমা,
গায় ঝিল্লী ভূগহ্বরে [illegible] ক্ষুদ্র কীট,
বিশ্বাস স্বরতে অহি প্রকাশে গরিমা,
গায় সে তক্ষকানাম ক্ষুদ্রে সরিসৃপ,
নিখিল প্রকৃতি গায় সজীব নির্জ্জীব।

২৩৩

"সে কর পরশ মাত্র আশা কৌতুহল
না জানি রাজন"। নীরব কল্পনা সতী
না হইতে বাক্য শেষ স্তম্ভিতের প্রায়
দণ্ডাইলা স্থির যেন প্রস্তর মূরতি
পশ্চাৎ ফিরিয়া রাজা হেরিল চকিত
হইয়াছে শূন্য জলে চিন্তা অন্তর্হিত।

২৩৫

অবলম্বি তেজঃ রেখা ব্রহ্ম জ্যোতি মাঝে
সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি এক পড়িল নয়নে,
জ্যোতিতে উদয় জ্যোতি স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ী
আসিছেন ধীরে ধীরে মৃদুল গমনে ;
বিশদ রজত মূর্ত্তি শান্ত দয়াময়ী
ধীরা নম্র মুখ দাতৃ পুত স্নেহময়ী।

২৩৬

কহিলা জননী "বৎস ! কি সৌভাগ্য তব
স্নেহময়ী শান্তিদেবী নিহার নৃমণি
প্রদানিতে চিরাশ্রয় সুকোমল ক্রোড়ে
আসিছেন কুতূহলে ধাইয়া আপনি ;
না পায় যে পদ পূজি যোগেন্দ্র গীর্ব্বান,
সে পদ লভিবে আজি তুমি ভাগ্যবান" ।

২৩৭

পদক্ষেপি ধীরে ধীরা ক্রমে জ্যোতির্ম্ময়ী
দাড়াইলা স্মিত মুখে জ্ঞানের সদন ;
হেরিয়া কল্পনা তাঁরে দ্রুত অগ্রসরি
ভগ্নি সম্বোধনে হাসি দিলা আলিঙ্গন ;
ধরিয়া জ্ঞানের কর স্থাপি শান্তি করে
সস্নেহে লাগিলা সতী কহিতে তাঁহারে ।

২৩৮

"দর্শাইছি একে একে ভীষণ নিরয়
সতী কুঞ্জ বীর কুঞ্জ আদি স্বর্গপুরে
ফুরাইল লীলা মম আজি কিন্তু হায়
সপিলাম শুভক্ষণে জ্ঞানে তব করে ;
রেখে ভগ্নি শান্তি তাঁরে যতন সহিত"
এতেক কহিয়া দেবী হৈলা অন্তর্হিত ।

২৩৯

লুকালো সে লীলাময়ী লীলা সাঙ্গ করি,
অলক্ষ্যে তড়িৎ সম তীব্র ব্রহ্ম করে
মিশাইল দিব্য জ্যোতি ব্রহ্মের জ্যোতিতে,
কনক বিজলী যেন খেলিল অম্বরে ;
উজলিয়া দশ দিক সহাস্য আননে
হইল কুসুম বৃষ্টি দ্যুলোক গগনে।

২৪০

মুরলী নিন্দিত কণ্ঠে অমৃতভাষিণী
জ্যোতির্ম্ময়ী, শান্তিদেবী, স্নিগ্ধ শান্তিময়ী
জিজ্ঞাসিলা হাসি নৃপে "হইয়াছ তুমি
কল্পনা-করুণা-গুণে শমনবিজয়ী ;
কহ অভিলাষ বৎস ! কি তব এখন
কোন দৃশ্য হেরিবারে করেছ মনন।"

২৪১

উত্তরিল নরবর "অয়ি মা জননী !
বীতস্পৃহ এবে আমি পিয়ে শান্তিরস ;
বিহীন হৃদয়ে মম আশা কৌতূহল
হেরিতে অপর দৃশ্য নাহিক মানস ;
ভিক্ষা চাই এই মাত্র, তব শ্রীচরণে
স্থান দিও চিরদিন হতভাগ্য জনে।

২৪২

"দেখাও যে দৃশ্য দেবী যাহা ইচ্ছা তব
তব ইচ্ছা মম ইচ্ছা নাহি ইচ্ছান্তর ;
যেদিকে চালাও চলি তোমার ইচ্ছায়
হইয়াছি আমি তব ইচ্ছার কিঙ্কর ;"
হাসিয়া কহিল শান্তি "আমার ইচ্ছায় ?
এস মম সাথে তবে আদেশি যথায়।"

২৪৩

এতেক কহিয়া দেবী চলিলা মন্থরে
চলিলা পশ্চাৎ তাঁর জ্ঞান মহামতি ;
কিছুক্ষণে অন্য পার্শ্বে দোঁহে উত্তরিয়া
দেখাইলা শান্তি দেবী অঙ্গুলি সঙ্কেতি ;
"তব দেশবাসী যত ভক্ত বৃন্দ দলে
হের বৎস বসি অই মহা কুতুহলে।

২৪৪

"সুবিমল দেহ কান্তি সদা মগ্ন ধ্যানে
প্রখর ব্রহ্মের জ্যোতি নিঃসরিছে কায় ;
তেজ উদগীরিত ছটা ছুটিছে চৌদিকে
মিশিতেছে ভক্ত ছটা ব্রহ্মের ছটায় ;
ব্রহ্মের প্রখর তেজ ভেদিয়া শরীর
সুদূর বিকল রন্ধ্রে হতেছে বাহির।

২৪৫

"সে জ্যোতি ধরিয়া বৎস কর দরশন,
নারদ, কবীর, ধ্রুব, জন্ শুকদেব,
প্রহ্লাদ, লুথার্ আর দায়ুদ্ ভূপাল,
জনক, তুলসীদাস, মুসা, পলদেব,
আসিতেছে ভক্ত দল সহাস্য আননে,
লভিতে নির্ব্বাণ মুক্তি ব্রহ্মের কিরণে।

২৪৬

"বালার্ক বিজিত রূপে নিহার সীমান্তে
দাঁড়াইয়া এক পার্শ্বে শ্রীরামমোহন ;
শ্রীগুরু গোবিন্দ কাছে অনিমিষ আঁখি
চাহি ব্রহ্ম তেজ পানে প্রদীপ্ত বদন ;
বিদ্যুৎ প্রতিম কান্তি কত ভক্ত দল
আসিছেন পর পর হের অবিরল।"

২৪৭

পুছিল রাজন "কহ অয়ি মা জননী
হেরিলাম ভক্ত দলে একে একে সবে,
কি আশ্চর্য্য কিন্তু আমি নারিনু হেরিতে
তেজ পুঞ্জ পিতামহে বিষ্ণু আর ভবে ;
নয়নে লাগিল ধাঁদা সব(ই) নিরাকার
হেরিলাম শূন্য ময় শূন্যের আধার।"

২৪৮

উত্তরিল শান্তি দেবী, "নারিবে হেরিতে
সে ব্রহ্ম জ্যোতির ছটা ভৌতিক নয়নে ;
বিদ্যুৎ বিজিত দীপ্তি মহা জ্যোতির্ম্ময়
সে জ্যোতি পার্থিব নেত্রে হেরিবে কেমনে ?
মানবের পক্ষে ইহা অপূর্ব্ব অশ্রুত
নিশীথের স্বপ্ন কিম্বা ছায়া বাজী মত ।

২৪৯

"নহে দৃশ্যমান তাঁরা ভৌতিক নয়নে,
নির্লিপ্ত ব্রহ্মের সহ ব্রহ্মের কিরণে,
একে তিন তিনে এক নাহিক প্রভেদ,
নিরাকার নাম মাত্র পূজিত ভুবনে,
যে দিকে যে মূর্ত্তি ভাবি যেবা পূজা করে,
সবে সেই এক ব্রহ্মে একই ঈশ্বরে ।"

২৫০

এতেক কহিয়া দেবী, দেবী মায়া বলে
বেষ্টিয়া বপুতে বাহু স্ফুরিত অধরে,
অলক্ষ্যে বাৎসল্য স্নেহে সানন্দে সাদরে,
ধরিলা শ্রীঅঙ্কে তাঁর, মহা ভাগ্যধরে ;
প্রদীপ্ত বালার্কে আজি মিশিল বিজলী
উঠিল সে রূপে হাসি ত্রিদিব উজলী ।

২৫১

অবনীর যবনিকা হইল পতন
মিশাইল শান্তি সহ একত্রে সে জ্ঞান ;
লভিয়া জীবন্মুক্তি শান্তির ছায়ায়
পুলকে অলক্ষ্যে কৈল কৈবল্যে পয়ান ;
নিনাদিল জয় স্বর আদিতেয় গণ
ত্রিদিবে কুসুম বৃষ্টি হইল বর্ষণ।

২৫২

সতী কুঞ্জে সতী দল হাসিল পুলকে,
বুধ কুঞ্জে বুধ দল শঙ্খ নিনাদিল,
কবি কুঞ্জে কবি কুল তুলিল সঙ্গীত,
বীর দল জয় স্বর সঘনে ঘোষিল,
মিশ্র ভাগে ধন্যবাদ সাধুরা রটিল
ধর্ম্ম ধামে ভক্ত আস্যে হাস্য দেখাদিল।

২৫৩

অপ্সরী অমর বালা উর্ব্বসী কিন্নরী,
তুলিল সুকণ্ঠ কণ্ঠ মন্দাকিনী সাথে,
সুমধুর সুরনিক্কনে, আমরি সে রব,
তরু শীরে শৈল চুড়ে নাচিতে নাচিতে,
বিপিন সৈকত সৌধে মরুভু সাগরে,
মিশাইল শুন্য তলে কাঁপায়ে অম্বরে।

২৫৪

চকিতে রহিল চাহি ঊর্দ্ধে আঁখি মেলি
অভ্র ভেদী গিরি চূড় তটিনী সাগর,
বন্য-বনস্পতি-ব্রজ ভূলোক দ্যুলোক,
মরু বসুন্ধরা বন কানন কন্দর ;
দুলিল বীরুধ্ বল্লী হাসিল কমল,
জলজ স্থলজ যত প্রসূন কুট্মল।

২৫৫

বিজলী হাসিল ঘনে উজলি বিমান,
হুঙ্কারিল হর্ষে অভ্র ভৈরব হুঙ্কার,
সানন্দে বহিল বায়ু মধুর হিল্লোল,
ত্রিদিব হইতে শূন্যে সীমান্তে ধরার,
উদিল সহস্যাননে উষা বিনোদিনী
গোধূলি সখীর সহ সমাজে আপনি।

২৫৬

জয়োল্লাসে জয় ধ্বনি ধ্বনিল খেচর,
সুধাংশু তপন আর সপ্তর্ষি মণ্ডল,
সে সৌর জগৎ ফিরি চাহিল চকিতে,
গ্রহ উপগ্রহ রাশী তারকার দল,
ভাগ্যবানে সম্ভাষণে দেববালা গণ
খুলিল কৈবল্য দ্বার কাঞ্চন তোরণ।

ইতি অদৃশ্য-দর্শনকাব্যে
জীবন্মুক্তি নাম
[illegible] সর্গ।